সাধকোল্লাসঃ

সদ্গ্রন্থ প্রকাশক ঃ

শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

● শ্রী শ্রী গৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ●

সাধকোল্লাসঃ

(গৌড়ীয়বৈষ্ণবীয়নিত্যকৃত্যোপাসনাপদ্ধতিঃ)

শ্রীধামবৃন্দাবনবাস্তব্যেন ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রিনব্যন্যায়াচার্য্য
কাব্যব্যাকরণসাংখ্যমীমাংসাবেদান্ত
তর্কতর্কতর্কবৈষ্ণবদর্শনতীর্থ
বিদ্যারত্নাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতেন
শ্রীহরিদাসশাস্ত্রিণা
সংগৃহীতঃ।

সদ্গ্রন্থ প্রকাশক ঃ—
শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী

শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস
শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,
পোঃ—বৃন্দাবন,
জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)
পিন—২৮১১২১

বিজ্ঞপ্তি

"সাধকোল্লাসঃ" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, ইহাতে সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা প্রণীত **সাধনামৃত চন্দ্রিকা,** এবং শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী প্রণীত পদ্ধতি গ্রন্থ ও পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সামগ্রী সমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বৃন্দ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে নক্ত পর্য্যন্ত জাগরণ শয়নাদি সমস্ত অবস্থায় নিরন্তর শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের সহিত শ্রবণ মননাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের ভজন করেন। তজ্জন্য অষ্টকালীন শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের সহিত অর্চ্চন মননাদি সামগ্রী সম্বলিত গ্রন্থ সাধকবৃন্দকে বিশেষ উল্লসিত করিয়া থাকে। প্রস্তুত গ্রন্থে উক্ত সুপ্রাচীন সদাচার প্রাপ্ত সামগ্রীসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে।

মন শুদ্ধ হইলে ভক্তি আবির্ভূত হয়, গৃহাদিতে আসক্ত মনে ভক্তির উদয় হয় না, অতএব বাহ্য আভ্যন্তর বিষয় তৃষ্ণা হইতে মনকে মুক্ত করিবার জন্য সদাচার প্রাপ্ত পদ্ধতির অবলম্বনই একমাত্র শ্রেয়স্কর পন্থা।

সাধকবৃন্দ—নিশান্ত, প্রাতঃ,পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন; অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ, নক্ত সময়ে নিরন্তর অনুষ্ঠান উক্ত পদ্ধতি গ্রন্থের অনুসরণে করিয়া থাকেন, অতএব ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের শ্রীচরণার বিন্দে মনোনিবেশ সুখ পূর্ব্বক হইয়া থাকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের মধ্যে ত্রিবিধ পদ্ধতি সুপ্রসিদ্ধ আছে, প্রথম—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রেরিত ষড় গোস্বামী বৃন্দের ভাবধারা দ্বিতীয়—শ্রীনরহরি সরকারঠাকুর, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখের ভাবধারা, তৃতীয়—শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও গোবর্দ্ধন নিবাসী সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবা প্রভৃতির ভাবধারা।

প্রথম ভাবধারায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিত্রে সমাকৃষ্ট ব্যক্তিগণ তদীয় আদেশে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরিত্রাস্বাদন করেন। **দ্বিতীয়ে** সাধকবৃন্দ শ্রীশ্রীগৌরচরিত্রেই সংলীন মানস হইয়া থাকেন, কদাচিৎ স্বেচ্ছায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিতামৃতাস্বাদনও করেন। **তৃতীয়ে** শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সেবাচিন্তনের সহিতই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস সমুদ্রে সাধকগণ নিমজ্জিত হয়েন। ভাবধারা বিভিন্ন হইলেও সাধন সামগ্রী সর্ব্বত্রই একরূপেই অবলম্বনীয় হইয়া থাকে। প্রস্তুত গ্রন্থে উক্ত উল্লাসকর সামগ্রী সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রী শ্রী গৌরগদাধরৌ জয়তঃ

সূচী ঃ—

● শ্রী শ্রী গদাধরগৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্ ●

সাধকোল্লাসঃ

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহিমা।

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম কল্পতরু,
অদভুত যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান, তিমির বর জ্ঞান,
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ,
যাচি দেওল হরিনাম॥
দুরমতি অগতি, অসত মতি যো জন,
নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন, যুগল ভজন ধন,
তাহে করল উপদেশ॥
নিরমল গৌর, প্রেমরস সিঞ্চনে,
পূরল জগমন আশ।
সো চরণাম্বুজে, রতি নাহি হওল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবদাস কৃত শ্রীশ্রী গুরুদেব মহিমা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা।

আশ্রয়-করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণ প্রেমধন॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দ সুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান।

গুরু আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভুমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন॥
কোন বিঘ্নে সেহ নাহি হয় অবসন্ন।
কৃষ্ণরুষ্ট হ'লে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা গুরু পিতা গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এসংসারে নাহি অন্য গতি॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান না কর কখন।
গুরু নিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরু নিন্দা তথা না যাইবে॥
গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন॥
গুরু পাদ পদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি॥
হেন গুরু পাদ পদ্ম করহ বন্দনা।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা॥
গুরু পাদ পদ্ম নিত্য যে করে বন্দন।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাহার চরণ॥
শ্রীগুরুচরণ পদ্ম হৃদে করি আশ।
শ্রীগুরু বন্দনা করে সনাতন দাস॥

ইতি শ্রীল সনাতন দাস কৃত শ্রীশ্রীগুরু বন্দনা সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ।

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ। প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ। ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত। সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥

মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
উর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস। সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন॥ তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি!
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে। জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়। দেবকীনন্দনদাস এই লোভে কয়॥
ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দে না জানিয়া।
নিন্দিনু বৈষ্ণবগণ মানুষ বলিয়া॥
সেই অপরাধে মুঞি ব্যাধি গ্রস্ত হৈনু।
মনে বিচারিয়া এই নিরূপণ কৈনু॥
নিমাই করিল কত পাতকী উদ্ধার।
পরিণামে কেন মোর না কৈল নিস্তার॥
নাটশালা হৈতে যবে আইসেন ফিরিয়া।
শান্তিপুর যান যবে ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
সেইকালে দন্তে তৃণ ধরি দূর হৈতে।
নিবেদিনু গৌরাঙ্গের চরণ পদ্মেতে॥
পতিত পাবন অবতার নাম সে তোমার।
জগাই মাধাই আদি করিলে উদ্ধার॥

তাহা হৈতে কোটিগুণে অপরাধী আমি।
অপরাধ ক্ষম প্রভু জগতের স্বামী॥
প্রভু আজ্ঞা দিলা অপরাধ শ্রীবাসের স্থানে।
অপরাধ হঞাছে তুমি তার পড়হ চরণে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীবাসের চরণে পড়িনু॥
শ্রীবাসের আগে সে গৌরের আজ্ঞা সমর্পিনু॥
অপরাধ ক্ষমিলা সে আজ্ঞা দিল মোরে।
পুরুষোত্তম পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে॥
বৈষ্ণব নিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি।
বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥
প্রভু পাদপদ্ম আমি মস্তকে ধরিয়া।
বাড়িল আরতি চিত্তে উল্লসিত হিয়া॥
বৈষ্ণব গোসাঞির নাম উদ্দেশ কারণ।
নানাক্ষেত্র তীর্থ মুঞি করিনু ভ্রমণ॥
যথা যথা যাঁর নাম শুনিনু শ্রবণে। যাঁর যাঁর পাদপদ্ম দেখিনু নয়নে॥
শাস্ত্রে বা যাঁহার নাম দেখিনু শুনিনু।
সর্ব্ব ভক্তের নাম মালা গ্রন্থন করিনু॥
ইথে অগ্র পশ্চাৎ মোর দোষ না লইবা।
ঠাকুর বৈষ্ণব মোর সকলি ক্ষমিবা॥
এক ব্রহ্মাণ্ডে হয় চৌদ্দ ভুবন। তাহাতে বৈষ্ণবগণ করিয়া যতন॥
জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে। দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তাঁরে নমস্করি॥
পদ্মপুরাণ আর শ্রীভাগবত মত। বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥
পুলিন্দ পুক্কশ ভীল কিরাত যবনে।
আভীর কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥
সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্মা আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥
যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব। সবারে বন্দিব সবে জগৎ দুর্ল্লভ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ কৃপাময়। সর্ব্ব অবতার সর্ব্ব ভক্ত জনাশ্রয়॥

আভীর রাগ।

প্রাণ গোরাচাঁদ মোর ধন গোরাচাঁদ।
জগৎ বাঁধিল গোরা পাতি প্রেম ফাঁদ॥
মিনতি করিয়া তৃণ ধরিয়া দশনে। নিবেদন করি গুরু বৈষ্ণব চরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
যতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন ছার হঙ শিশু অল্প মতি॥
জিহ্বার আরতি আর মনে বাসনা।
তেঞি সে করিতে চাহোঁ বৈষ্ণব বন্দনা॥
যে কিছু কহিয়ে গুরু বৈষ্ণব প্রসাদে।
ক্রম ভঙ্গে না লইবে মোর অপরাধে॥
বন্দোঁ শচী জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর। যাঁহার নন্দন বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভর॥
বন্দনা করিব বিশ্বরূপ ধন্য ধন্য। চৈতন্য অগ্রজ নাম শ্রীশঙ্করারণ্য॥
বন্দিব সে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পতিত পাবন অবতার ধন্য ধন্য॥
বন্দো লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আর বিষ্ণুপ্রিয়া।
গদাধর পণ্ডিত গোঁসাই বন্দনা করিয়া॥
বন্দো পদ্মাবতী দেবী হাড়াই পণ্ডিত।
যাঁর পুত্র নিত্যানন্দ অদ্ভুত চরিত॥
দয়ার ঠাকুর বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁর হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই ঠাকুরাণী। যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানি॥
বীরভদ্র গোঁসাঞি বন্দিব সাবধানে। সকল ভুবন বশ যাঁর আচরণে॥
জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোঁসাঞি।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবা মাতার আজ্ঞা ইথে আন নাই॥
শ্রীগোপীজনবল্লভ বন্দিব যতনে। অদ্ভুত চরিত্র যাঁর না যায় বর্ণনে॥

গোঁসাঞি শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দিব যতনে।
জীব উদ্ধারিতে যিঁহ বহু গুণ ধরে॥
গোঁসাঞি শ্রীরামচন্দ্র বন্দো একমনে।
যাঁহার অশেষ গুণ জগতে বাখানে।
নিত্যানন্দ সুতা বন্দো গঙ্গা ঠাকুরাণী। ভুবন ভরিয়া যাঁর সুযশ বাখানি
দয়ার ঠাকুর বন্দো যতেক বৈষ্ণব। যাঁদের কৃপায় পাই শ্রীরাধামাধব॥

ভাটিয়ারী রাগ।

ধন্য অবতার গোরা ন্যাসি চূড়ামণি।
এমন সুন্দর নাম কভু নাহি শুনি॥
সাবধানে বন্দিব শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। বিষ্ণুভক্তি পথে প্রথম অবতরী॥
আচার্য্য গোঁসাঞি বন্দো অদ্বৈত ঈশ্বর।
যে আনিল মহাপ্রভু ভুবন ভিতর॥
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো হঞা এক মন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দো তাঁহার নন্দন॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ভক্ত চূড়ামণি।
যাঁর নাম লয়্যা প্রভু কাঁন্দিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীশ্রীনিবাস ঠাকুর পণ্ডিত। নারদ খেয়াতি যাঁর ভুবন পূজিত॥
ভক্তি করি বন্দিব মালিনী ঠাকুরাণী।
শ্রীমুখে গৌরাঙ্গ যাঁরে বলিলা জননী॥
শ্রীরাম শ্রীপতি আর শ্রীনিধি তিনজন।
ইঁহাদের পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ॥
শ্রীনারায়ণী দেবী বন্দিব সাবধানে।
আলবাটি প্রভু যাঁরে বলিলা আপনে॥
হরিদাস ঠাকুর বন্দো জগতে প্রধান।
দ্রব্য দিয়া শিশুরে লওয়ান হরিনাম॥
গোপীনাথ ঠাকুর বন্দো জগত বিখ্যাত।
প্রভুর স্তুতি পাঠে যেই ব্রহ্মা সাক্ষাত॥
বন্দিব মুরারী গুপ্ত ভক্তি শক্তিমন্ত। পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত॥

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দো চন্দ্র সুশীতল। আচার্য্যরত্ন যাঁর খ্যাতি নিরমল।
গোবিন্দ গরুড় বন্দো মহিমা অপার।
গৌরপদে ভক্তিদ্বারে যাঁর অধিকার॥
বন্দিব অম্বষ্ঠ নাম শ্রীমুকুন্দ দত্ত। গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাঁর গানের মহত্ত্ব॥
বাসুদেব দত্ত বন্দো বড় শুদ্ধ ভাবে।
উৎকলে যাঁহারে প্রভু রাখিলা সমীপে॥
বন্দো মহা নিরীহ পণ্ডিত দামোদর।
পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ণ। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন॥
বন্দো মহাশয় চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর। প্রভুর ভবিষ্য যিহ কহিলা সত্বর॥
শ্রীরাম পণ্ডিত বন্দো গুপ্ত নারায়ণ। বন্দো গুরু বিষ্ণুগঙ্গাদাস সুদর্শন।
বন্দো সদাশিব আর শ্রীগর্ভ শ্রীনিধি।
বুদ্ধিমন্ত খান মনোহর প্রেমনিধি॥
বন্দিব ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর। প্রভু যাঁরে দিল নিজ প্রেমভক্তি বর
নন্দন আচার্য্য বন্দো লেখক বিজয়।
বন্দো রামদাস কবি চন্দ্র মহাশয়॥
বন্দো খোলাবেচা খ্যাতি পণ্ডিত শ্রীধর।
প্রভু সঙ্গে যাঁর নিত্য কৌতুক কোন্দল॥
বন্দো ভিক্ষু বনমালী পুত্রের সহিতে।
প্রভুর প্রকাশ যে দেখিবা আচম্বিতে॥
হলায়ুধ ঠাকুর বন্দো করিয়া আদর। বন্দনা করিব শ্রীবাসুদেব ভাদর॥
বন্দিব ঈশান দাস কর যোড় করি।
শচী ঠাকুরাণী যাঁরে স্নেহ কৈল বড়ি॥
বন্দো জগদীশ আর শ্রীমান সঞ্জয়।
গরুড় কাশীশ্বর বন্দো করিয়া বিনয়॥
বন্দনা করিব গঙ্গাদাস কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীরাম মুকুন্দ বন্দো করিয়া আনন্দ॥
বল্লভ আচার্য্য বন্দো জগজনে জানি।

যাঁর কন্যা আপনি শ্রীলক্ষ্মীঠাকুরাণী॥
সনাতন মিশ্র বন্দো আনন্দিত হৈয়া।
যাঁর কন্যা ধন্যা ঠাকুরাণী বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আচার্য্য বনমালী বন্দো দ্বিজ কাশীনাথ॥
প্রভুর বিবাহে যিঁহ ঘটক সাক্ষাৎ॥
প্রভুর বিবাহোৎসবে ছিল যত জন। তাঁ সভার পাদপদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ

সু হই রাগ।

ভাল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার।
এমন করুণানিধি কভু নাহি আর॥
গোঁসাঞি ঈশ্বর পুরী বন্দো সাবধানে।
লোক শিক্ষা দীক্ষা প্রভু কৈলা যাঁর স্থানে॥
কেশব ভারতী বন্দো সান্দিপনী মুনি।
প্রভু যাঁরে ন্যাসী গুরু করিলা আপনি॥
বন্দিব শ্রীরামচন্দ্র পুরীর চরণ। প্রভু যাঁরে কহিলেন শ্রীরামের গণ॥
পরমানন্দপুরী বন্দো উদ্ধব স্বভাব।
দামোদরপুরী বন্দো সত্যভামার ভাব॥
নরসিংহ তীর্থ বন্দো পুরী সুখানন্দ।
শ্রীগোবিন্দ পুরী বন্দো পুরী ব্রহ্মানন্দ॥
নৃসিংহ পুরী বন্দো সত্যানন্দ ভারতী। বন্দিব গরুড় অবধূত মহামতি॥
বিষ্ণুপুরী গোঁসাঞি বন্দো করিয়া যতন।
বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী যাঁহার গ্রন্থন॥
ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ বন্দো বড় ভক্তি করি।
কৃষ্ণানন্দ পুরী বন্দো শ্রীরাঘব পুরী॥
বিশ্বেশ্বরানন্দ বন্দো বিশ্বপরকাশ।
মহাপ্রভুর পদে যাঁর বিশেষ বিশ্বাস॥
শ্রীকেশব পুরী বন্দো অনুভবানন্দ।
বন্দিব ভারতী শিষ্য নাম চিদানন্দ॥
শ্রীবংশীবদন বন্দো যুড়ি দুই কর।
যাঁরে বংশী অবতার কৈলা গদাধর॥

গৌরাঙ্গের প্রাণ সম শ্রীবংশীবদন। যাঁহার শরণে মিলে চৈতন্য চরণ॥
বন্দো রূপ সনাতন দুই মহাশয়। বৃন্দাবন ভূমি দোঁহে করিলা নির্ণয়॥

শ্রীজীব গোঁসাঞি বন্দো সবার সম্মত,
সিদ্ধান্ত করিয়া যে রাখিলা ভক্তিতত্ত্ব॥
রঘুনাথ দাস বন্দো রাধাকুণ্ডবাসী।
রাঘব পণ্ডিত বন্দো গোবর্দ্ধন বিলাসী॥
বন্দিব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবন মাঝে।
সনাতন রূপ সঙ্গে সতত বিরাজে।
রঘুনাথ ভট্ট বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বৃন্দাবনে অধ্যাপক শ্রীশ্রীভাগবতে ॥
কাশীশ্বর গোঁসাঞি বন্দোঁ হঞা একমতি।
মথুরা মণ্ডলে যাঁর বিশেষ খেয়াতি॥

শুদ্ধ সরস্বতী বন্দোঁ বড় শুদ্ধমতি। প্রভুর চরণে যাঁর বিশুদ্ধ ভকতি ॥

প্রবোধানন্দ গোঁসাঞি বন্দিব যতনে।
যে করিলা মহাপ্রভুর গুণের বর্ণনে॥
লোকনাথ গোসাঞি বন্দোঁ ভূগর্ভ ঠাকুর।
দীনহীন লাগি যাঁর করুণা প্রচুর॥
জগদানন্দ পণ্ডিত বন্দোঁ সাক্ষাৎ সরস্বতী।
প্রভুর চরণে যাঁর সুদৃঢ় ভকতি॥
মহা অনুভব বন্দোঁ পণ্ডিত রাঘব॥
পানিহাটি গ্রামে যাঁর প্রকাশ বৈভব॥
পুরন্দর পণ্ডিত বন্দোঁ অঙ্গদ বিক্রম।
সপরিবারে লাঙ্গুল যাঁর দেখিলা ব্রাহ্মণ॥
কাশীমিশ্র বন্দোঁ প্রভু যাঁহার আশ্রমে।
বাণীনাথ পট্টনায়ক বন্দিব সম্ভ্রমে॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র বন্দোঁ রায় ভবানন্দ।
কলানিধি সুধানিধি গোপীনাথ বন্দোঁ ॥
রায় রামানন্দ বন্দোঁ বড় অধিকারী।

প্রভু যারে লভিলা দুর্ল্লভ জ্ঞানকরি॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত বন্দোঁ দিব্য শরীর।
অভ্যন্তরে কৃষ্ণতেজ গৌরাঙ্গ বাহির॥
বন্দিব সুগ্রীব মিশ্র শ্রীগোবিন্দানন্দ।
প্রভু লাগি মানসিক যাঁর সেতুবন্ধ ॥
সম্ভ্রমে বন্দিব আর গদাধর দাস। বৃন্দাবনে অতিশয় যাঁহার প্রকাশ॥
সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে। সকল বৈষ্ণব বশ যাঁর প্রেমগুণে॥
প্রেমময় তনু বন্দোঁ সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গোরা পদদ্বন্দ্ব॥
চৈতন্য দাস রাম দাস আর কর্ণপূর।
শিবানন্দের তিন পুত্র বন্দিব প্রচুর॥
বন্দিব মুকুন্দ দত্ত ভাবে শুদ্ধচিত্ত । ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥
প্রেমের আলয় বন্দোঁ নরহরি দাস।
নিরন্তর যাঁর চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥
মধুর চরিত্র বন্দোঁ শ্রীরঘুনন্দন। আকৃতি প্রকৃতি যাঁর ভুবন মোহন॥
সকল মহান্ত প্রিয় শ্রীরঘুনন্দন। নিতাই দিলেন যাঁরে সুমালা চন্দন॥
প্রেম সুখময় বন্দোঁ কানাই ঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া যাঁরে করিলা প্রচুর॥
রঘুনাথ দাস বন্দোঁ প্রেম সুধাময়।
যাঁহার চরিত্রে সব লোক বশ হয়॥
আচার্য্য পুরন্দর বন্দোঁ পণ্ডিত দেবানন্দ।
গৌর প্রেমময় বন্দোঁ শ্রীআচার্য্যচন্দ॥
আকাই হাটের বন্দো কৃষ্ণদাস ঠাকুর॥
পরমানন্দ পণ্ডিত বন্দো সতীর্থ প্রভুর॥
গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
যাঁর নাম সার্থক প্রভু করিলা আপনে॥
বন্দিব মাধব ঘোর প্রভুর প্রীতি স্থান॥
প্রভু যাঁরে করিলা অভ্যঙ্গ স্বরদান॥
শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।

গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥
ঠাকুর শ্রীরামদাস বন্দিব সাদরে।
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁই বংশী করে ধরে॥
সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্ব ফুল জম্বীরের গাছে॥
অভিরাম ঠাকুর বন্দোঁ করিয়া যতন।
যাঁহার অদ্ভুত ভাব না যায় কথন॥
পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বন্দোঁ সাবধানে।
শৃগালে লওয়ান নাম সংকীর্ত্তন স্থানে॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম॥
সর্ব্ব গুণহীন যে তাঁহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে॥

সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ। ভুবন মোহন নৃত্য শকতি অগাধ।

গৌরিদাস কীর্ত্তনীয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা শক্তি দিয়া॥
গদাধর দাস আর শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি প্রভুর সন্তোষ॥

যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে। অভিষেক সর্ব্বজ্ঞাতা হন শিশুকালে॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে। পদ্মগন্ধ হৈল তাহা সবা বিদ্যমানে॥
যাঁর নামে স্নিগ্ধ হয় বৈষ্ণব সকল। মূর্ত্তিমন্ত প্রেম সুখ যাঁর কলেবর॥

কালাকৃষ্ণ দাস বন্দোঁ বড় ভক্তি করি।
দিব্য উপবীত বস্ত্র কৃষ্ণ তেজধারী॥
কমলাকর পিপলাই বন্দোঁ ভাব বিলাসী।
যে প্রভুরে বলিল লহ বেত্র দেহ বাঁশী॥
রত্নাকর সুত বন্দো পুরুষোত্তম নাম।
নদীয়া বসতি যাঁর দিব্য তেজোধাম॥
উদ্ধারণ দত্ত বন্দোঁ হঞা সাবহিত।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বেড়াইল সর্ব্ব তীর্থ॥

গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দোঁ প্রভুর আজ্ঞাকারী।
আচার্য্য গোসাঞিরে নিল উৎকল নগরী॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত বন্দোঁ বিলাসী সুজন।
প্রভু যাঁরে দিলা আচার্য্য গোসাঞির স্থান॥
বন্দিব সারঙ্গ দাস হঞা একমনে।
মকরধ্বজ কর বন্দোঁ প্রভুর গায়নে॥
রুদ্রারি কবিরাজ বন্দোঁ ভাগবতাচার্য্য।
শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দোঁ অনন্ত আচার্য্য॥
গোবিন্দ আচার্য্য বন্দোঁ সর্ব্বগুণ শালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥
সার্ব্বভৌম বন্দোঁ বৃহস্পতির চরিত্র।
প্রভুর প্রকাশে যাঁর অদ্ভুত কবিত্ব॥
বন্দিব প্রতাপরুদ্র ইন্দ্রদ্যুম্ন খ্যাতি।
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ আকৃতি॥
দ্বিজ রঘুনাথ বন্দো উড়িয়া বিপ্রদাস।
অভিন্ন অচ্যুত বন্দো আচার্য্য শ্যামদাস॥
দ্বিজ হরিদাস বন্দো বৈদ্য বিষ্ণুদাস।
যাঁর গীত শুনি প্রভুর অধিক উল্লাস॥
কানাই খুটীয়া বন্দো বিশ্ব পরচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যাঁর॥
বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যাঁর বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত। যাঁর গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
বন্দিব শিবানন্দ পণ্ডিত কাশীশ্বর। বন্দিব চন্দনেশ্বর আর সিংহেশ্বর॥
বন্দিব সুবুদ্ধি মিশ্র মিশ্র শ্রীশ্রীনাথ।
তুলসী মিশ্র বন্দো মাহিতী কাশীনাথ॥
শ্রীহরি ভট্ট বন্দো মাহিতী বলরাম। বন্দো পট্টনায়ক মাধব যাঁর নাম॥
বসুবংশ রামানন্দ বন্দিব যতনে।
যাঁর বংশে গৌর বিনা অন্য নাহি জানে॥
বন্দিব পুরুষোত্তম নাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীমাধব পণ্ডিত বন্দো বড় ভক্তি করি ॥
শ্রীকর পন্ডিত বন্দে। দ্বিজ রামচন্দ্র। সর্ব্ব সুখময় বন্দো যদু কবিচন্দ্র॥
বিলাসী বৈরাগী বন্দো পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
সর্ব্বস্ব প্রভুরে দিয়া ভাণ্ড হাতে লয়॥
জগন্নাথ পণ্ডিত বন্দো আশ্চর্য্য লক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত বন্দো বড় শুদ্ধ মন॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিত বন্দো বিদিত সংসার।
বসুধা জাহ্নবা বন্দো দুই কন্যা যাঁর॥
মুরারি চৈতন্য দাস বন্দো সাবধানে।
আশ্চর্য্য চরিত্র যাঁর প্রহ্লাদ সমানে ॥
পরমানন্দ গুপ্ত বন্দো সেন জগন্নাথ।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ বালক রমানাথ॥
শ্রীকংসারি সেন বন্দো সেন শ্রীবল্লভ।
ভাস্কর ঠাকুর বিশ্বকর্ম্মা অনুভব॥
সঙ্গীত রচক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥
মহেশ পণ্ডিত বন্দো বড়ই উন্মাদী।
জগদীশ পণ্ডিত বন্দো নৃত্য বিনোদী॥
নারায়ণী সুত বন্দো বৃন্দাবন দাস। যাঁহার কবিত্ব গীত জগতে প্রকাশ॥
বড় গাছির বন্দিব ঠাকুর কৃষ্ণদাস।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দে যাঁহার বিশ্বাস॥
পরমানন্দ অবধৌত বন্দো একমনে।
সর্ব্বদা উন্মত্ত যিহ বাহ্য নাহি জানে॥
বন্দিব সে অনাদি গঙ্গাদাস পণ্ডিত।
জগন্নাথ মিশ্র বন্দো মধুর চরিত ॥
পুরুষোত্তম পুরী বন্দো তীর্থ জগন্নাথ।
শ্রীরাম তীর্থ বন্দো পুরী রঘুনাথ॥
বাসুদেব তীর্থ বন্দো আশ্রমী উপেন্দ্র। বন্দিব অনন্ত পুরী হরিহরানন্দ॥
মুকুন্দ কবিরাজ বন্দো নির্ম্মল চরিত।

বন্দিব আনন্দময় শ্রীজীব পণ্ডিত ॥
বন্দনা করিব শিশু কৃষ্ণদাস নাম। প্রভুর পালনে যাঁর দিব্য তেজধাম ॥
মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্ব শীতল। যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুজ কৃষ্ণদাস।
বন্দিব নৃসিংহ আর শ্রীচৈতন্য দাস ॥
রঘুনাথ ভট্ট বন্দো করিয়া বিশ্বাস।
বন্দো দিব্য লোচন শ্রীরামচন্দ্র দাস ॥
শ্রীশঙ্কর বন্দো বড় অকিঞ্চন রীতি ॥
ডম্ফের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি ॥
প্রেমানন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব।
ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ ॥
নারায়ণ পৈড়ারি বন্দো চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
বন্দনা করিতে বৈষ্ণবের নাহি অন্ত ॥
এই অবতারে যত অশেষ বৈষ্ণব। কহনে না যায় সবার অনন্ত বৈভব ॥
অনন্ত বৈষ্ণবগণ অনন্ত মহিমা। হেন জন নাহি যে করিতে পারে সীমা ॥
বন্দনা করিতে মোর কত আছে বুদ্ধি।
বেদেহ জানিতে নারে বৈষ্ণবের শুদ্ধি ॥
সবাকার উপদেষ্টা বৈষ্ণব ঠকুর। শ্রবণ নয়ন মন বচনের দূর ॥
শরণ লইয়া ভজ বৈষ্ণব চরণে। সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব বন্দনে ॥
বৈষ্ণব বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন। অন্তরের মল ঘুচে শুদ্ধ হয় মন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনহ যন্ত্রণা ॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই প্রেমভক্তি লভে।
দেবকী নন্দন দাস কহে এই লোভে ॥

ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব বন্দনা সমাপ্ত ॥

হাট পত্তন

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরি নাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার ॥

কলিঘোর অন্ধকার পাপাচ্ছন্ন ময়।
পূর্ণ শশধর ভেল চৈতন্য তাহায় ॥
শচীগর্ভসিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ।
পাপ তাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত চকোর তায় মধু পান কৈল।
অমিয়া মথিয়া তাহা বিস্তার করিল॥
পূর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়।
ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়॥
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন।
প্রেম দাতা নিতাই চাঁদ পতিত পাবন॥
প্রেমের সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি॥
নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাঁই॥
পরিপূর্ণ হয়ে বহে প্রেমামৃত ধারা।
হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পারা॥
সঙ্কীর্ত্তন ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল।
ভকত মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণ কাষ্ঠ ভাসে যত পাষণ্ডীরগণ।
ফাফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মন॥
হরি নামের নৌকা করি নিতাই সাজিল।
দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে।
কুল পাব বলি, কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের হাটে নৌকা চাপিল যখন।
হাটের পত্তন নিতাই রচিল তখন॥
ঘাটের উপরে হাট থানা বসাইল।
পাষণ্ড দলন বানা নিশান গাড়িল॥
চারি দিকে চারি রস কুঠরি পূরিয়া।
হরি নাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া॥
চৌকিদার হরিদাস ফুকারে ঘনে ঘন।
হাটে বসি বেচ কিন যার যেই মন॥

হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ।
মুচ্ছদ্দী হইলা তাহে মুরারি মুকুন্দ॥
চৈতন্য ভাণ্ডারি ভেল প্রিয় গদাধর।
অদ্বৈত মুনসী ভেল পরখাই দামোদর॥
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরী॥
ঠাকুর অভিরাম আইলা হাসিয়া হাসিয়া।
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হয়ে ফিরেন গর্জ্জিয়া॥
আর যত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া।
হাট মধ্যে বৈসে সব সওদাগর হৈয়া॥
দাঁড়ি ধরি গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর॥
তৌল করি ফিরেন প্রেম যার যত দূর॥
শ্রীনিবাস শিবানন্দ লিখে দুই জন।
এই মত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তনরূপ মদ হাটে বিকাইল।
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি সবে পান কৈল॥
পান করি মত্ত সবে হইল বিহ্বল।
নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জানে॥
এই মৃত গৌড়দেশে হাট বসাইয়া।
নীলাচলে বাস কৈলা সন্ন্যাস করিয়া॥
তাহা যাঞা কৈলা প্রভু প্রতাপ প্রচুর।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের দর্প কৈলা চূর॥
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা সুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইলা ভাণ্ডার পূরিয়া॥
সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার সঙরি রূপ মোহর করিলা॥

মোহর লইয়া রূপ করিল গমন।
প্রভু পাঠাইল তারে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাহা যাইয়া কৈলা রূপ টাক্‌শাল পত্তন।
কারিগর আইলা যত স্বরূপের গণ॥
কারিগর হয়ে রূপ অলঙ্কার কৈল।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিল॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈল রস পরখিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাই যবে থুইল।
শ্রীজীব গোসাঞি তাহা গড়ন গড়িল॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈলা।
সওদাগর হয়ে কেহ বেতন লইলা॥
নরোত্তম ঠাকুর আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিলা প্রকাশ॥
এই সব রস দেখ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লোক অনুসারে মিলে শ্রীরূপের কৃপায়।
শ্রীগুরু কৃপায় ইহা মিলিবে সর্ব্বথা॥
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু এই রস কথা॥
প্রেমের হাট প্রেমের বাট প্রেমের তরঙ্গ॥
প্রেমাধীন গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা রঙ্গ॥
প্রেমের সাগরে হংস রূপ গোসাঞি ভেল।
নীর ক্ষীর রত্ন মণি পৃথক করিল॥
মুঞি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি মন্দ ছার।
কি জানি চৈতন্য লীলা সমুদ্র পাথার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ হৃদয়েতে ধরি।
চৈতন্যের হাটে নিত্য ঝাড়ুগিরি করি॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু।
দাস নরোত্তম কহে হাটের প্রবন্ধ॥

ইতি শ্রীল নরোত্তম দাস বিরচিত হাট পত্তন সমাপ্ত॥

চৌত্রিশ-পদাবলী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য - নিত্যানন্দৌ জয়তঃ ।

ক—কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
খ—খেলিবার প্রবন্ধে কৈল খোল করতাল॥
গ—গড়াগড়ি যান প্রভু নিজ সঙ্কীর্তনে।
ঘ—ঘরে ঘেরে 'হরিনাম' দেন সর্ব্বজনে॥
ঙ—উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন প্রভু জীবের লাগিয়া।
চ—চেতন করাইল সবে প্রেম নাম দিয়া॥
ছ—ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে।
জ—জগৎ পবিত্র কৈল গৌর কলেবরে॥
ঝ—ঝলমল মুখ যাঁর পূর্ণ শশধর।
ঞ—এমন কোথা না দেখি দয়ার সাগর॥
ট—টলমল করে অঙ্গ ভাবেতে বিহ্বল।
ঠ—ঠমকে ঠমকে যায় বলে হরি বোল॥
ড—ডোর কৌপীন ক্ষীণ কটীর উপরে।
ঢ—ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে গদাধরের ক্রোড়ে॥
ণ—আন প্রসঙ্গ গোরা না শুনে শ্রবণে।
ত—তান, মান, গান রসে মজাইয়ে মনে॥
থ—স্থির নাহি হয় প্রভুর নয়নের জল।
দ—দীনহীন জনেরে ধরিয়া দেয় কোল॥
ধ—ধাবই পূরব লীলা পিরীতিপ্রসঙ্গ।
ন—না জানি কাহার ভাবে হইলা ত্রিভঙ্গ॥
প—প্রেমরসে ভাসাইল অখিল সংসারে।
ফ—ফুটিল শ্রীবৃন্দাবনে সুরধনী ধারে॥
ব—ব্রহ্মা মহেশ্বর যাঁরে করে অন্বেষণ।
ভ—ভাবিয়া না পান যাঁরে সহস্রবদন॥
ম—মত্তমাতঙ্গ গতি মধুর-মন্দ হাস।
য—যশোমতি মাতা যাঁর ভুবনে প্রকাশ॥

র—রতিপতি জিনি রূপ অতি মনোরম।
ল—লীলা লাবণ্য যাঁর অতি অনুপম॥
ব—বসুদেব-সুত সেই শ্রীনন্দনন্দন।
শ— শচীর নন্দন এবে বলে সর্ব্বজন॥
ষ—ষড়্‌ভুজ রূপ হৈল অত্যাশ্চর্য্যময়।
স—সবাকার প্রাণধন গোরা রসময়॥
হ—হরি হরি বলি ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষ—ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের

প্রার্থনা

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা, করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই বৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥ ১ ॥

হরি হরি! কি মোর করম অতিমন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না সেবিনু তিল আধ
না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥

স্বরূপ সনাতনরূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
কিসে মোর পূরিবেক সাধ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যে রচিল চৈতন্য চরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিলে গলয়ে শিলা
না ডুবিল তাহে মোর চিত॥

তাঁহার ভক্তের সঙ্গ তাঁর সঙ্গে যাঁর সঙ্গ
তাঁর সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানুই বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥ ২॥

রাধাকৃষ্ণ! নিবেদন এই জন করে।
দোঁহ অতি রসময় সকরুণ হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে॥

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র হে গোপী প্রাণবল্লভ
হে কৃষ্ণপ্রিয়া শিরোমণি।
হেম গৌরী শ্যাম গায় শ্রবণে পরশ পায়
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥

অধম দুর্গতি জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এযশ খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে করি নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মনসাধে॥ ৩॥

হরি হরি! হেনদিন হইবে আমার।
দোঁহ অঙ্গ নিরখিব দোঁহ অঙ্গ পরশির
সেবন করিব দোঁহাকার॥

ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভরি
যোগাইব বদন কমলে॥

রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ সেই মোর প্রাণধন
সেই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন দেহ মোরে এইধন
তুয়াবিনে অন্য নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥ ৪ ॥

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥

গোলকের প্রাণধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়।
সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই
দীনহীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হাহা প্রভু নন্দসুত বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমাবিনে কে আছে আমার॥ ৫ ॥

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন।
ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হঞা প্রেমাধীন॥
সুযন্ত্রে মিশায়ে গাব সুমধুর তান।
আনন্দে করিব দোঁহার রূপ গুণগান॥
"রাধিকা গোবিন্দ" বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥
এইবার করুণা কর রূপ সনাতন।
রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব জীবন॥
এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা।
সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥
সবে মিলে কর দয়া পুরুক মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥৬॥

প্রাণেশ্বর! নিবেদন এইজন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
গোপীকুল প্রিয় দেখ মোরে॥
তুয়াপ্রিয় পদসেবা এইধন মোনে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম মঙ্গল যশ শ্রবণে পরম রস
কার কিবা কার্য্য নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার গতি বিষয়েতে লুব্ধমতি
তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে।
জর জর তনুমন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥
মো বড় অধমজনে কর কৃপা নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে॥৭॥

গোবিন্দ গোপীনাথ! কৃপা করি রাখ নিজপদে।

কাম ক্রোধ ছয়জনে লয়ে ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।

অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥

অনেক দুঃখের পরে লয়েছিলে ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁন্ধিয়া।

দৈব মায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুনঃ যদি কৃপা করি এজনার কেশে ধরি
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।

তবে সে দেখিয়ে ভাল নতুবা পরাণ গেল
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥ ৮॥

মোর প্রভু মদন গোপাল!

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ তুমি অনাথের নাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে।

সংসার সাগর ঘোরে পড়িয়াছি কারাগারে
কৃপা ডোরে বান্ধি লহ মোরে॥

অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।

এ বড় ভরসা মনে লয়ে ফেল বৃন্দাবনে
বংশী-বট যেন দেখি সুখে॥

কৃপা কর আগু গুরি লহ মোরে কেশে ধরি
শ্রীযমুনা দেহ পদ ছায়া।

অনেক দিনের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া॥

অনিত্য শরীর ধরি আপন আপন করি
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাসে ভনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয়॥ ৯॥

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলাসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তি রস আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতেঁ উল্লাস।
বৃন্দাবনে চবুতারা তাহে মোর মন ঘেরা
কহে দীন নরোত্তম দাস॥ ১০॥

নিতাই পদ কমল কোটীচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি॥
নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥

নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥ ১১॥

ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে ডুবি গৃহ বিষকূপে
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ॥
তাপত্রয় বিষানলে অহর্নিশি হিয়া জ্বলে
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপু বশ ইন্দ্রিয় হৈল গোরা-পদ পাসরিল
বিমুখ হইল হেন ধন॥
হেন গৌর দয়াময় ছাড়ি সব লাজ ভয়
কায়মনে লওরে শরণ॥
পামর দুর্ম্মতি ছিল তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হইল পতিত পাবন॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে বান্ধহ হৃদয় মাঝে
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কহে গোরা সম কেহ নহে
না ভজিতে দেন প্রেমধন॥ ১২॥

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলিহারী।

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥ ১৩॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনে কে দয়ালু জগত সংসারে॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দে সুখী।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী॥
দয়া কর সীতা পতি অদ্বৈত গোসাঞি।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য নিতাই॥
হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥ ১৪॥

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন।

কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব॥
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস॥ ১৫ ॥

হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য-চিন্তামণি ধাম,বৃন্দাবন হেন স্থান, সেই ধামে না কৈনু বসতি॥
বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তমদাস কহে, জীবের উচিত নহে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা বিনে।। ১৬॥

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সম্পদ,
শুন ভাই হঞা একমনে।
আশ্রয় লইয়া সেবে, সে-ই কৃষ্ণভক্তি লভে,
আর সব মরে অকারণে॥
বৈষ্ণবচরণজল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত॥
তীর্থজল-পবিত্র-গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥ ১৭ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি মোরে কর পার॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে।
না-দেখি তারণ-লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে॥
না লইনু সৎ-মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজপাশ॥ ১৮ ॥

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়?
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ॥
হরি স্থানে অপরাধে তারে' হরিনাম।

তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব-পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া অপনার বলি॥ ১৯॥

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হইল আমার॥

অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥
অদোষ-দরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥ ২০॥

হরি হরি! কি মোর করম অভাগ।
বিফলে জীবন গেল হৃদয়ে রহিল শেল
নাহি ভেল হরি-অনুরাগ॥

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান পুণ্যকর্ম্ম জপ-ধ্যান
অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥

সাধুমুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণ।
সতত অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইলে শমন॥

শ্রুতি স্মৃতি সদা কয় শুনিয়াছি এই হয়
হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিনু মুখে
না করিনু সে রূপ ভাবন॥

রাধাকৃষ্ণ দুঁহুপায় তনু মন রহু তায়
আর দূরে যাউক বাসনা।
নরোত্তমদাসে কয় আর মোর নাহি ভয়
তনু মন সঁপিনু আপনা॥ ২১॥

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে কবে চলিব গো॥

যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হ'ব গোপিকার নূপুর
তাদের চরণে মধুর মধুর বাজিব গো।
বিপিনে বিনোদ খেলা সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো॥
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী হেরিব নয়ন ভরি
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী রহিব গো।
তোমরা সব ব্রজবাসী পুরাও মনের অভিলাষ-ই
কবে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো॥
এই দেহ অন্তিমকালে রাখিব শ্রীযমুনার জলে
জয় রাধা শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ভাসিব গো।
কহে নরোত্তম দাস না পূরিল অভিলাষ
কবে হাম ব্রজবাস করিব গো॥ ২২॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব-সংসার ত্যজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখময় বৃন্দাবন কবে হবে দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায়।

প্রেমে গদগদ হৈঞা রাধাকৃষ্ণ নাম লৈঞা
কান্দিয়া বেড়াইব উভরায়॥
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈঞা
ডাকিব হা রাধানাথ! বলি।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে পিব করপুটে তুলি॥
আর কবে এমন হ'ব শ্রীরাসমণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
বংশীবট-ছায়া পাইয়া পরম আনন্দ হঞা
পড়িয়া রহিব তার ছায়॥
কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ন ভরি
কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ পতন হবে
কহে দীন নরোত্তম দাস॥ ২৩॥

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন ধামে
এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত হইয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন অমৃতসমান হেন
কবে পিব উদর পুরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে স্নান করি কুতূহলে
শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশবনে রসকেলি যে যে স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে ব্রজবাসিগণ স্থানে

নিবেদিব চরণে ধরিয়া॥

ভোজনের স্থান কবে নয়নগোচর হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন নরোত্তমদাসের মন
আশা করে যুগল চরণ॥২৪॥

করঙ্গ কৌপীন লঞা ছেঁড়া কান্থা গায়ে দিয়া
তেয়াগিব সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজলয়॥
হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফলমুল বৃন্দাবনে খাঞা দিবা অবসানে
ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনাজলে স্নান করি কুতূহলে
প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।
বাহুর উপর বাহু তুলি বৃন্দাবনে কুলি কুলি
কৃষ্ণ বলি জুড়াব কান্দিয়া॥
দেখিব সঙ্কেতস্থান বেড়াবে তাপিত প্রাণ
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা! প্রাণেশ্বরি! কাঁহা গিরিবরধারি!
কাঁহা নাথ! বলিয়া ডাকিব॥
মাধবীকুঞ্জেরোপরি সুখে বসি শুকশারী
গাহিবেক রাধাকৃষ্ণরস।
তরুমূলে বসি তাহা শুনি জুড়াইবে হিয়া
কবে সুখে গোঙাব দিবস॥
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ শ্রীমতী-রাধিকা-সাথ
দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তমদাস করয়ে দুর্ল্লভ আশ
এমতি হইবে কত দিনে॥২৫॥

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবন বাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
ত্যজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলায় ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়রস-ভোজন দূরে পরিহরি।
কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া বেড়াব বনে বনে।
বিশ্রাম করিব যাই যমুনাপুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে॥
(কবে) কুঞ্জে বৈঠব হাম বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তমদাস কহে করি পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥ ২৬॥

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবনে যাব॥
আর কবে শ্রীরাসমণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতূহলে॥
আর কবে গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়নযুগ ভরি॥
শ্যামকুণ্ডে রাধাকুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ॥
আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধুসঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস করে আশ॥ ২৭॥

রাধাকৃষ্ণ সেবোঁ মুঞি জীবনে-মরণে।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখো রাত্রিদিনে॥
যে স্থানে যে লীলা করে যুগলকিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হঞা তাহে হঙ ভোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেবোঁ নিরবধি।
তাঁর পাদপদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥
শ্রীরতিমঞ্জরি দেবি! মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম-ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি! কর অবধান।

অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগলবিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥ ২৮॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥

কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন॥

শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব(চুয়া)চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥

গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বুলে॥

ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস॥ ২৯॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
কেলি-কৌতুকরঙ্গে করিব সেবন॥
ললিতা-বিশাখা-সনে যতেক সখীরগণে
মণ্ডলী করিব দোঁহা মেলি।
রাইকানু করে ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতূহলী॥
অলস-বিশ্রাম-ঘরে গোবর্দ্ধন-গিরিবরে
রাইকানু করিবে শয়নে।
নরোত্তমদাসে কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণ সেবনে॥ ৩০॥

গোবর্দ্ধন গিরিবর কেবল নির্জ্জন স্থল
রাইকানু করিবে শয়নে।
ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল-চরণে॥

কনক-সম্পূট করি কর্পূর তাম্বুল পুরি
যোগাইব বদনকমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন-নূপুর আনি
পরাইব চরণযুগলে॥

কনক-কটোরা পুরি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দুজনার গায়।
মল্লিকা মালতী যুথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়॥

সুবর্ণের ঝারি করি রাধাকুণ্ডের জল পুরি
দোঁহাকার অগ্রেতে রাখিব।
গুরুরূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥

দোঁহার কমল-আঁখি পুলকিত হৈঞা দেখি
দুঁহুপদ পরশিব করে।
চৈতন্যদাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ
নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে॥৩১॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
কবে বৃষভানুপুরে আহীরীগোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব॥

যাবটে আমার কবে এ-পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাহার হয় প্রেষ্ঠ
সেবন করিব তার পায়॥

তেঁহ কৃপাবান্ হৈঞা রাতুল চরণে লঞা
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পুরিবে মনের আশা
সেবি দুঁহার যুগল চরণ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে॥
দুঁহ চাঁদমুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে অশ্রুধার।
বৃন্দার নির্দ্দেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটী পায়।
নরোত্তমদাস ভনে প্রিয়নর্ম্মসখীগণে
কবে দাসী করিবে আমায়॥ ৩২॥

হরি হরি! আর কি এমন দশা হ'ব।
ছরিয়া পুরুষদেহ কবে বা প্রকৃতি হ'ব
দুঁহু অঙ্গে চন্দন পরাব॥
টানিয়া বাঁধিব চুড়া নবগুঞ্জাহারে বেড়া
নানা-ফুলে গাঁথি দিব হার।
পীতবসন অঙ্গে পরাইব সখী-সঙ্গে
বদনে তাম্বুল দিব হার।
দুঁহু-রুপ মনোহারী হেরিব নয়ন ভরি
নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।
নবরত্ন জরি আনি বাঁধিব বিচিত্র বেণী
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥

সে না রূপমাধুরী দেখিব নয়ন ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তমদাস ॥ ৩৩ ॥

প্রাণেশ্বরি! এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এইজন নিবেদন করে ॥
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
অঙ্গে বেশ করিবেক সাধে।
রাখ এই সেবাকাজে নিজ পদপঙ্কজে
প্রিয়-সহচরীগণ মাঝে ॥
সুগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক-বসন নানা-রঙ্গে।
এই সব সেবা যাঁর দাসী যেন হঙ তাঁর
অনুক্ষণ থাকি তাঁর সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি রতন ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূরবাসিত গুয়া-পান।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ-মালতী-মালা
ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপম ॥
সখীর ইঙ্গিত হবে এ সব আনিয়া কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তমদাস কয় এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহু সখীর পাছে ॥ ৩৪ ॥

অরুণ-কমল-দলে, শেজ বিছাইব, বসাইব কিশোরকিশোরী।
অলকা-আবৃত-মুখ, পঙ্কজ মনোহর, মরকতশ্যাম হেমগৌরী॥
প্রাণেশ্বরি! কবে মোরে হবে কৃপদিঠি।
আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনব বচন দুঁহু মিঠি॥
মৃগমদ—তিলক, সিন্দুর বনায়ব, লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতীফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥
ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে।
শ্রমজল সকল, মিটব দুঁহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥
নরোত্তমদাস, আশ পদপঙ্কজ, সেবন-মাধুরী-পানে।
হোওয়ব হেন দিন,না দেখিয়ে কোন চিহ্ন,দুঁহুজন হেরব নয়ানে॥ ৩৫॥

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগনে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরী-সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥
হরি হরি! মনোরথ ফলিবে আমারে।
দুঁহুক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥
চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার।
চন্দন-কুঙ্কুমে তিলক বনাইব, হেরব মুখ সুধাকর॥
নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥
কুসুম-কমল দলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে॥
ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, শরমিত দুঁহুক শরীরে।
কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বুল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে।
অধরসুধারসে, তাম্বুল সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধান।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥ ৩৬॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।

গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত-ঘরে, রাইকানু করাব শয়ন॥
ভৃঙ্গারের জলে, রাঙ্গা চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে।
কনকসম্পূট করি, কর্পূর তাম্বুল পুরি, যোগাইব দুঁহুক অধরে॥
প্রিয়-সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজকরে।
দুঁহুক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব, দুঁহুঅঙ্গ পুলক অঙ্কুরে।।
মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহারগলায়॥
সোনার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকারগায়।
আর কবে এমন হব, দুঁহুমুখ নিরখিব, লীলারস নিকুঞ্জশয়নে॥
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিবে শ্রবণে ॥৩৭॥

প্রভু হে! এইবার করহ করুণা।

যুগল চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই মোর মনের কামনা॥
নিজপদ-সেবা দিবা নাহি মোরে উপেখিবা
দুঁহু পঁহু করুণা সাগর।
দুঁহু বিনু নাহি জানো এই বড় ভাগ্য মানো
মুঁই বড় পতিত পামর॥
ললিতা-আদেশ পাঞা চরণ সেবিব যাঞা
প্রিয়-সখীসঙ্গে হয় মনে।
দুঁহুদাতা-শিরোমণি অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে॥
পাব রাধাকৃষ্ণ-পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তমদাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়
দেহ প্রাণ সকল সফল॥৩৮॥

হরি হরি! কি মোর করম অতি মন্দ।
বিষয়ে কুটিল মতি সৎসঙ্গে না হৈল রতি
কিসে আর তরিবার পথ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর।
শুনিতাম সে-সব-কথা ঘুচিত মনের ব্যথা
তবে ভাল হইত অন্তর॥
যখন গৌর নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
নদীয়ানগরে অবতার।
তখন না হৈল জন্ম এবে দেহে কিবা কর্ম্ম
মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥
হরিদাস-আদি বুলে মহোৎসব-আদি করে
না হেরিনু সে সুখবিলাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥৩৯॥

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম্।
সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্রজপ
সেই মোর ধরম-করম॥
অনুকূল হবে বিধি সে-পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপমাধুরীরাশি প্রাণকুবলয়শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে॥

তুয়া-অদর্শন-অহি গরলে জারল দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥ ৪০॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন।
শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥

হা হা প্রভুসনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণকরহ আমার॥

শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সে-ই মহাশয়॥

প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

হেন কি হইবে মোর নর্ম্মসখীগণে।
অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥ ৪১॥

'এই নব দাসী' বলি শ্রীরূপ চাহিবে।
হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে॥
শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন— দাসী হেথা আয়।
সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥
আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞা বলে।
পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥
সেবার সামগ্রী রত্নথালেতে করিয়া।
সুবাসিত বারি স্বর্ণঝারিতে পূরিয়া॥
দোঁহার সম্মুখে ল'য়ে দিব শীঘ্রগতি।
নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥ ৪২॥

শ্রীরূপ-পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা।
দোঁহে পুন কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয়-হৃদয়ে দোঁহে কহিবেন হাসি।
কোথায় পাইলে রূপ! এই নব দাসী॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি।
মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল।
সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া।
নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥ ৪৩॥

হা হা প্রভু লোকনাথ! রাখ পাদদ্বন্দ্বে।
কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে—হঙ পূর্ণতৃষ্ণ॥
হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর এইবার॥
এ তিন সংসারে মোর আর কেহ নাই।
কৃপা করি নিজপদতলে দেহ ঠাঞি॥
রাধাকৃষ্ণলীলাগুণ গাঙ রাত্রিদিনে।
নরোত্তম-বাঞ্ছা পূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥ ৪৪॥

লোকনাথ প্রভু! তুমি দয়া কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণচরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে॥

তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে।
এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥

সখীগণজ্যেষ্ঠ যেঁহো তাঁহার চরণে।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥

তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ।
আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥

শ্রীরূপমঞ্জরি সখি! কৃপাদৃষ্টে চাঞা।
তাপি-নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥ ৪৫॥

হা হা প্রভু! কর দয়া করুণা তোমার
মিছা-মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥
কবে হেন দশা হব—সখীসঙ্গ পাব।
বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥
সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব।
অগুরুচন্দনগন্ধ দোঁহ-অঙ্গে দিব॥
সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বুল যোগাব।
সিন্দুর-তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥
বিলাস-কৌতুক-কেলি দেখিব নয়নে।
চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥
সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে।
কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥ ৪৬॥

হরি হরি! কবে হেন দশা হবে মোর।
সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥
ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে।
শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥
এই আশা করি আমি যত সখিগণ।
তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥
বহুদিন বাঞ্ছা করি—পূর্ণ যাতে হয়।
সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥
সেবা-আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি।
কৃপা করি কর মোরে অনুগত-দাসী॥ ৪৭॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা।
অধম-পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥

এ-তিন-সংসারমাঝে তুয়া-পদ সার।
ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥

সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে।
ব্যাকুলহৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥

কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান।
প্রভু-লোকনাথ-পদ নাহিক স্মরণ॥

তুমি ত দয়াল প্রভু! চাহ একবার।
নরোত্তম-হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥ ৪৮॥

কবে কৃষ্ণধন পাব হিয়ার মাঝারে থোব
জুড়াইব এ পাপ-পরাণ।
সাজাইয়া দিব হিয়া বসাইব প্রাণপ্রিয়া
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে কবে বা ফিরিব রঙ্গে
সুখময় যমুনাপুলিন॥
ললিতা বিশাখা নিয়া তাঁহারে ভেটিব গিয়া
সাজাইয়া নানা উপহার।
সদয় হইয়া বিধি মিলাইবে গুণনিধি
হেন ভাগ্য হইবে আমার॥
দারুণ বিধির নাট ভাঙ্গিল প্রেমের হাট
তিলমাত্র না রাখিল তার।
কহে নরোত্তমদাস কি মোর জীবনে আশ
ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৪৯॥

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥

তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥

মুখের মুছাব ঘাম—খাওয়াব পান-গুয়া।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া॥

বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥

কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥৫০॥

গোরা-পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমেরতনধন হেলায় হারাইনু॥

অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন-করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয়-বিষমবিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হেনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া॥৫১॥

বৃন্দাবন রম্যস্থান দিব্য চিন্তামণি-ধাম
রতনমন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী-নীরে রাজহংস কেলি করে
তাহে শোভে কনক-কমল॥
তার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলেতে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।

তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছেন দুইজনে
শ্যাম-সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ও-রূপ-লাবণ্যরাশি আমিয় পড়িছে খসি
হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তমদাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥৫২॥

কদম্বতরুর ডাল নামিয়াছে ভূমে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী॥
রাইকানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা-রূপ-লাবনি বৈদগধ—খনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল-বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল চন্দ্রকরে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাইকানু করযোড়ী নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলকে তনু ভরে॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ
বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখইন্দু
অধরে মুরলী নাহি বাজে॥
হাস-বিলাস রস সরল মধুর ভাষ
নরোত্তম-মনোরথ ভরু।
দুঁহুক বিচিত্র বেশ কুসুমে রচিত কেশ
লোচনমোহন লীলা করু॥৫৩॥

আজি রসে বাদর নিশি। প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
প্রেমে পিছল পথ—গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ-চন্দন-কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাহি,— প্রেমের পাথার।
ডুবিল নরোত্তম—না জানে সাঁতার॥ ৫৪ ॥

হেদেহে নাগরবর শুন ওহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া-পায়।
চরণ-নখর-মণি যেন চাঁদের গাঁথনি
ভাল শোভে আমার গলায়॥
শ্রীদাম-সুদাম সঙ্গে যখন বনে যাও রঙ্গে
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে করি সঙ্গে যাই গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রইল তুয়া-পানে চেয়ে॥
চাই নবীন-মেঘ-পানে তুয়া বঁধু! পড়ে মনে
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বঁধু! গুণ গাঁই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
মণি নও মাণিক নও আঁচলে বাঁধিলে রও
ফুল নও যে কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
অগুরু চন্দন হইতাম তুয়া অঙ্গে মাখারইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা-পায়।
কি মোর মনের সাধ বামন হ'য়ে চাঁদে হাত
বিধি কি সাধ পূরাবে আমায়॥

নরোত্তমদাসে কয় তোমার উচিত হয়
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার এ দেহ যাবে
সেই দিনে দিও পদছায়া॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত প্রার্থনা সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোহয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম
বন্দো মুঞি সাবধান সনে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হনে॥
গুরুমুখপদ্মবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা॥
শ্রীগুরুচরণে রতি এই সে উত্তম গতি
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥
চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা-বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধমজনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।

হা হা প্রভু! কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়॥

জয় সনাতন রূপ প্রেমভক্তিরসভূপ
যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক পাসরিল দুঃখ শোক
প্রকট কল্পতরু জনু॥
প্রেমভক্তিরীতি যত নিজগ্রন্থে সুবেকত
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাঁহার শ্রবণ হৈতে পরানন্দ হয় চিতে
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়॥
যুগল-কিশোর-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এইধন
সে রতন মোর গলে হারা॥
ভাগবতশাস্ত্র মর্ম্ম নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই তোমারে কহিল ভাই
এই তত্ত্ব পরম ভজন॥

সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন ইহারে করিবে ভিন
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে॥ ১॥

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিণোক্তম্—

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

অন্য-অভিলাষ ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম পরিহরি
কায়মনে করিব ভজন।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা না পূজিব অন্য দেবা
এ ভক্তি পরম কারণ॥

মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।
সাধন স্মরণ লীলা ইহাতে না কর হেলা
কায়মনে করিয়া সুসার॥

অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ ছাড় অন্য-গীতা রাগ
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি দূরে।
কেবল ভকত-সঙ্গ প্রেমকথা রসরঙ্গ
লীলাকথা ব্রজরসপুরে॥
যোগী ন্যাসী কর্ম্মীজ্ঞানী অন্যদেবপূজক ধ্যানী
এই লোক দূরে পরিহরি।
কর্ম্ম ধর্ম্ম দুঃখ শোক যেবা থাকে অন্য যোগ
ছাড়ি ভজ গিরিবরধারী॥
তীর্থযাত্রা—পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি মদমাৎসর্য্য পরিহরি
সদা কর অনন্যভজন॥

কৃষ্ণভক্তসঙ্গ করি কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।
অর্চ্চন বন্দন ধ্যান নবভক্তি মহাজ্ঞান

এই ভক্তি পরম কারণ॥
হৃষিকে গোবিন্দ-সেবা না পূজিব অন্যদেবা
এই ত অনন্যভক্তি কথা।
আর যত উপালম্ব বিশেষ সকলি দম্ভ
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা॥

দেহে বৈসে রিপুগণ যতেক ইন্দ্রিয়গণ
কেহো কার বাধ্য নাহি হয়।
শুনিলে না শুনে কাণ জানিলে না জানে প্রাণ
দঢ়াইতে না পারি নিশ্চয়॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয় রিপু করি পরাজয়
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ কৃষ্ণ-গুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অন্যথা স্বতন্ত্র কাম অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তিপথে সদা সেই ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে কাম ক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধে বা না করে কিবা ক্রোধত্যাগ সদা দিবা
লোভ মোহ এইত কথন।
ছয় রিপু সদা হীন করিবে মনের অধীন
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥

আপনি পলাবে সব শুনিয়া গোবিন্দ-রব
সিংহরবে যেন করিগণ।

সকলি বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন॥

না করিহ অসৎ চেষ্টা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা
সদা চিন্তা গোবিন্দ-চরণ।
সকলি বিপত্তি যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
প্রেম-ভক্তি পরম কারণ॥

অসৎসঙ্গ কুটিনাটি ছাড় অন্য পরিপাটি
অন্য দেবে না করিহ রতি।
আপন আপন স্থানে পিরীতি সবাই টানে
ভক্তিপথে পড়য়ে বিপতি॥
আপন ভজন-পথ তাহে হব অনুরত
ইষ্টদেবস্থানে লীলাগান।
নৈষ্ঠিক ভজন এই তোমারে কহিল ভাই
হনুমান তাহাতে প্রমাণ॥

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

দেবলোক পিতৃলোক পায় তারা মহাসুখ
সাধু সাধু বোলে অনুক্ষণি।
যুগল-ভজন যারা প্রেমানন্দে ভাসে তারা
ত্রিভুবন তাহার নিছনি॥

পৃথক আবাসযোগ দুঃখময় বিষয়ভোগ
ব্রজে বাস গোবিন্দ ভজন।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম সত্য সত্য রসধাম
ব্রজজনসঙ্গে অনুক্ষণ॥
সদা সেবা-অভিলাষ মনে করি বিশ্বাস

সর্ব্বথায় হইয়া নির্ভয়।

নরোত্তমদাস বোলে পড়িলুঁ অসত-ভোলে
পরিত্রাণ কর মহাশয়॥ ২॥

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধমজনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িলুঁ অসত-ভোলে কাম তিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ॥

যাবত জনম মোর অপরাধে হইনু ভোর
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মুঞিসম নাহিক অধমা॥
পতিতপাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হঙ অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন পতি সতী॥
তুমি ত পরম দেবা নাহি মোরে উপেখিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করোঁ অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হতচিত নাহি জানে নিজহিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু তুঁহি বাঞ্ছা-কল্পতরু
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো-সম পতিত নাই ত্রিভুবনে দেখ চাই
"নরোত্তম-পাবন" নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম পতিত উদ্ধার শ্যাম
নিজদাস কর গিরিধর॥

নরোত্তম বড় দুঃখী নাথ! মোরে কর সুখী
তোমার ভজন-সংকীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায় এই ত পরম ভয়
নিবেদন করোঁ অনুক্ষণে॥৩॥

আন কথা আন ব্যথা নাহি যেন যাঙ তথা
তোমার চরণ স্মৃতি সাজে।
অবিরত অবিকল তুয়াগুণে কলকল
গাঙ যেন সতের সমাজে॥
অন্যব্রত অন্যদান নাহি করোঁ বস্তুজ্ঞান
অন্যসেবা অন্যদেবপূজা।
হা হা কৃষ্ণ! বলি বলি বেড়াঙ আনন্দ করি
মনে মোর নহে যেন দুজা॥
জীবনে মরণে গতি রাধাকৃষ্ণ প্রাণপতি
দোঁহার পিরীতিরস—সুখে।
যুগল সঙ্গতি যারা মোর প্রাণ গলে হারা
এই কথা রহু মোর বুকে॥
যুগল চরণ সেবা যুগলচরণ ধ্যেবা
যুগলেতে মনের পিরীতি।
যুগল-কিশোর-রূপ কামরতিগণভূপ
মনে রহু ও লীলা-কিরীতি॥
দশনেতে তৃণ ধরি হা হা কিশোর কিশোরী
চরণাব্জে নিবেদন করি।
ব্রজরাজকুমার শ্যাম বৃষভানুকুমারী নাম
শ্রীরাধিকা নাম মনোহারী॥
কনক-কেতকী রাই শ্যাম মরকত-কাই
দরপ-দরপ করু চূর।
নটবর শিরোমণি নটিনীর শিখরিণী
দুঁহু গুণে দুঁহু মন ঝুর॥

শ্রীমুখ সুন্দরবর হেমনীলকান্তিধর
ভাব-ভূষণ করু শোভা।
নীল-পীত-বাসধর গৌরীশ্যাম মনোহর
অন্তরের ভাবে দোঁহে লোভা॥

আভরণ মণিময় প্রতি অঙ্গে অভিনয়
তছু পায় নরোত্তমদাস।
নিশি-দিশি গুণ গাঙ পরম আনন্দ পাঙ
মনে মোর এই অভিলাষ॥৪॥

রাগের ভজনপথ কহি এবে অভিমত
লোকবেদসার এই বাণী।
সখীর অনুগা হৈঞা ব্রজে সিদ্ধদেহ পাঞা
এই ভাবে জুড়াবে পরাণী॥
শ্রীরাধিকার সখী যত তাহা বা কহিব কত
মুখ্য সখী করিয়ে গণন।
ললিতা বিশাখা তথা সুচিত্রা চম্পকলতা
রঙ্গদেবী সুদেবী কথন॥

তুঙ্গ বিদ্যা ইন্দুরেখা এই অষ্টসখী লেখা
এবে কহি নর্ম্ম-সখীগণ।
ইঁহো-সেবা-সহচরী প্রিয় প্রেষ্ঠ নাম ধরি
প্রেমসেবা করে অনুক্ষণ॥

সমস্নেহা বিষমস্নেহা না করিহ দুই লেহা
কহিমাত্র অধিক স্নেহাগণ।
নিরন্তর থাকে সঙ্গে কৃষ্ণকথা লীলারঙ্গে
নর্ম্মসখী এই সব জন॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী সার
লবঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী।

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে কস্তুরিকা-আদি রঙ্গে
প্রেমসেবা করে কুতূহলী॥
এ সভার অনুগা হৈয়া প্রেমসেবা নিব চাঞা
ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে।
রূপে গুণে ডগমগি সদা হব অনুরাগী
বসতি করিব সখীমাঝে॥

বৃন্দাবনে দুই জন চারিদিকে সখীগণ
সময়ের সেবা-রসসুখে।
সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব তবে
তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে॥
যুগল-চরণ সেবি নিরন্তর এই ভাবি
অনুরাগে থাকিব সদায়।
সাধনে ভাবিব যাহা সিদ্ধদেহে পাব তাহা
রাগপথের এই সে উপায়॥

সাধনে সে ধন চাই সিদ্ধদেহে তাহা পাই
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।
পাকিলে সে প্রেম-ভক্তি অপক্কে সাধনরীতি
ভকতি-লক্ষণ তত্ত্বসার॥

নরোত্তমদাস কহে এই যেন মোর হয়ে
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহুঁ পূরিব অভিলাষ॥৫॥

তথাহি—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎকৃপালঙ্কারভূষিতাম্॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥

যুগল-চরণ প্রতি পরম-আনন্দ ততি
রতি প্রেমা হউক পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম উপাসনা রসধাম
চরণে পড়িয়ে পরানন্দে॥
মনের শরন প্রাণ মধুর মধুর ধাম
বিলাস যুগল স্মৃতি সার।
সাধ্য সাধন এই ইহা বই আর নাই
এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্ব-সার॥
জলদ-সুন্দর-কান্তি মধুর মধুর ভাঁতি
বৈদগধি-অবধি সুবেশ।
পীতবসনধর আভরণ মণিবর
ময়ূরচন্দ্রিকা করু কেশ॥
মৃগমদ-চন্দন কুঙ্কুম-বিলেপন
মোহন মূরতি ত্রিভঙ্গ।
নবীন কুসুমাবলী শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে ভালি
মধুলোভে ফিরে মত্তভৃঙ্গ॥
ঈষৎ মধুরস্মিত বৈদগধি লীলামৃত
লুবধল ব্রজবধূবৃন্দ।
চরণ-কমল পর মণিময় নূপুর
নখমণি ঝলমল চন্দ্রে॥
নূপুর-মুরলী-ধ্বনি কুলবধূ মরালিনী
শুনিয়ে রহিতে নারে ঘরে।
হৃদয়ে বাড়য়ে রতি যেন মিলে পতি সতী
কুলের ধরম যায় দূরে॥
গোবিন্দশরীর নিত্য তাঁহার সেবক সত্য
বৃন্দবনভূমি তেজোমত॥
তাহাতে যমুনাজল করে নিত্য ঝলমল
তার তীরে অষ্টকুঞ্জ হয়।

শীতল কিরন কর কল্পতরু-গুণধর
তরুলতা ষড়ঋতু-সেবা।
পূর্ণচন্দ্রসমজ্যোতি চিদানন্দময়মূর্ত্তি
মহালীলা দরশনলোভা॥

গোবিন্দ আনন্দময় নিকটে বনিতাচয়
বিহরে মধুর অতি শোভা॥
দুঁহু প্রেমে ডগমগি দুঁহে দোঁহা অনুরাগী
দুঁহু রূপে দুঁহু মন লোভা।

ব্রজপুর-বনিতার চরণ-আশ্রয় সার
কর মন একান্ত করিয়া।
অন্য বোল গণ্ডগোল না শুনিহ উতরোল
রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥

পাপপুণ্যময় দেহী সকল অনিত্য এহি
ধন জন সব মিছা ধন্দ।
মরিলে যাইবে কোথা না পাও তাহাতে ব্যথা
নিতি কর তবু কার্য্য মন্দ॥

রাজার যে রাজ্যপাট যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।
হেন মায়া করে যেই পরম ঈশ্বর সেই
তাঁরে মন সদা কর ভয়॥
পাপে না করিহ মন অধম সে পাপিজন
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পাপ পুণ্য দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে সকল সন্তাপ যাবে
পরতত্ত্ব কহিল উপায়॥

অন্যের পরশ যেন নহে কদাচিত হেন
ইহাতে হইবে সাবধান।
রাধাকৃষ্ণ-নামগান এই সে পরম ধ্যান
আর না করিহ পরমাণ॥

কর্ম্মী জ্ঞানী মিশ্র ভক্ত না হবে তায় অনুরক্ত
শুদ্ধ ভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত তাহে হব অনুরত
এই সে পরমতত্ত্ব ধন॥

প্রার্থনা করিব সদা শুদ্ধভাবে প্রেমকথা
নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ।
একান্ত করিয়া মন ভজ রাঙ্গা শ্রীচরণ
পাপগ্রন্থি হবে পরিচ্ছেদ॥
রাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ তাতে সব সমর্পণ
শ্রীচরণে বলিহারি যাঙ।
তুয়া নাম শুনিশুনি ভক্তমুখে পুনিপুনি
পরম আনন্দ সুখ পাঙ॥

হেমগৌরি-তনুরাই আঁখি দরশন চাই
রোদন করিব অভিলাষে।
জলধর ঢরঢর অঙ্গ অতি মনোহর
রূপে গুণে ভুবন প্রকাশে॥
সখীগণচারিপাশে সেবা করে অভিলাষে
পরম সে সেবা-সুখ ধরে।
এই মনে আশা মোর ঐছে রসে হঞা ভোর
নরোত্তম সদাই বিহরে॥৬॥

রাধাকৃষ্ণ করোঁ ধ্যান স্বপনে না বোল আন
প্রেম বিনু আর নাহি চাঙ।
যুগল কিশোর-প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
আরতি পিরীতিরসে ধ্যাঙ॥

জল বিনু যেন মীন দুঃখ পায় আয়ুহীন
প্রেম বিনু এইমত ভক্ত।
চাতক-জলদ-গতি এমতি একান্ত-রীতি
জানে যেই সেই অনুরক্ত॥
মরন্দ ভ্রমরা যেন চকোর চন্দ্রিকা তেন
পতিব্রতাজনের যেন পতি।
অন্যত্র না চলে মন যেন দরিদ্রের ধন
এইমত প্রেমভক্তি-রীতি॥

বিষয় গরলময় তাতে মান সুখচয়
সে না সুখ দুঃখ করি মান।
গোবিন্দবিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি জান॥

মধ্যে মধ্যে আছে দুষ্ট দৃষ্টি করি হয় রুষ্ট
গুণকে বিগুণ করি মানে।
গোবিন্দ-বিমুখ জনে স্ফূর্ত্তি নহে হেন ধনে
লৌকিক করিয়া সব জানে॥

অজ্ঞানবিশুদ্ধ যত নাহি লয় সতমত
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন জগমাঝে সেই দীন
বৃথা তার অশেষ ভাবনা॥

আর সব পরিহরি পরম নাগর হরি
সেব মনে করি প্রেম আশা।
এক ব্রজপুরঘরে গোবিন্দ রসিকবরে
করহ সদাই অভিলাষা॥

নরোত্তমদাস কহে সদা মোর প্রাণ দহে
হেন ভক্তসঙ্গ না পাইয়া।
অভাগ্যের নাহি ওর মিছায় হইনু ভোর
দুঃখ রহে অন্তরে জাগিয়া॥ ৭॥

বচনের অগোচর বৃন্দাবন লীলাস্থল
স্বপ্রকাশ প্রেমানন্দঘন।
যাহাতে প্রকট সুখ নাহি জরামৃত্যুদুঃখ
কৃষ্ণলীলারস অনুক্ষণ॥

রাধাকৃষ্ণ দুঁহু প্রেম লক্ষবাণ যেন হেম
যাঁহার হিল্লোল রস-সিন্ধু।
চকোর-নয়ন-প্রেম কাম রতি করো ধ্যান
পীরিতি সুখের দুঁহু বন্ধু॥

রাধিকা প্রেয়সীবরা বামদিগে মনোহরা
কনক-কেশর-কান্তি ধরে।
অনুরাগ রক্ত-শাড়ী নীলপট্ট মনোহারী
অঙ্গে অঙ্গে আভরণ পরে॥
করয়ে লোচন পান রূপলীলা দুঁহু প্রাণ
আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ-বিধি-অগোচর রতনবেদীর-পর
সেব নিতি কিশোর-কিশোরী॥

দুর্ল্লভ জনম হেন নাহি ভজ হরি কেন
কি লাগিয়া মর ভববন্ধে?
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম নাহি দেখ বেদ-ধর্ম্ম
ভক্তি কর কৃষ্ণপদদ্বন্দ্বে॥

বিষয় বিষম গতি নাহি ভজ ব্রজপতি
শ্রীনন্দনন্দন সুখসার।
স্বর্গ আর অপবর্গ সংসার নরকভোগ
সর্ব্বনাশ জনম বিকার॥

দেহে না করিহ আস্থা মন্দরীতে যম শাস্তা
দুঃখের সমুদ্র কর্ম্মগতি।

দেখিয়া শুনিঞা ভজ সাধুশাস্ত্রমত যজ
যুগল-চরণে কর রতি॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়।।
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি অন্য দেবে বলে পতি
প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান ভরমে করয়ে ধ্যান
বৃথা তার সে ছার ভাবনে॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক নাহি জানে ভক্তিযোগ
নানা মতে হইয়ে অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি পরমার্থতত্ত্ব জানি
প্রেমভক্তি ভক্তগণপ্রাণ॥

জগত-ব্যাপক হরি অজ ভব আজ্ঞাকারী
মধুর মূরতি লীলাকথা।
এই তত্ত্ব জানে যেই পরম উত্তম সেই
তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥

পরম নাগর কৃষ্ণ তাতে হও অতি তৃষ্ণ
ভজ তারে ব্রজভাব লঞা।
রসিক-ভকত-সঙ্গে রহিব পিরীতি রঙ্গে
ব্রজপুরে বসতি করিঞা॥

শ্রীগুরু ভকতজন তাঁহার চরণে মন
আরোপিয়া কথা অনুসারে।
সখীর সর্ব্বথা মত হইয়া তাহার যূথ
সদা বিহরিব ব্রজপুরে॥

লীলারস সদা গান যুগল কিশোর ধ্যান
প্রার্থনা করিব অভিলাষে।

জীবনে মরণে এই আর কিছু নাহি চাই
কহে দীন নরোত্তমদাসে॥৮॥

আন কথা না শুনিব আন কথা না বলিব
সকলি করিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব সদা লালসা অভীষ্ট কথা
ইহা বিনু সকলি অনর্থ॥

ঈশ্বরের তত্ত্ব যত তাহা বা কহিব কত
অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুর প্রেম নিত্য এই সে পরম সত্য
ভজ ভজ অনুরাগমনে॥

গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরম আনন্দ কন্দ
পরিবার গোপ-গোপী সঙ্গে।
নন্দীশ্বর যার ধাম গিরিধারী যার নাম
সখী-সঙ্গে ভজ তারে রঙ্গে॥
প্রেমভক্তিতত্ত্ব এই তোমারে কহিল ভাই
আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরুপ্রসাদে ভাই এ সব ভজন পাই
প্রেমভক্তি সখী অনুচরি॥

সার্থক ভজনপথ সাধুসঙ্গ অবিরত
স্মরণ ভজন কৃষ্ণকথা।
প্রেমভক্তি হয় যদি তবে হয় মন-শুদ্ধি
তবে যায় হৃদয়ের ব্যথা॥
বিষয় বিপত্তি জান সংসার স্বপন মান
নর তনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা প্রেমভাবে লীলাকথা
আর যত হৃদয়ের শূল॥

রাধিকা-চরণরেণু ভূষণ করিয়া তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।

রাধিকা-চরণাশ্রয় করে যেই মহাশয়
তারে মুঞিও যাঙ বলিহারি॥

জয় জয় রাধা নাম বৃন্দাবন যার ধাম
কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ-গান না শুনিল মোর কাণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥

তার ভক্তসঙ্গে সদা রসলীলা প্রেম-কথা
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নাই
নাহি শুনিয়ে যেন তার নাম॥

কৃষ্ণ-নাম গুণে ভাই রাধিকা-চরণ পাই
রাধা-নাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব॥

অহঙ্কার অভিমান অসৎ-সঙ্গ অসৎ-জ্ঞান
ছাড়ি ভজ গুরুপাদ পদ্ম।
কর আত্ম-নিবেদন দেহ গেহ পরিজন
গুরুবাক্য পরম মহত্ত্ব॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নিরবধি তাঁরে সেব
প্রেম-কল্পতরু যিহোঁ দাতা।
ব্রজরাজনন্দন রাধিকা-জীবন-ধন
অপরূপ এই সব কথা॥

নবদ্বীপে অবতরি রাধাভাব অঙ্গীকরি
তার কান্তি অঙ্গের ভূষণ।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী শচীগর্ভে পরকাশি
সঙ্গে লঞা পারিষদগণ॥
গৌরহরি অবতরি প্রেমের বাদর করি
সাধিলা মনের নিজ কাজ।

রাধিকার প্রাণপতি কি ভাবে কাঁদয়ে নিতি
ইহা বুঝে ভকত-সমাজ॥

গোপতে সাধন-সিদ্ধি সাধন নবধা ভক্তি
প্রার্থনা করিব দৈন্য সদা।
করি হরি-সংকীর্ত্তন সদাই বিভোল মন
ইষ্টলাভ বিনে সব বাধা॥

সংসার-বাটোয়ারে কাম-ফাঁসে বাঁধি মারে
ফুৎকার করয়ে হরিদাস।
করহ ভকতসঙ্গ প্রেমকথা রস-রঙ্গ
তবে হয় বিপদ-বিনাশ॥

স্ত্রী পুত্র বান্ধব যত মরি যায় কত শত
আপনাকে হয়ো সাবধান।
মুঞি সে বিষয় হত না ভজিনু হরিপদ
মোর আর নাহি পরিত্রাণ॥

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তাঁর সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুন তাঁর সঙ্গ হয় যেন
তবে হয় নরোত্তম ধন্য॥
আপন ভজন কথা না কহিব যথা তথা
ইহাতে হইবে সাবধান।
না করিহ কেহো রোষ না লইহ মোর দোষ
প্রণমহ ভক্তের চরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মোরে বোলান যে বাণী।
তাহা কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
লোকনাথ প্রভুর পদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস॥

ইতি শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় বিরচিত শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্ত॥

দ্বিতীয়োল্লাসঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সভারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥

আরে পামর মন বড়শেল রহলমরমে।
হেন সংকীর্ত্তণরসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত এহেন অধমে॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ কল্পতরু ছায়া পাঞা
সবজীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করো
বিষ খাইঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এইমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥

এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখভরি না লইলাম
জীবনমৃত গোবিন্দ দাস॥ ১॥

পরম করুণ পঁহু দুই জন
নিতাই গৌর চন্দ্র।
সব অবতার সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই গৌর নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া ও রসে মজিয়া
মুখে বল হরি হরি ॥

দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়ালু দাতা।
পশু পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি যাঁর গুণ গাঁথা॥
সংসারে মজিয়া রহিনু পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায় শমন
কহয়ে লোচন দাস॥২॥

কামোদ

দেখ দেখ অপরূপ গৌর নিতাই
অখিল জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরই
পতিত পাবন দুই ভাই॥
যারে দেখে তার ঠামে যাচিয়া বিলায় প্রেমে
উত্তম অধম নাহি মানে।
এতিন ভুবনের লোক নাহি জ্বরা মৃত্যু শোক
প্রেম অমৃত করি পানে॥
কলপ বিরিখ সিন্ধু না যাচয়ে এক বিন্দু
ছি ছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কান্দে দেহথির নাহি বান্ধে
যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেম॥
এমন দয়াল দুঁহু যেনা ভজে হেন পঁহু
সে ছার জীবনে কি আশ।
ন্যাসী বিপ্র ইহ দেহ অসুরে গণন সেহ
অনন্ত দাসের এই ভাষ॥৩॥

অবতারের সার গোরা অবতার
কেননা চিনিলি তারে।
করি নীরে বাস গেলনা পিয়াস
আপন করম ফেরে॥

কণ্টকের তরু সেবিলি সদাই
অমৃত ফলের আশে।
প্রেম কল্পতরু গৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি
নাসায় পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড বলি কাঠ যে চুষিলি
কেমনে লাগিবে মিঠ।।
সুহার বলিয়া গলায় পরিলি
শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি
পাইলি বজর তাপ॥
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া
না শুনিলি মোর কথা।
ইহ পরকাল উভয় খোয়ালি
খাইলি লোচন মাথা॥ ৪ ॥
হা কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র হা নাথ পরমনন্দ
হা হা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্রমুখি গান্ধর্ব্বা ললিতা সখী
কৃপা করি দেহ দরশন॥
তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব ধন
তাহার দর্শনামৃত পান।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা কটাক্ষ কর দান॥
দোঁহে সহচরী সঙ্গে মদন-মোহন ভঙ্গে
শ্রীকুণ্ডে কল্পতরু ছায়।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন উপায়॥
হা হা শ্রীদামের সখা কৃপাকরি দাও দেখা
হাহা বিশাখার প্রাণ সখি।

দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি॥

তোমরা করুণারাশি তেঁই চিতে অভিলাষী
কৃপা করি পুরাও মোর আশ।
দশনেতে তৃণধরি ডাকি আৰ্ত্তনাদ করি
দীনহীন এ বৈষ্ণব দাস॥ ৫ ॥

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসীতিল দেহ সমর্পিল
দয়াজানি না ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখিকিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

মনশিক্ষা

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে, হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে, বাজাইয়ে করতালি॥

হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে, গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥ ১ ॥

ওরে মন! শুন শুন তু অতি বর্ব্বর।
শত-সন্ধি জরজর, পেয়ে এই কলেবর,
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর॥
ত্রয়াত্মিকা ব্যাধি যত বেড়িয়া আছয়ে কত
কি জানি কখন কেবা নাশে।
এ আমি আমার বলি নিজ প্রভু পাশরিলি
শমন কিঙ্কর দেখি হাসে॥
যে দেহ আপন জ্ঞানে যত্ন কর রাত্রি দিনে
বসন ভূষণ কত বেশ।
পরমাত্মা ভগবান যবে হবে অন্তর্দ্ধান
ভস্ম বীট কৃমি অবশেষ॥
নিদ্রাতে পড়িলে মন কোথা ঘর দ্বার ধন
স্ত্রী পুত্র বান্ধব থাকে কতি।
ইহাতে না লাগে ধন্দ তবু কার্য্য কর মন্দ
না চিন্তিলে আপনার গতি॥
নিতি নিতি জীয় মর ইথে না বিচার কর
এমতি যাইবে একবার।
কহে দীন প্রেমানন্দ ভজ কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব
মায়াপাশ ঘুচিবে গলার॥ ২ ॥

এ মন! আর কি মানুষ হবে।
ভারত ভূমিতে জনম লভিয়ে
কি কাজ করিলে কবে॥

প্রথমে জননী কোলেতে কৌতুক
নাহি ছিল জ্ঞান আর।
শিশুর সহিতে খেলালি বেড়ালে
পৌগণ্ড এমতি পার॥
প্রকৃতি অর্থ অনর্থ হইল
সে মদে হইলে ভোর।
বুঝিতে নারিয়ে কামিনী সাপিনী
মাতিয়ে রাখিলে ক্রোড়।
সুত সুতা ল'য়ে মগন রহিলি
ভুলিয়ে পূরব কথা।
মায়ের উদরে কত না কহিলে
যখন পাইলি ব্যথা॥
চতুর্থে আসিয়ে জরায় ঘেরিল
সামর্থ্য হইল হীন।
তবু তোর 'মোর' না ঘুচে বচন
শমন গণিছে দিন॥
কুবুদ্ধি ছাড়িয়ে হরি হরি বল
নিকটে শমন ভাই।
কহে প্রেমানন্দ যে নাম লইলে
শমন গমন নাই॥৩॥

ওরে মন! কৃষ্ণ-কৃপা দেখ না নয়নে।

তুমি কৃষ্ণ-চিন্তা ছাড়ি মর যে নরকে পড়ি
তেঁহ চিন্তে তোমার কারণে॥
গুরু রূপে ঘরে ঘরে মন্ত্র দিয়ে সবাকারে
বৈষ্ণব রূপেতে দেয় শিক্ষা।
শাস্ত্ররূপে দেয় জ্ঞান আত্মারূপে অধিষ্ঠান
দেখ তাঁর কারে বা উপেক্ষা॥
যুগে যুগে অবতরি ধর্ম্মের স্থাপন করি
দুষ্কৃতির করেন সংহার।
যিনি এ মমতা করে কি সুখে ভুলেছ তাঁরে
ধিক্ ধিক্ জনম তোমার॥

শুন রে পামর মন বৃথা চিন্ত ধন জন
ইহা কি চিন্তিলে পাই কভু।
তুমি চিন্ত নিজোদরে তাঁর চিন্তা জগ-তরে
যার সৃষ্টি রাখিবে সে প্রভু॥
আপনার অংশে ধরা পৃষ্ঠেধরি সহে ভারা
মূল দ্বারে সিঞ্চে সিন্ধুজলে।
কালোচিত ফল ফুল কারো দন্ত কারো মূল
শস্যাদি জন্মাইয়া সৃষ্টি পালে॥
সাধে লইয়া মায়া বন্ধ কেন ঘুচাও সে সম্বন্ধ
যে হরি করুণা এত রূপে।
প্রেমানন্দ কহে সুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ মুখে
উদ্ধার পাইবে ভব-কূপে ॥

এ মন! তুমি কি ভেবেছ সুখ।
সুপথ ছাড়িয়া, কুপথে মগন, এ তোর কেমন বুক ॥

স্থাবর-যোনিতে, ক্রমে যে জনম, হইয়া বিংশতি লক্ষ্য।
জল-জন্তু মাঝে, নবলক্ষ যার, জলেই বসতি ভক্ষ্য ॥

একাদশ লক্ষ,কৃমিতে জনম, দশ লক্ষ যোনি পক্ষ।
পশুর মাঝারে, ক্রমে তেত্রিশ লক্ষ, মানব চতুর লক্ষ॥

মানুষে আসিয়া, কুৎসিত দ্বি-লক্ষ, শূদ্রাদি দ্বিশতবার।
ব্রাহ্মণ কুলেতে, পরে একবার, তা'সম নাহিক আর ॥

কতেক কলপ, ভ্রমিয়া মানুষ, এমন জনমে পাপ।
শমনে বান্ধিয়া,পুন না ফেলাবে, আবার তোমারে বাপ ॥

বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, অসৎ ভাবনা ছাড়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে সে চতুর, এ সব যাতনা এড় ॥ ৫ ॥

ওরে ভাই! কৃষ্ণ যে এ তিন-লোক-বন্ধু।
জীব নিত্য-কর্ম্মে- বন্ধ মায়াতে পড়িয়া অন্ধ
উদ্ধারিতে করুণার সিন্ধু॥

নিজ শক্তি গুণ-গণ সব নামে সমর্পণ
ন্যূনাধিক নাহিক বিচার।
নাম নামী ভেদ নাই নামের গুণে নামী পাই
নাম করে হেলায় উদ্ধার॥
নাহি কালাকাল তার শুচি কি অশুচি আর
নাম লইতে নিষেধ না ইথে।
কি মোর দুর্দ্দৈব হায় হেন যেন দয়ালু পায়
অনুরাগ না জন্মিল তাতে॥

ওরে মন! পায়ে পড়ি অসৎ প্রয়াস ছাড়ি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ অনুক্ষণ।
এ বড় সুলভ মতি নামে যদি কর প্রীতি
তবে প্রেমানন্দের নন্দন॥৬॥

ওরে মন! কি ভয় শমনে করি আর।
যদি কৃষ্ণ-পদে রতি কি করিবে পিতৃপতি
ইহা কেন না কর বিচার॥
যে পদ ভরসা করি ব্রহ্মা সৃষ্টি অধিকারী
যে- পদ বাঞ্ছয়ে পঞ্চানন।
যে পদে গঙ্গার জন্ম লক্ষ্মী জানে যার মর্ম্ম
অহর্নিশি স্মরে অনুক্ষণ॥

ধ্রুব আদি যে প্রসাদে যোগীন্দ্র ধরয়ে হৃদে
মুনিগণ যে পদ ধেয়ায়।
দ্রৌপদী প্রহ্লাদ করি যে পদ হৃদয়ে স্মরি
দেখ কত সঙ্কট এড়ায়॥

যদি কর নিজ কাজ মিত্র হবে ধর্ম্মরাজ
বৃথা চিন্ত অসার সংসার।
কহে দীন প্রেমানন্দ চিন্ত কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্ব
ত্রিভুবনে শত্রু নহে আর॥৭॥

ওরে মন! কিছু স্মৃতি নাহিক তোমার।
যবে গুরু কৃপাকরি, মন্ত্র দিল কর্ণ ভরি
তাহা কেনে না কর বিচার॥
পুষ্প দিয়া গুরু পায়, দেহ সমর্পিলে তাঁয়,
সেই কালে করি আত্মসাথ।
বয়ঃ রূপ নাম মূর্ত্তি, সেবা অনুগতি স্থিতি,
সব তত্ত্ব কহিছেন তোমাত॥

আপনা চিনিয়া লহ, কিসে এ আমার কহ,
তোর মোর বল কি সাহসে।
যদি কহ অনুদ্দিশ্য, কোথা গুরু কোথা শিষ্য,
তবে বান্ধা যাবে কর্ম্মফাঁসে॥

যদি বল সে দেহেতে, সতত থাকিলে তাতে,
এ দেহ চেতন থাকে কায়।
চেতন না থাকে যবে, কে করে আহার তবে,
অশন নহিলে দেহ যায়॥
তবে শুন তার মর্ম্ম, গোপীকার ভাব ধর্ম্ম,
কৃষ্ণ সুখে সকল আচার।
বেশ ভূষাদি অশন, কৃষ্ণে সব সমর্পণ,
দেহে আত্ম সুখ নাহি তাঁর॥

এখানে সেখানে এক, ভেবে দেখ পরতেক,
বিনা ভাবে সকলি অন্যায়।
প্রেমানন্দ কহে মন, ভাবে ডুব অনুক্ষণ,
ভাবে সিদ্ধি সর্ব্বদা সর্ব্বথায়॥৮॥

এ মন, কি করে বরণ কুল।
যেই কুলে কেন, জন্ম না হয়, কেবল ভকতি মূল॥
কপি কুলে ধন্য, বীর হনুমান, শ্রীরাম ভকত রাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভুবনে রাখিল যশ।

স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইয়া যাঁহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডাল বর।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাহার ঘর॥
দেখ না কেমন, সাধন করিল, গোকুলে গোপের নারী।
জাতি কুলাচরে, তবে কি করিল, সে হরি যে ভজে তারি॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মূরখ ভাই॥ ৯॥

ওরে মন! সাধু সঙ্গ পরম কারণ।
ক্ষণে সাধুসঙ্গ করে, পাপ তাপ দৈন্য হরে
কৃষ্ণ চন্দ্র করায় স্ফুরণ॥
কর্ম্ম যোগ নানা ধর্ম্ম, সাংখ্য যোগ আদি কর্ম্ম,
তপ ত্যাগ বেদ পাঠ আদি।
মহাপুর মহাঘর, কূপ দীঘি সরোবর,
ব্রত দান পুণ্য নিরবধি॥
বহু যজ্ঞ করে যত্নে, বহু মান্য করে রত্নে,
বিবিধ দক্ষিণা সমর্পণ।
সংযম নিয়ম কত, পৃথিবীতে হয় যত,
করে নানা তীর্থ পর্য্যটন॥
এতরূপে কৃষ্ণপ্রভু, কারো বশ নহে কভু
সাধুসঙ্গ বিনা কেহ নারে।
সাধুসঙ্গ ভক্ত্যভ্যাস, অজ্ঞান-অবিদ্যা নাশ,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সুলভ তাহারে॥
নারদের সঙ্গ হৈতে, ব্যাধ হইল ভাগবতে,
প্রহ্লাদ শিখিল গর্ভ-মাঝ।
পঞ্চম বৎসরের কালে ধ্রুব সাধিলে হেলে
জড়ভরত হৈতে রহূরাজ॥
হরিদাস ঠাকুর সনে এক বেশ্যা একদিনে
তিনলক্ষ হরিনাম কৈল।
কি হবে আমার গতি হেন সাধু সঙ্গপ্রতি
প্রেমানন্দের মন না ডুবিল॥ ১০॥

ওরে মন! কি লাগি সন্দেহ কর ভাই।
ব্রজভূমি বৃন্দাবন যমুনা পুলিন বন
কৃষ্ণের বিহার এই ঠাঁই॥

সাক্ষাতে দ্বাদশ বন আর গিরি গোবর্দ্ধন
আর স্থান গোকুল যাবট।
শ্রীকৃষ্ণ মানস নদী নন্দীশ্বর পুর আদি
দানঘাটি তরু বংশীবট ॥

ইহা দেখি কহ পাছে আর বৃন্দাবন আছে
কোথা আছে আর নিরূপিত।
দেখিয়া নহিল দৃঢ় যে না দেখ তাই বড়
কিবা ভজ না পারি বুঝিতে॥
ভূমি চিন্তামণি যেই ভাবের গোচর সেই
কেবা কথি দেখিল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য যত কে অন্ত করিবে তত
বেদ বিধি না পারে কহিতে॥
যদি আর বৃন্দাবন থাকে থাকুক অরে মন
দেখ এই অতি পরিপাটি।
কৃষ্ণ গোপ অভিমান চিন্তামণি যেই স্থান
কাঁহা তাঁহা কাদা ধুলা মাটি॥
গো-দোহন বাল্য খেলা গোচারণ গোষ্ঠালীলা
গোপ গোপী সঙ্গে যে বিহার।
দান নৌকা পুষ্প তোলা মধুপান পাশা খেলা
জলক্রীড়া বংশীচৌর্য্য আর॥
সূর্য্যপূজা দোল হোলি যে করিলা রসে কেলি
বর্ন বিহারাদি এই ধামে।
এই ত সাধ্য সাধন ইহাতেই ডুব মন
এক দণ্ড না কর বিশ্রামে॥
এই নন্দ সুতে প্রীত এই ধামে সুনিশ্চিত
ও বৃষভানুজার পায়।

ললিতা বিশাখা আদি সখীর অনুগা সাধি
প্রেমানন্দ আর নাহি চায়॥১১॥

ভাই রে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে যার দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিত পাবন॥
হেন অবতারে যার নহিল ভকতি লেশ
বল তার কি হইবে উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
হেম জলদ কায় প্রেমধারা বরিষয়
করুণাময় অবতার।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে যে জন শীতল নৈল
কি জানি কেমন মন তার॥
কলি ভবসাগরে নিজনাম ভেলা করি
আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কে তারে উদ্ধার করে
এ প্রেমানন্দের পরিহার॥১২॥

হা! হা! বৃন্দাবনেশ্বরী।
তোমার চরণ নূপুরের ধ্বনি
শুনিব কি শ্রুতি ভরি॥
ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল
বেদী শঙ্খ চন্দ্রবল্লী।
যব শক্তি গদা সৌভাগ্যাদি চিহ্ন
দেখিব নয়ন ভরি॥
চরণ সুগন্ধি আঘ্রাণ করিয়া
হইব কি উনমত।
চরণ কমল হৃদয়ে ধরিয়া
জুড়াব তাপিত চিত॥

সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ
কমল ধোয়াব ধীরে।
সে চরণামৃত পান করি কবে
ভাসিব আনন্দ নীরে॥
রাধে রাধে বলি তুয়া নামাবলী
ডাকিব কি উচ্চৈঃস্বরে।
নামের সহিত এ মোর জীবন
যাবে তুয়া পদতলে॥
শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবৰ্দ্ধন
তটেতে নিবাস করি।
কৃষ্ণদাস এই নিবেদন করে
পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী॥ ১৩॥

ভজহু রে মন শ্রীনন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধুরে॥
শীতআতপ বাত বরিষণ
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুৰ্জ্জন
চপল সুখ লব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমলদল জল জীবন টলমল
ভজহু হরিপদ নিত রে॥
শ্রবন কীৰ্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্যরে।
পূজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে॥ ১৪॥

তৃতীয়োল্লাসঃ

• শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি •

সাধনামৃতচন্দ্রিকা ॥

নিত্য কৃত্য পদ্ধতি ॥

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ গৌর গৌর" ইত্যাদি ইষ্ট নাম কীর্ত্তন করিবে তারপর শ্রীগুরুচরণ স্মরণ করতঃ প্রণাম করিয়া পৃথিবীকে সংপ্রার্থনা করিবে। যথা ঃ-

সমুদ্রমেখলে দেবী পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্যামি পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

সমুদ্রমেখলেপর্ব্বতশ্রীস্তনমণ্ডলে। দেবী বিষ্ণুপত্নি নমো তুয়া পদতলে মোর পাদস্পর্শ অপরাধ ক্ষমা কর। কৃষ্ণপদে শুদ্ধ ভক্তি দেহ নিরন্তর।

তারপর বাহিরে গিয়া হস্তপদ ধৌত করতঃ দন্ত ধাবন করিবে। পশ্চাৎ রাত্রিবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করতঃ গৃহমধ্যে শুদ্ধাসনে পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া নিশ্চল মনে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করিবে।

যথা যামলে ঃ—

কৃপামরন্দান্বিত পাদপঙ্কজং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনং।
শন্দং সুমাল্যভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্॥
কৃপা মকরন্দ পূর্ণ শ্রীপদ কমল। শ্বেতাম্বর গৌররুচি সনাতন বর॥
মঙ্গলদ সুমাল্যভরণ গুণালয়। চিন্তিব শ্রীগুরু হরি শুদ্ধভক্তিময়॥

অনন্তর শ্রীগুরুদেবের অষ্টক পাঠ করিবে।

অথ প্রণাম ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞানে অন্ধদৃষ্টি আছিল আমার।
ভাল মন্দ বস্তুজ্ঞান না ছিল বিচার॥
কৃপাশলাকাতে করি কৃষ্ণজ্ঞানাঞ্জন।
দিয়া প্রকাশিলা যিঁহ এ মোর নয়ন।
এমন শ্রীগুরুদেব চরণারবিন্দ।
বন্দনা করিয়ে মুই হয়্যা পরানন্দ॥

শ্রীশ্রীপরম গুরুদেবের প্রণাম॥

পাদাজমহসা মহাকুমতিমোহবিধ্বংসকং
ব্রজপ্রণয়সুশ্রিয়ং প্রণততাপসংহারকং
ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয়ং মধুরমূর্ত্তিমাহ্লাদকং
নমামি পরমং গুরুং ভবসমুদ্রসন্তারকং॥

পাদাব্জ মহসা মহা কুমতি সুতম। নাশকর্ত্তা ব্রজস্নেহ শ্রীবপু সুযম॥
প্রণত জনের তাপ সংহার সুকীর্ত্তি। ব্রজেন্দ্রতনয়প্রিয় মধুর মূরতি॥
আহ্লাদক সংসার সমুদ্র সন্তারক। বন্দিব পরমগুরু ভকতি দায়ক॥

শ্রীশ্রীপরাৎপর গুরুদেবের প্রণাম॥

রাধাব্রজেন্দ্রাত্মজভাবমূর্ত্তয়ে বৃন্দাবনপ্রেমসুখামরদ্রুমে
কারুণ্যবারাংনিধয়ে, মহাত্মনে পরাৎপরস্মৈ গুরবে নমস্ততে॥
শ্রীরাধাব্রজেন্দ্রাত্মজ ভাবময় তনু। বৃন্দাবন প্রেমসুখ কল্পতরু জনু॥
পরাৎপর গুরুদেব করুণা সাগর। তাঁহার চরণে করোঁ প্রণতিবিস্তর॥

শ্রীশ্রীপরমেষ্ঠিগুরুদেবের প্রণাম॥

মহামহিমবন্দিতং সকলসত্বভদ্রাকরং
ব্রজেন্দসুতসেবনপ্রণয়সীধুবিশ্বম্ভরম্।
কৃপাময়কলেবরং রসবিলাসভূষাধরং
নমামি পরমেষ্ঠিনং গুরুমহং সদা শঙ্করম্॥

মহামহিমপূজ্য সকল ভদ্রকারি। কৃপাময় কলেবর সত্য ব্রতধারি॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন সেবা প্রণয় অমৃত। দানকরি বিশ্বজন করাইল মত্ত॥
সরস বিলাস ভূষা তনু শোভা করে। বন্দিব শ্রীপরমেষ্ঠি গুরুপদতলে॥

শ্রীশ্রীগুরুচরণে বিজ্ঞপ্তি ॥

ত্রায়স্ব ভো জগন্নাথ গুরো সংসার বহ্নিনা।
দগ্ধং মাং কালদষ্টঞ্চ ত্বামহং শরণং গতঃ ॥
হে শ্রীগুরো জ্ঞানদ দীনবন্ধো স্বানন্দদাতঃ করুণৈকসিন্ধো।
বৃন্দাবনাসীনহিতাবতার প্রসীদ রাধাপ্রণয়প্রচার ॥
হে শ্রীগুরো জগন্নাথ ত্রাণকর মোরে।
দগ্ধ হইতেছি আমি সংসার অনলে ॥
কাল সর্প দংশনেতে তনু জর জর।
শরণ লইনু আমি তুয়া পদতল ॥
হে শ্রীগুরো জ্ঞান দাতা দীনজন বন্ধু।
নিজানন্দমৃত দাতা করুণার সিন্ধু ॥
বৃন্দাবনস্থিতে জনহিতে অবতার।
প্রসীদ হে রাধাকৃষ্ণ প্রণয় প্রচার ॥

অথ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রণাম ॥

আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥
যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যপ্রেমাভিধানপরমপুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥
আনন্দ লীলার সুধাময় কলেবর।
জাম্বুনদ কান্তি দিব্যচ্ছবি মনোহর ॥
মহাপ্রেম রসদাতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
তুয়া পদবন্দো মুই অতিশয় মন্দ ॥
যাঁর পদাম্বুজ ভক্তি হৈতে জীবে পায়।
প্রেম নাম পর পুরুষার্থ যেবা হয় ॥
ভুবন মঙ্গল রূপ শ্রীচৈতন্য হরি।
তাঁর পাদ পদ্মে সদা নমস্কার করি ॥

বিজ্ঞপ্তি ॥

সংসার দুঃখ জলধৌ পতিতস্য কামক্রোধাদি নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য দুর্ব্বাসনা নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বং ॥

সংসার দুঃখ জলধি মধ্যে নিপতিত।
কাম-ক্রোধ-নক্র-মকরেতে কবলিত॥
দুরাশা-শৃঙ্খলে বান্ধা সদা নিরাশ্রয়।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোরে দেহ পদাশ্রয়॥

অথ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রণাম॥

ঔদার্য্যেণ সুকামধেনু-দিবিষদ্‌বৃক্ষেন্দু-চিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুং।
বাৎসল্যেন সুমাতৃ-ধেনু-নিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধি-সংবর্দ্ধিনং।

ঔদার্য্যেতে কামধেনু চিন্তামণিগণ।
কোটি কোটি কল্পতরু নহে যাঁর সম॥
কোটি কোটি কাম হইতে পরম সুন্দর।
মাতৃ-কোটি হইতেও পরম বৎসল॥
নিরবধি শুদ্ধ প্রেমাম্বুধি বৃদ্ধিকারী।
গৌর প্রেমরসে মত্ত আপনা পাসরি॥
এমন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরণে।
পরণাম করোঁ মুঞিও কায়-বাক্য-মনে॥

বিজ্ঞপ্তি॥

হাড়াই পণ্ডিত তনুজ কৃপা সমুদ্র পদ্মাবতী তনয় তীর্থপদারবৃন্দ।
ত্বং প্রেম কল্পতরোরার্ত্তিহরাবতার মাং পাহি পামরমনাথমনন্যমন্ধং॥

হাড়াই পণ্ডিত পুত্র পতিত পাবন।
কৃপার সমুদ্র পদ্মাবতীর নন্দন॥
কোটি তীর্থ বন্দিত শ্রীপদ অরবিন্দ।
প্রেম কল্পতরু মূর্ত্তি আনন্দের কন্দ॥
আমাকে ত রক্ষা কর প্রভু নিত্যানন্দ।
অনাথ পামর পাপী মুঞিও অতি মন্দ॥

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রণাম॥

যেন শ্রীহরিরীশ্বরঃ প্রকটয়াঞ্চক্রে কলৌ রাধয়া
প্রেম্না যেন মহেশ্বরেণ সকলং প্রেমাম্বুধৌ প্লাবিতম্।

বিশ্বং বিশ্ববিকাশি কীর্ত্তিমতুলং তং দীনবন্ধুং প্রভু-
মদ্বৈত সততং নমামি হরিণাদ্বৈতং হি সর্ব্বার্থদম্॥
যিঁহো শ্রীরাধিকা সহ শ্রীনন্দ নন্দন॥
কলিযুগে প্রকাশ করিল অনুপম॥
যিঁহো প্রেমাম্বুধি মধ্যে বিশ্ব ডুবাইল।
বিশ্ব প্রকাশি যাঁর কীর্ত্তি ব্যাপ্ত হইল॥
দীনবন্ধু সর্ব্ব জনে সর্ব্ব অর্থ দিল।
মহা পাতকীর গণে হেলে তরাইল॥
শ্রীকৃষ্ণের সহ অদ্বিতীয় তনু যার।
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁর পদে নমস্কার॥

বিজ্ঞপ্তি॥

অদ্বৈত তে করুণয়া প্রণয়াবলোকৈঃ
কে বাভবন্নহি শচী তনয়স্য দাসাঃ।
প্রেমাম্বুধৌ চ সহসা বত কে ন মগ্না
আশাপি নো ভবতি মে বত কিং ব্রবীমি॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তুয়া করুণাবনলাকে।
শ্রীশচীনন্দন দাস হইল হেলে লোকে॥
প্রেমের সাগর মাঝে কে না ডুবিল।
মো সম পাপীর হৃদে আশাও নহিল॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের প্রণাম॥

যৎ-পদাব্জ-নখাগ্র-কান্তি-লবতো হ্যজ্ঞান-মোহ-ক্ষয়ং
যৎ-কারুণ্য কটাক্ষতঃ স্বয়মসৌ শ্রীগৌরকৃষ্ণো বশম্॥
যাতীষদ্ভজনাচ্চ যস্য জগতাং প্রেমেন্দুরন্তর্নভো
নৌমি শ্রীল গদাধর তমতুলানন্দৈক কল্পদ্রুমম্॥
যাঁর পদ নখ অগ্রকান্তি লব হৈতে।
অজ্ঞানাদি তমঃ সব যায় অলক্ষিতে॥
যাঁর কটাক্ষতে গৌর কৃষ্ণ হয় বশ।
যাঁর সেবা হৈতে প্রেম-চন্দ্র পরকাশ॥
অতুল আনন্দ তরু সর্ব্বগুণধাম।
শ্রীল গদাধর তাঁর পদে পরণাম।

বিজ্ঞপ্তি॥

হে শ্রীগদাধর দয়া-সরিতাং পতিস্ত্বং প্রেম্না বশীকৃতশচীতনয়ো বিভুশ্চ
পদ্মাবতীতনয় এব তথা বশস্তে কিং তে ব্রবীমি ময়ি মূঢ়বরে কৃপায়ৈ

হে শ্রীগদাধর দয়া সরিতের পতি।
প্রেমে বশীভূত কৈলে শচীসুত মতি॥
তব প্রেমে পদ্মাবতী সুত সদা বশ।
মো অতি পামর প্রতি কর কৃপালেশ॥

শ্রীশ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দের প্রণাম॥

যে তীর্থ-প্রমিতা পুনন্তি জগতঃসদ্বৈদ্য-কল্পাঃ প্রতি-
কুর্ব্বন্তীন্দু-নিভাঃ কৃপামৃত-রুচোপ্যাপায়য়ন্তি স্বয়ম্।
সুস্নিগ্ধা হরিচন্দনানি কলয়ন্ত্যাভূষয়ন্ত্যদ্ভুতা।
রত্নানীব হি তান্ নমামি সততং শ্রীবাস-মুখ্যান্ মুহুঃ॥

যাঁরা তীর্থতুল্য জগৎ করেন পবিত্র।
মায়া রোগ নাশে যেন সদ্বৈদ্য চরিত্র॥
ইন্দু সম কৃপামৃত পান করাইয়া।
জগৎ শীতল করে কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
ললাটে শ্রীহরিচন্দন তিলক বিরাজে।
অশ্রুকম্প রোমাঞ্চাদি ভাব ভূষা সাজে॥
সুস্নিগ্ধ শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্ত পদ তলে।
সর্ব্বদা প্রণাম করোঁ আনন্দ অন্তরে॥

বিজ্ঞপ্তি।

হে শ্রীবাসাদয় ইহ কৃপা মূর্ত্তয়ো গৌরচন্দ্র
প্রেমাম্বুধেঃ সুর-বিটপিনঃ শান্ত-সৌম্য-স্বভাবাঃ।
দীনোদ্ধারে প্রবল নিয়মাঃ প্রেমদায়ূয়মেব
তস্মাদজ্ঞং প্রপদ-রজসা পাপিনং মাং পুনীত॥

জয় শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ কৃপামূর্ত্তি।
গৌর কৃষ্ণ প্রেমাম্বুধি মধ্যে মগ্ন মতি॥

সুরতরু সম দাতা তোমরা সকল।
শম দম শান্ত সৌম্য স্বভাব প্রবল॥
দীন জন উদ্ধারিতে প্রবল নিয়ম।
পাদরজে পবিত্র করহ মোর মন॥

শ্রীরূপ গোস্বামী আদির প্রণাম॥

শ্রীরূপং সাগ্রজং বন্দে রঘুনাথং কৃপাময়ং
শ্রীজীবং ভট্টযুগ্মঞ্চ সজ্জন-সুখ-দায়কং॥
এষাং সহজ-স্নিগ্ধানাং পাদ-রেনুমভীক্ষ্ণশঃ
সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশায় শিরসা ধারয়াম্যহং॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাইঞির করি চরণ বন্দন॥
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ঠ পূরণ॥

বিজ্ঞপ্তি॥

হে শ্রীসনাতন প্রভো করুণাম্বুরাশে;
হে রূপ দুর্গত-জনৈক-দয়াবলোক।
হে ভট্ট যুগ্ম সুমতে রঘুনাথ দাস;
শ্রীজীব মে কুরুত মন্দ মতেঃ কৃপান্দ্রাক্॥
হে শ্রীসনাতন প্রভো করুণার সিন্ধু।
হে শ্রীরূপ পতিত পামর জন বন্ধু॥
হে শ্রীগোপালভট্ট হে শ্রীভট্টরঘুনাথ।
কৃপাসিন্ধু মতি হে তোমরা দীননাথ॥
জীবের জীবন প্রভো শ্রীজীবচরণ।
মন্দ জনে কর বারেক কৃপাবলোকন॥

শ্রীনবদ্বীপের প্রণাম॥

নবীন-শ্রীভক্তিং নব-কনক-গৌরাকৃতি-পতিং;
নবারণ্য-শ্রেণী-নব সুর-সরিদ্বাত-বলিতং।
নবীন-শ্রীরাধাহরি-রসময়োৎকীর্ত্তন-বিধিং;
নবদ্বীপং বন্দে নব-করুণ মাদ্যন্নব-রুচিং॥

নবীন কনক গৌরাকৃতি পতি যাঁর।
নবীন শ্রীহরিরস সর্ব্বত্র প্রচার॥
নবারণ্য শ্রেণী চতুর্দ্দিগেতে বলিত।
নব সুরধূনী পবনেতে সুসেবিত॥
নবীন শ্রীরাধাকৃষ্ণ রস সংকীর্ত্তন।
নিরবধি যাতে হয় কর্ণ রসায়ন॥
নবীন গৌরাঙ্গ কৃপারসে উনমত।
হেন নবদ্বীপ বন্দো হঞা একচিত॥

শ্রীগঙ্গার প্রণাম॥

নবদ্বীপারাম-প্রকর-কুসুমামোদ-বলিতাম্;
স্ফুরদ্রত্ন-শ্রেণী-তট-সুতীর্থাবলি-যুতাম্।
হরের্গৌরাঙ্গস্যাতুল-চরণ-রেণূক্ষিত-তনুং;
সমুদ্যৎ-প্রেমোর্ম্মি-তুমুল-হরি-সংকীর্ত্তন-রসৈঃ॥
প্রভু ক্রীড়া পাত্রীমমৃত রস গাত্রীমৃষিঘটা;
শিব ব্রহ্মেন্দ্রাদীড়িত মহিত মাহাত্ম্য নখরাম্।
লসৎ কিঞ্জল্কাম্ভোজনি মধুপ গর্ভোরু করুণা;
মহং বন্দে গঙ্গামঘ নিকর ভঙ্গ জল কণাম্॥
নবদ্বীপারামাবলি কুসমামোদিতা।
নানারত্নে চিততট তীর্থালি সুংযুতা॥
গৌরহরিপাদাম্বুজ ধূলিতে ধূসরা।
উচ্চ সংকীর্ত্তন রসে উঠে উর্ম্মিমালা॥
প্রভু ক্রীড়া পাত্রী সদামৃতরসগাত্রী।
ঋষি ঘটা শিব ব্রহ্মাদির পূজ্য পাত্রী॥
কিঞ্জল্ক শোভীতাম্বুজ শ্রেণী বিকশিতা।
মধু লোভে ভ্রমরা ভ্রমরী উনমত্তা॥
অঘ নিকর ভঙ্গ জলকণা যাঁর।
হেন গঙ্গাদেবী পদে কোটি নমস্কার॥

শ্রীগুরুরূপাসখীর প্রণাম॥

রাধা সম্মুখে সংসক্তিং সখী সঙ্গ নিবাসিনীং।
ত্বামহং সততং বন্দে পরাং গুরুরূপা সখীং॥

শ্রীরাধা সম্মুখ শক্তি অতিশয় বরা।
সখী সঙ্গ নিবাসিনী পরম চতুরা॥
শ্রীমতী গুরুরূপা সখীর চরণে।
বন্দনা করিয়ে আমি কায় বাক্য মনে॥

শ্রীরাধিকার প্রণাম॥

রাসোৎসব বিলাসিনি নমস্তে পরমেশ্বরি;
কৃষ্ণ প্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দ বিগ্রহে।
প্রণমামি মহা-নিত্য-ময়ীং ত্বামতি সুন্দরীং
রত্নালঙ্কৃত-শোভাঢ্যাং কুসুমার্চ্চিত বিগ্রহাং॥
রাসোৎসব বিলাসিনী পরমা ঈশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা পরমা সুন্দরী॥
শ্রীপরমানন্দ রূপা রসের গাগরী।
নিজ নামে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ মনোহারী॥
নানারত্ন অলঙ্কার শ্রীঅঙ্গে বিরাজে।
কুসুমে খচিত বেণী ভুজঙ্গিনী সাজে॥
শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর চরণ-কমল।
বন্দনা করিয়া ধর শিরের উপর॥

বিজ্ঞপ্তি॥

ভবতীমভিবাদ্য-চাটুভির্বরমুর্জ্জেশ্বরি বর্য্যমর্থয়ে।
ভবদীয়তয়া কৃপাং যথা ময়ি কুর্য্যাদধিকাং বকান্তকঃ॥
হে উর্জ্জেশ্বরি মুঞি দন্তে তৃণ ধরি।
চাটুক্তিতে প্রার্থনা করহুঁ কর জোড়ি॥
তোমার জানিয়া মোরে কৃপা অতিশয়।
বকান্তক করে যেন হইয়া সদয়॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম॥

নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

নমো নলিননেত্রায় বেনুবাদ্যবিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥
শ্রীব্রহ্মণ্যদেব গো ব্রাহ্মণ হিতকারী।
বন্দো জগত হিত কৃষ্ণ গোবিন্দমুরারি॥
বন্দোঁ নলিন নেত্র বেণু বাদ্য কারী।
রাধাধর সুধাপানাসক্ত বনমালী॥

বিজ্ঞপ্তি॥

প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে পশুপালেন্দ্র কুমার কাকুভিঃ।
ব্রজ-যৌবত-মৌলি মালিকা-করুণা-পাত্রমিমং জনং কুরু॥
ওহে পশুপাল ইন্দ্র কুমার তোমারে।
প্রণমিয়া প্রার্থনা করিয়ে কাকুস্বরে॥
ব্রজের যুবতী মৌলিমালা শ্রীরাধিকা।
এজনকে কর তাঁর কৃপা পাত্রাধিকা।

শ্রীললিতাদির প্রণাম॥

কারুণ্য কল্প লতিকে ললিতে নমস্তে।
রাধা সমান গুণ চাতুরিকে বিশাখে॥
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুত চিত্ত চৌরে।
বন্দে বিচিত্র চরিত্রে সখি চিত্রলেখে॥
শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণয়াঙ্গ রঙ্গে।
তুভ্যং নমোঽস্তু সুখ লাস্য সরিৎ সুদেবি॥
বিদ্যা বিনোদ সদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে।
পূর্ণেন্দু খণ্ড নখরে সুমুখীন্দুলেখে॥
রাধানুজে মম নমোঽস্তু অনঙ্গ দেবি।
তুভ্যং সদা মধুমতি প্রিয়তামরন্দে॥
সৌহার্দ্দ সখ্য বিমলে বিমলে নমস্তে।
শ্রীশ্যামলে পরম সৌহৃদ পাত্রি রাধে॥
হে পালিকে প্রণয় পালিনি মে নমস্তে।

শ্রীমঙ্গলে পরম মঙ্গল সীম রূপে॥
ধন্যে ব্রজেন্দ্র তনয় প্রিয়তা সুসম্পন্।
নৌমীশ চন্দ্র রুচিরে ননু তারাকে ত্বাং।
কারুণ্যকল্পলতিকে শ্রীললিতে তুয়া।
চরণেতে নমস্কার কর নম্র হইয়া॥
শ্রীরাধা সমান রূপ গুণ চাতুরিকে।
নমস্কার করো তুয়া পদে বিশাখিকে॥
শ্রীঅচ্যুত চারু চিত্ত পদ্ম সুচঞ্চরি।
শ্রীচম্পকলতে তুয়া পদে নমস্করি॥
বিচিত্র চরিতে চিত্র কারিণী সুচিত্রে।
তুয়া পদে নমস্কার করি এক চিত্তে॥
দয়িত প্রণয় অঙ্গ অঙ্গ রঙ্গদেবি।
দণ্ডবৎ করোঁ মুঞি তুয়া পদ সেবি॥
সুখলাস্য নদী শ্রীসুদেবি তুয়া পদে।
দণ্ডবৎ করোঁ মোর ঘুচাহ বিপদে॥
শ্রীতুঙ্গবিদ্যে বিদ্যা বিনোদ সদনে।
দণ্ডবৎ করো মুঞি তোমার চরণে॥
পূর্ণেন্দু খণ্ড নখরে হে শ্রীইন্দুলেখে।
দণ্ডবৎ করোঁ কর কৃপার কটাক্ষে॥
বন্দোঁ শ্রীরাধিকানুজা অনঙ্গ মঞ্জরি।
সদা মধুমতি বন্দো কর জোড় করি॥
সৌহার্দ্দ বিমলে তুয়া পদে শ্রীবিমলে।
নমস্কার করোঁ মুঞি আনন্দ অন্তরে॥
শ্রীরাধিকা পরম সুহৃদ শ্রীশ্যামলে।
নমস্কার করোঁ রাখ শ্রীচরণ তলে॥
হে পালিকে প্রণয় পালিনি পারাবার।
দণ্ডবৎ করো মোর পালহ একবার॥
পরম মঙ্গল রূপ সীমা শ্রীমঙ্গলে।
নমস্কার করোঁ মোরে কব সুমঙ্গলে॥

ব্রজেন্দ্র তনয় প্রেম ধনে ধনী ধন্যে।
প্রেমধন দেহ বন্দোঁ তোমার চরণে॥
হে চন্দ্র রুচিরে চন্দ্র সম সুশীতলে।
হে তারকে তুয়া পদ বন্দোঁ মুঞিঃ শিরে॥

বিজ্ঞপ্তি॥

শ্রীরাধিকা প্রণয় নির্ঝর সিক্ত চিত্ত—;
বৃত্তিপ্রসূনপরিমোদিতমাধবা হে।
প্রেমানুরাগ গুরবো ললিতাদয়ো মাং;
স্বাঙ্ঘ্র্যজরেণুসদৃশীমপি ভাবয়ন্তু॥
শ্রীরাধিকা প্রণয় নির্ঝর সিক্ত চিত্ত।
বৃত্তিসুকুসুমপরিমোদিত অচ্যুত॥
প্রেম অনুরাগগুরুললিতাদিগণ।
স্বাঙ্ঘ্রিরেণু সম মোরে করহ চিন্তন॥

শ্রীরূপমঞ্জরী আদির প্রণাম॥

তাম্বুলার্পণ পাদ মর্দ্দন পয়োদানাভিসারাদিভি—
র্বৃন্দারণ্য মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ।
প্রাণ প্রেষ্ঠ সখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ;
কেলি ভূমি রূপমঞ্জরী মুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে॥
যাঁরা বৃন্দাবন মহেশ্বরীর চরণ।
সেবন করয়ে আর তম্বুল অর্পণ॥
জল দানাভিসারাদি করয়ে সকল।
নানা প্রীতিরসে সুখ দেন নিরন্তর॥
প্রাণ প্রেষ্ঠ সখীকুল হইতে নিশ্চয়।
কেলি স্থানে অসঙ্কোচ ভূমি প্রেমময়॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি দাসীগণ পায়ে।
দণ্ডবৎ করি মুঞিঃ লইনু আশ্রয়ে॥

বিজ্ঞপ্তি॥

শ্রীরাধা-প্রাণতুল্যা মধুর-রস-কথা-চাতুরী-চিত্রদক্ষাঃ;
সেবা-সন্তর্পিতেশাঃ স্বসুরত বিমুখা রাধিকানন্দ-চেষ্টাঃ।
সর্ব্বাঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধা নিজগণ-করুণা-পূর্ণ-মাধ্বীক সারাঃ;
নির্ম্মাল্যো রাধিকায়া ময়ি কুরুত কৃপাং প্রেমসেবোত্তরা যাঃ॥

শ্রীরাধার প্রাণ-তুল্য শুচি রস কথা
চাতুরী বিচিত্র চরিত্রেতে নিপুণতা॥
নিজেশ্বরী সুখে করেন সেবাতে সন্তুষ্টা।
সুরত বিমুখা শ্রীরাধিকানন্দ চেষ্টা॥
যারা সর্ব্ব অর্থ-সিদ্ধ প্রেম সেবোত্তরা।
নিজগণ কৃপা পূর্ণ সুমধুর সারা॥
শ্রীমতী রাধার যত প্রিয় নর্ম্ম সখী।
মো পাপীরে কৃপা করি কর অতি সখী॥

শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর প্রণাম॥

রাধেশ-কেলি-প্রভূতা-বিনোদ—;
বিন্যাস-বিজ্ঞাং ব্রজ-বন্দিতাঙ্ঘ্রিম্।
কৃপালুতাদ্যাখিল-বিশ্ববন্দ্যাং।
শ্রীপৌর্ণমাসীং শিরসা নমামি॥

রাধেশ-কেলি উদ্ভূত বিবিধ বিহার।
সমাধান বিজ্ঞা ব্রজেবন্দিতা সবার॥
দয়াদি অশেষ গুণে বিশ্বের বন্দিতা।
শ্রীপৌর্ণমাসীরে-নমি করিয়া নম্রতা॥

শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রণাম॥

তবারণ্যে দেবী ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতি;
সদা প্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতি-রপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দে! চরণ মভিবন্দে তব কৃপাং;
কুরুষ্ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং তর্ষ-বিটপী॥
এই তবারণ্যে দেবী নিশ্চয় মুরারি।

সদা কান্তা সহ কেলি করে মনোহারী ॥
শ্রুতি স্মৃতি কহে ইহা জানিয়া তোমার।
শ্রীচরণ বন্দো বৃন্দে করি নমস্কার ॥
কৃপা কর শীঘ্র মোর তৃষ্ণা তরুবর।
অতিশয় ফলীভূত হউক সত্বর ॥

শ্রীতুলসীদেবীর প্রণাম ॥

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘ-শমনী স্পৃষ্টা বপুঃ-পাবনী;
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক-ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তির্বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতাঃ
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি-ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥

যাঁহারে দেখিলে নিখিলাঘ শান্ত হয়ে।
পরশ করিলে বপু পবিত্র করয়ে ॥
বন্দনা করিলে সব রোগ যায় নাশ।
সেচন করিলে কাল পাত্র পায় ত্রাস ॥
রোপণ করিলে কৃষ্ণে করান আসক্তি।
চরণে অর্পণ কৈলে দেন প্রেমভক্তি ॥
এমন যে তুলসী তাঁহারে নমস্কার।
দন্তে তৃণ ধরি মুঞি করোঁ বার-বার ॥

শ্রীবৃন্দাবনের প্রণাম ॥

আনন্দ বৃন্দ-পরি-তুন্দিলমিন্দিরায়া;
আনন্দ বৃন্দ পরি-নন্দিত-নন্দ-পুত্রম্।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরি-নন্দিতং তদ্—
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি ॥
লক্ষ্মীর আনন্দবৃন্দ পরিপুষ্টকারী।
নন্দনন্দনের পরানন্দ পরচারী ॥
শ্রীগোবিন্দ-কান্তাগণের পরানন্দদায়ী।
বন্দো বৃন্দাবন মনোহর মূর্ত্তিময়ী ॥

শ্রীযমুনার প্রণাম॥

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদ-পদ্মাং
গোলোক-সৌখ্য-রস-পূর-মহিং মহিম্না।
অপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ;
রাধা-মুকুন্দ মুদিতাং যমুনাং নমামি॥
গঙ্গাদি সকল তীর্থ সেবিত চরণা।
শ্রীগোলোক সখ্যরস মহিত মহিমা॥
অখিল ভকতগণে আনন্দ সাগরে।
যিঁহো ডুবাইল অতি আনন্দের ভরে॥
শ্রীরাধা মুকুন্দানন্দ-দায়িনী যমুনা।
তাঁহার চরণ বন্দো করিয়া প্রার্থনা॥

শ্রীগোবর্দ্ধনের প্রণাম॥

সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্ত-পঙ্কজে-ভৃঙ্গায়মানং ফল-মূল-কন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবদ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি॥
সপ্তদিন কৃষ্ণকর কমল উপর।
বিরাজিত হৈল যিঁহ যেমন ভ্রমণ॥
ফুল ফল কন্দমূল জল তৃণাদিতে।
ধেনু গোপ সঙ্গে কৃষ্ণ সেবে অবিরতে॥
শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গিরি গোবর্দ্ধন।
আনন্দিত হঞা বন্দো তাঁহার চরণ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রণাম॥

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপী তচ্ছীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ।
সা রাস-স্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্য স্থলৈঃ॥
যস্যাপ্যংশ-লবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ।
প্রাণেভ্যাঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে॥
শ্রীবৃন্দাবিপিন অতি রমণীয় হয়।
তাহা হৈতে গোবর্দ্ধন শ্রীমান্ শোভয়॥

শ্রীরাসস্থলিকা রসময় বিরাজয়।
অন্য স্থল সহ কভু তুলনা না হয়॥

যাঁর অংশ লব কিছু যোগ্য নহে সম।
মুকুন্দের প্রাণ হৈতে অতি প্রিয়তম॥
প্রিয়া সম দয়িত তাঁহার সরোবর।
শ্রীরাধিকার কুণ্ড বন্দো আনন্দ অন্তর॥

শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রণাম॥

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি-পদ্মাদিদং॥
স্ফীতং যন্মকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ॥
প্রেম্নালিঙ্গদিব-প্রিয়া-সর ইদং তন্নিত্যমিত্থং ভজে॥
দুষ্টারিষ্ট বধে কৃষ্ণ-চরণাব্জ হৈতে।
যেন মকরন্দ স্ফীত হৈল প্রকাশিতে॥
শ্রীরাধিকা নানাবর্ণ মণিতে করিয়া।
সোপান করাইলেন আনন্দিত হৈয়া॥
প্রেমে আলিঙ্গন যেন করে প্রিয়াসর।
নিত্য বন্দো অরিষ্টাখ্য ইষ্ট সরোবর।

শ্রীব্রজবাসী প্রণাম॥

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণ-নিকর গুল্মাদিষু পরং।
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধ-কর্ম্মাপ্যনুদিনম্॥
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়-জনা।
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরম-বিনয়াঃ পুণ্য-খচিতাঃ॥

যাতে ব্রহ্মা তৃণ গুল্ম নিকরেব মাঝে।
বিবিধ কামাপ্ত অতি দীন জন্ম বাঞ্ছে॥
পরম বিনয় পুণ্য যুক্ত যে যে জন।
শ্রীব্রজমণ্ডলে বৈসে অতি প্রিয়তম॥
তা সবার পদ রেণু মস্তকে ধরিয়া।
দণ্ডবৎ করোঁ মুঞিঃ আনন্দিত হৈয়া॥

শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণাম॥

চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধৌ।
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্ম্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ॥
যে বৈ জগন্নিজ-গুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি।
তান্ বৈষ্ণবাংশ্চ হরি-নাম-পরান্-নমামি॥
বাঞ্ছা-কল্প-তরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
যাঁরা শ্রীচৈতন্য-লীলামৃত-সাগরতে।
বৃন্দাবন রস মাঝে ডুবে আনন্দেতে॥
যাঁরা নিজগুণে করে জগৎ পবিত্র।
হরিনাম পরায়ণ বিমল চরিত্র॥
বাঞ্ছাকল্প তরু কৃপাসিন্ধু নিরন্তর।
পতিত পাবন প্রেম রসের আকর॥
সকল বৈষ্ণব গোঁসাঞির চরণ কমলে।
কোটি কোটি দণ্ডবৎ করো নিরন্তরে॥

এই মত সকলের প্রণাম করতঃ শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নিশান্ত লীলা স্মরণ করিবে। লীলা-স্মরণ সমাপন করতঃ এই শ্লোক পড়িয়া পুনরায় সকলের প্রণাম করিবে।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদ-কমলং শ্রীগুরুন্ বৈষ্ণবাংশ্চ।
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং॥
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ-চৈতন্য দেবং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ-ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

অথ নিশান্ত কৃত্য॥

পরে লোমাদি শুদ্ধ বস্ত্র লইয়া স্নানার্থে গঙ্গাদিতে গমন করিবে ও তটে বস্ত্রাদি রাখিয়া তীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ নাভি-মগ্ন জলে; নদী হইলে স্রোত মুখে, পুষ্করিণী ও কুণ্ডাদিতে পূর্ব্ব মুখে অবস্থিত হইয়া তীর্থ সকলকে আহ্বান করিবে। যথা—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলহস্মিন সন্নিধিং কুরু॥
কুরুক্ষেত্রে-গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করাণি চ।
পাবনাখ্য সরঃ শ্রীমৎ তথা মানস জাহ্নবী॥
যমুনা শ্যামকুণ্ডঞ্চ রাধাকুণ্ডং তথৈব চ।
পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি স্নান কালে ভবন্তিহ॥
শ্রীগঙ্গা যমুনা গোদাবরি সরস্বতী।
কাবেরী নর্ম্মদা সিন্ধু সবে আইস ইথি।
কুরুক্ষেত্রে গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্কর।
শ্রীমতি মানস-গঙ্গা পাবনাখ্য সর॥
শ্যামকুন্ড শ্রীরাধিকাকুন্ড সূর্য্যসুতা।
বারেক করুণা করি সবে আইস হেথা॥

এই মত আহ্বান করতঃ তীর্থ প্রণাম ও প্রার্থনা অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চরণ ধ্যান করিয়া স্নান করিবে। পরে তটে উঠিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ শুষ্ক বসন পরিধান পূর্ব্বক তীর্থ মহিমা পাঠ করিবে। অতঃপর পূর্ব্বমুখে বসিয়া বিধিমত জলের তিলক করিবে ও শ্রীগুরুদেবকে প্রার্থনা করিবে। যথা—

যোহন্ধীকৃত্য কুতর্ক-ঘূক-পটলীমজ্ঞান-মোহান্ধ-হৃৎ।
যঃ প্রোদ্যংশ্চ কুকর্ম্ম-জাড্যমভিতো হৃৎপদ্মমুল্লাসয়ন॥
রাধামাধব গূঢ়-রূপ-সরণীমুদ্ভাসয়ন্ ভাস্করঃ।
স ত্বং শ্রীগুরুদেব পাহি পতিতং মাং দীনমন্ধং জনং॥
কুতর্কঘূক পটলী অজ্ঞানান্ধকার।
নাশ করি হরে কর্ম্ম জড় মতি আর॥
হৃদয় কমল যেঁহ বিকাশ করয়।
রাধামাধবো গূঢ় মার্গ প্রকাশয়॥
শ্রীগুরু-ভাস্কর রূপী মোরে রক্ষা কর।
মুই দীন হীন জন পতিত পামর॥

পরে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে। যথা—

অথ সৌরিতটে দিব্যৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-ভূষিতে।
বৈকুণ্ঠোত্তম-সৌভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণাভ্যধিদৈবতে॥
পৃথিব্যাং বিদ্যমানেঽপ্যপ্রাকৃতে সচ্চিদাত্মকে।
মাথুরে মাধুরৈশ্বর্য্য-প্রকাশ-নিকরাকরে॥
নানা-রত্ন-চিতে সৌরি-বারি-মারুত-সেবিতে।
নিষ্কামৈঃ পর-মাধুর্য্য-প্রেমৈক-পুরুষার্থিভিঃ॥
মহর্ষি-প্রমুখৈর্ধ্যানাগম্যেঽনন্তাংশ-সম্ভবে।
নানা-বৃক্ষ-লতা-কুঞ্জ-পুষ্প-পুঞ্জাদি-সৌরভে॥
বৃন্দারণ্যে কল্প-বৃক্ষ-তলে কোটি-রবি-প্রভে।
লোচনানন্দ মাধুর্য্যে দিব্যে শ্রীরত্ন-মন্দিরে॥
সহস্রদল-মাণিক্য-কেশরাম্বুজ-মধ্যগে।
রত্ন-সিংহাসনে বামে স্থিতয়া রাধয়া সহ॥
বিরাজন্তং দলালিস্থ-গোপী-মণ্ডল-মণ্ডিতং।
কন্দর্প- বীজ-গায়ত্রী-পুরাণাক্ষর-বিগ্রহং॥
দ্বাত্রিংশৈর্লক্ষণৈর্যুক্তং চতুষষ্টি-গুণান্বিতং।
কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য স্ফুরচ্চিন্ময়-ভূষণং॥
নব-যৌবন-সম্পন্নং নীলনীরদ-সুন্দরং।
রাস-বিলাসিনং নিত্যং গোবিন্দং সুখং-বারিধিং॥
ইতি ধ্যাত্বা মূলমন্ত্রং দশধা প্রজপেৎ সুধীঃ॥
শ্রীযমুনাতটে দিব্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য।
ভূষিত বৈকুণ্ঠোত্তম সৌভাগ্যেতে বর্য্য॥
পৃথিবীতে বিদ্যমান হয় অপ্রাকৃত।
সচ্চিদানন্দ রূপ কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত॥
মথুরা মণ্ডলে নানারত্ন বিরচিত।
সৌরি বারি মারুত সৌগন্ধ সুসেবিত॥
পরম মাধুর্য্য প্রেম পুরুষার্থী জন।
নিষ্কাম মহর্ষিগণ ধ্যানের অগম্য॥
শ্রীঅনন্তঅংশভব স্থান মনোনীত।
বৃক্ষলতা কুঞ্জপুঞ্জ পুষ্প সুগন্ধিত॥

এমন শ্রীবৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ তলে।
কোটি রবি শশী হৈতে সুপ্রভা উজ্জ্বলে॥
লোচনানন্দ-মাধুর্য্য শ্রীরত্ন মন্দিরে।
সহস্রদল কমল ঝলমল করে॥
মাণিক্য কেশর চারু বরাটক মধ্যে।
রত্ন সিংহাসনে সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধে॥
বাম ভাগে শ্রীরাধিকা সহ বিরাজিতে।
দলালিতে শ্রীগোপীমণ্ডলী সুমণ্ডিতে॥
কাম বীজ গায়ত্রী অক্ষর কলেবর।
দ্বাত্রিংশ লক্ষণ যুক্ত সর্ব্বমনোহর॥
চতুঃষষ্টি গুণান্বিত কন্দর্প লাবণ্য।
চিন্ময় ভূষণ নব যৌবন সম্পন্ন॥
নীল নীরদ তনু চারু পীতাম্বর।
রাস বিলাসী নিত্য রসিক শেখর॥
সুখের বারিধি শ্রীগোবিন্দদেব মূর্ত্তি।
এইমত ধ্যান করে হৈয়া একমতি॥
তবে সুধী মূল মন্ত্র জপে দশবার।
কাম গায়ত্রীতে অর্ঘ্য সমর্পিয়া আর॥
জলেতেই পঞ্চ উপচার পূজা করে।
সাধক যে জন অতি আনন্দ অন্তরে॥

এইমত স্মরণ করতঃ মনেসে পঞ্চোপচার অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া পঞ্চাঞ্জলি জল শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ও তীর্থগণকে প্রণাম করিবে। তারপর স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে গৃহে আগমন করতঃ হস্তপদ ধৌত করিবে। পরে শুদ্ধাসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া সম্প্রদায়ানুরূপ দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিয়া তত্তৎ অঙ্গে দ্বাদশ দেবতার ধ্যান করিবে। যথাঃ—

ললাটে 'কেশবায় নমঃ,' উদরে 'নারায়ণায় নমঃ,' বক্ষঃ স্থলে 'মাধবায় নমঃ,' কণ্ঠে 'গোবিন্দায় নমঃ,' দক্ষিণ পার্শ্বে 'বিষ্ণবে নমঃ', দক্ষিণ বাহু মধ্যে 'মধুসূদনায় নমঃ',

দক্ষিণস্কন্ধে 'ত্রিবিক্রমায় নমঃ,' বামপার্শ্বে 'বামনায় নমঃ,'

বামবাহু মধ্যে 'শ্রীধরায় নমঃ,'বামস্কন্ধে'হৃষীকেশায় নমঃ',

পৃষ্ঠে 'পদ্মনাভায় নমঃ', কটিদেশে 'দামোদরায় নমঃ',

পরে হস্ত ধৌত জল 'বাসুদেবায় নমঃ', বলিয়া মস্তকে ধারণ করিবে। তারপর মুক্তাঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ কর দ্বারা "শ্রীকেশবায় নমঃ" "শ্রীনারায়ণায় নমঃ" "শ্রীমাধবায় নমঃ" বলিয়া গুণ্ডুষ পরিমিত জলে তিনবার আচমন করিবে ও "শ্রীগোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ হস্ত এবং "শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বাম হস্ত ধৌত করিবে। পরে শ্রীচরণামৃত পান করতঃ শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার করিবে। অনন্তর ভগবৎ জাগরণ বিধি। যথাঃ—

প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে। যথা—

শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফল—প্রদ্।
ব্রজানন্দ-প্রদানন্দ-সেবায়াং মাং নিয়োজয়॥
শ্রীগুরু পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফল।
দাতা ব্রজানন্দ সেবানন্দ যুক্ত কর॥

তারপর শ্রীমন্দিরদ্বারে গিয়া জাগরণ মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর দীপ জ্বালিবে।

বোধন মন্ত্র। যথা—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সপার্ষদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয়মানেন চোত্থিতং ভুবন ত্রয়ং॥
উঠ উঠ গৌরচন্দ্র জগতের পতি।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু ত্রিভুবন-গতি ॥
গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদা-নন্দ-নন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীদ্ জগৎপতে॥
গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দন।
শ্রীনন্দনন্দন প্রেমানন্দ বির্বদ্ধন॥
শ্রীরাধিকা সহ উঠ জগতের পতি॥
প্রাতঃকাল হইল নিদ্রা ত্যাগ কর অতি॥

এইরূপে পদ্যদ্বয় পাঠ করতঃ তালিকা ও ঘণ্টা বাদন পূর্ব্বক সিংহাসন নিকটে গমন করিয়া প্রথমতঃ শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণ স্পর্শ করিবে। পশ্চাৎ সিংহাসনোপরি শ্রীমূর্ত্তির স্থাপন করতঃ আচমনার্থে আচমন পাত্রে জলগণ্ডুষ প্রদান করিবে। পরে মূল মন্ত্রের দ্বারা দন্তধাবন-কাষ্ঠ বা তুলসী মঞ্জরী সমর্পণ করতঃ পুনরাচমন দিয়া শ্রীমুখ কর চরণাদি মার্জ্জন করিবে ও নির্ম্মাল্য অপসারণ করতঃ শ্রীচরণে তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিবে। অনন্তর সুবাসিত জল ও লড্ডুকাদি নিবেদন করিয়া আচমন দিবে ও তাম্বুলাদি সমর্পণ করিবে। তারপর শঙ্খ ঘণ্টাদি বাদ্যন পূর্ব্বক আরতি করিবে। তদনন্তর প্রণাম করতঃ মন্দির মার্জ্জন, স্নান, পূজা ও ভোজন পাত্রাদি ধৌত করতঃ নৈবেদ্য, জল, গন্ধ ও ধূপাদি যথাযোগ্যস্থানে রাখিয়া পুষ্প চয়ন করিবে।

ইতি নিশান্তকৃত্য।

প্রাতঃকৃত্য॥

সূর্য্যোদয় হইলে প্রথমতঃ তুলসী চয়ন করিবে॥

তুলসী চয়ন মন্ত্র॥ যথা—

তুলস্যমৃত-জন্মাসি সদা ত্বং কেশব-প্রিয়ে।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
বেদাঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌমল-বিনাশিনি॥

তুলসী অমৃত জন্মা সদা হও তুমি।
কেশবার্থ চয়ন করিব তবে আমি॥
সদা তুমি শ্রীকেশব প্রিয়া সুশোভনে।
মোর প্রতি বর দাতা হও অনুক্ষণে॥
বেদাঙ্গ সম্ভব পত্রে পূজিব শ্রীহরি।
যথা পবিত্রাঙ্গি তথা কর কৃপা করি॥
কলিমল বিনাশিনী তোমার চরণে।
দণ্ডবৎ করোঁ মুঞিঃ কায় বাক্য মনে॥

এই মন্ত্রে তুলসী চয়ন করতঃ সেবার নিমিত্ত পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে অথবা যথাযোগ্য ভাবে শ্রীমূর্ত্তিকে বাম ভাগে রাখিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আচমন করিবে, তারপর শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে দক্ষিণ দিকে স্নানপাত্র ও জল, বামদিকে নিকটে আচমন পাত্র এবং নিজের দক্ষিণদিকে সম্মুখে তুলসী,পুষ্প ও চন্দনাদি পাত্র এবং বামদিকে আধারের সহিত শঙ্খ ও ঘণ্টা স্থাপন করিবে, অন্যান্য দ্রব্য যথাযোগ্য স্থানে রাখিবে। হস্ত ধৌত পাত্র নিজ দক্ষিণে কিঞ্চিৎ পশচাতে রাখিবে। পরে "ওঁ সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে শঙ্খে জল পূর্ণ করতঃ তুলসী ও চন্দন দ্বারা শঙ্খ পূজা করিবে। "ওঁ জয়-ধ্বনিতে ভো মন্ত্র মাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিবে। তারপর স্নান পাত্রে চন্দন দ্বারা পদ্ম রচনা করতঃ তুলসী দিয়া তদুপরি শ্রীমূর্ত্তিকে প্রার্থনা করতঃ স্নানার্থে রাখিয়া, শ্রীচরণে তুলসীদল অর্পণ করতঃ কিঞ্চিৎ শঙ্খজল দিবে ও গন্ধ তৈলাদি শ্রীঅঙ্গে দিয়া ঘণ্টা বাদন পূর্ব্বক মূল মন্ত্রে শঙ্খ জলে স্নান করাইবে, পরে শ্রীঅঙ্গ মুছাইয়া সিংহাসনোপরি রাখিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি পরাইবে, এবং সম্প্রদায় অনুসারে তিলক রচনা করিয়া প্রত্যেকের মন্ত্রে তিন প্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসীদল অর্পণ করিবে। পুষ্পমাল্য ও ধূপাদি দান করিয়া প্রত্যেকের মন্ত্রে সতুলসী মিষ্টান্ন ও জলাদি ভোগ নিবেদন করিবে, এবং বাহিরে গিয়া মানসে ভোজন চিন্তা করিবে।

পরে আচমন দিয়া তাম্বুল অর্পণ ও আরতি করিবে। এই সময় তৎ কালোচিত লীলা স্মরণ করিবে। উক্ত প্রাতঃ পূজাবিধির পূজাকালে স্মরণীয় ধ্যান-ক্রম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

॥ ধ্যান পদ্ধতি ॥

প্রথমতঃ শ্রীনবদ্বীপ মধ্যে শ্রীরত্নমন্দিরে রত্ন সিংহাসনোপরি ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্রকে গুরু আদি ক্রমে ধ্যান করতঃ পূজা করিবে। তার মধ্যে প্রথমতঃ সুরধূনী বেষ্টিত শ্রীনবদ্বীপ যোগ পীঠের ধ্যান। যথা—

ফুল্লশ্রীদ্রুম-বল্লি-তল্লজ-লসত্তীরা-তরঙ্গাবলী—
রম্যামন্দ-মরুন্মরাল-জলজ-শ্রেণীষু-ভঙ্গাস্পদম্।

সদ্রত্নাচিত-দিব্য-তীর্থ নিবহা-শ্রীগৌর-পদাম্বুজ;
ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ-ভাব-নিচিতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী॥ ১॥

তস্যাস্তীর সুরম্য-হেম-সুরসা মধ্যে লসচ্ছীনব—
দ্বীপো ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দ-বন্যো মহান্।
নানা-পুষ্পফলাঢ্য-বৃক্ষলতিকা রম্যো মহৎ সেবিতো;
নানাবর্ণ-বিহঙ্গমালি-নিনদৈর্হৃৎকর্ণহারী হি যঃ॥২॥

তন্মধ্যে দ্বিজ ভব্য-লোক-নিকরাগারালিরম্যাঙ্গন;
মারামোপবনালিমধ্যবিলসদ্বেদী বিহারাস্পদম্।
সদ্ভক্তি-প্রভয়া বিরাজিত মহদ্ভক্তালি নিত্যোৎসবং
প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহদ্ভাতীহ যৎ পত্তনম্॥

তন্মধ্যে রবি-কান্তি-নিন্দি কনক-প্রকার-সত্তোরণম্,
শ্রীনারায়ণ-গেহমগ্রবিলসৎ সংকীর্ত্তন-প্রাঙ্গণং।
লক্ষ্ম্যন্তঃপুর-পাক-ভোগ শয়ন-শ্রীচন্দ্রশালং পুরং;
যদ্গৌরাঙ্গহরের্বিভাতি সুখদং স্বানন্দ সবৃংহিতম্॥ ৪॥

তন্মধ্যে নবচূড়রত্ন-কলসং বজ্রেন্দু রত্নান্তরা;
মুক্তাদাম-বিচিত্র-হেম-পটলং সদ্ভক্তি রত্নাচিতং।
বেদদ্বার সদষ্ট-মৃষ্ট-মণিরুট্-শোভা-কবাটন্বিতং;
সচ্চন্দ্রাতপ পদ্মরাগ বিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরং॥ ৫॥

তন্মধ্যে মণি চিত্র হেমরচিতে মন্ত্রার্ণ-যন্ত্রান্বিতে;
ষট্ কোণান্তরকর্ণিকারশিখরশ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে।
কূর্মাকার-মহিষ্ঠ-যোগ-মহসি শ্রীযোগপীঠেহম্বুজে;
আকাশাতপ চন্দ্রপত্র বিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনং॥ ৬॥

পার্শ্বাধঃ-পদ্ম-পট্টি-ঘটিত হরিন্মণি-স্তম্ভ-বৈদূর্য্য-পৃষ্ঠং;
চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবর-মণি মহামৌক্তিককান্ত্যুজ্জ্বলং।
তুলান্তশ্চীন, চেলাসনমুড়ুপ-মৃদু-প্রান্ত পৃষ্ঠোপধানং;
স্বর্ণান্তশ্চীন-মন্ত্রং বসু-হরি-চরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্॥ ৭॥

ইতি সপ্তভিঃ কুলকম্॥

সিংহাসনস্য মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষিণে বলদেবং তং শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহম্॥

বামে গদাধরং দেবমানন্দ শক্তি বিগ্রহম্।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্ব পাবনম্॥

তদ্দক্ষিণে ভক্ত বর্য্যং শ্রীবাসংছত্র হস্তকম্।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দ ময়ং ভক্তগণং তথা॥
পতিত পাবনী সুরধূনী সুবেষ্টিত।
প্রফুল্লিতদ্রুমবল্লী তটবিরাজিত॥
মন্দ পবনেতে উঠে তরঙ্গ আবলী।
চতুর্ব্বিধ কমলে ঝঙ্কার করে অলি॥
হংস চক্রবাক পক্ষী শ্রেণী ক্রীড়া করে।
পুলিন মণ্ডলী মধ্যে ঝলমল করে॥
নানারত্ন বিনির্ম্মিত বিচিত্র সোপান।
স্থল জল পক্ষী শব্দে হরে মন প্রাণ॥
গৌর পদাম্বুজধূলি ধুসরিত অঙ্গা।
নানা ভাবাবলি যুক্তা শোভে দেবী গঙ্গা॥
তার তীরে সুন্দর সুবর্ণ ভূমি শোভে।
সুপ্রকাশ নবদ্বীপ মধ্যে মন লোভে॥
শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গল আনন্দের বন্যা।
তাহাতেই ব্যাপ্ত পুর নগরী সে ধন্যা॥
নানা পুষ্প ফলে যুক্ত বৃক্ষ লতা সব।
নানা বর্ণ বিহঙ্গালি ধ্বনির বৈভব॥
তারমধ্যে দ্বিজ ভব্য লোকের নিকর।
নিকেতন গণারামোপবন বিস্তর॥
তার মধ্যে বেদী শালা বিহারের স্থান।
যাহার স্মরণে ভক্ত হয় আগোয়ান॥
শুদ্ধ ভক্তি প্রভাবেতে বিরাজিত সব।

ভক্তগণ গৃহে হয় আনন্দ উৎসব॥
প্রতি গৃহে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সুশোভন।
উৎসব আনন্দে সবা করে উচাটন॥
তার মধ্যে রবিকান্তি নিন্দিয়া প্রাকার।
তোরণ বন্ধন মালা ঝলকে রসাল॥
শ্রীনারায়ণ-গৃহ অগ্রে সুশোভন।
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নর্ত্তন প্রাঙ্গণ॥
লক্ষ্মী অন্তঃপুর পাক ভোগের আলয়।
শয়ন শ্রীচন্দ্রশালা পুর মণিময়॥
শ্রীগৌরাঙ্গের সুখদ স্বানন্দ পরিবৃত।
মধ্যে নবচূড়রত্ন ঘট বিরাজিত॥
হীরা হরি রত্নান্তর মন্দির বিরাজে॥
মুক্তাদামলম্বি হেম পটল সুসাজে॥
শুদ্ধ ভক্তি রত্নে বিনির্ম্মিত চারি দ্বার॥
অষ্ট মণি যুক্ত অষ্ট কবাট তাহার॥
চন্দ্রাতপ মধ্যে পদ্ম কিবা শোভা করে।
মুক্তার ঝালর তার চতুর্দ্দিকে দোলে॥
পদ্ম রাগ বিধু রত্নে ভিত্তি সুশোভন।
তার মধ্যে মণিচিত্র হেম সিংহাসন॥
মন্ত্র-বর্ণ-যন্ত্রান্বিত ষট্ কোণ অন্তরে।
কর্ণিকার শিখর তুলনা শ্রীকেশরে॥
কুর্ম্মাকার মহিষ্ঠ শ্রীযোগ মহোৎসবে।
শ্রীযোগপীঠাম্বুজে সর্ব্বানন্দোদ্ভবে॥
কোটি সূর্য্য হইতে সিংহাসন পরকাশ।
কোটি কোটি চন্দ্রমার শীতল বিলাস॥
দুই পার্শ্বে পদ্মরাগ মণিতে ঘটিত।
হরিন্মণি স্তম্ভ বৈদুর্য্য পৃষ্ঠ বিরাজিত॥
চিত্রচ্ছাদাবলম্বি মণিমুক্তা কান্তি জাল।
তুলা অন্তে চীন চেলাসন শোভে ভাল॥

উড়ুপ মৃদুল প্রান্ত পৃষ্ঠ উপাধান॥
স্বর্ণান্তি চিত্রান্ত ধ্যান গম্য অষ্ট কোণ।

ইতি সপ্ত কুলক॥

তবে সিংহাসন মধ্যে গৌরকৃষ্ণ সাজে।
দক্ষিণে নিত্যানন্দ চন্দ্র শোভা করে॥
বামে গদাধরানন্দ— শক্তির স্বরূপ।
অগ্রে কর্ণিকাতে শোভে শ্রীলাদ্বৈত ভূপ॥
পাছে ছত্র হস্তে ভক্তবর্য্য শ্রীশ্রীনিবাস।
চতুর্দিকে মহানন্দ ভক্ত পরকাশ॥

অনন্তর শ্রীমদ্‌গৌর ভক্তগণ মধ্যে মুখ্য শ্রীস্বরূপ রূপাদির যূথে স্বগণ সহিত শ্রীগুরুদেবকে যোগ পীঠে সিংহাসনের অধঃদেশে বাম পার্শ্বে চিন্তা করিবে। যথা যামলে।

শ্রীগুরুদেবের ধ্যান॥

শুদ্ধ-স্বর্ণ-রুচিং শুদ্ধ-ভাব-ভূষা-কলেবরং।
সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃত-বর্ষিণং॥
শশাঙ্কাযুত-সংকাশং-বরাভয় লসৎকরং।
শুক্লাম্বর-ধরং দেবং শুক্লামাল্যানুলেপনং॥
শিষ্যানুগ্রহ-সন্ধানং স্মিত-নিত্য-যুতাননং।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-সেবাদি-দাতারং দীন-পালকং॥
সমস্ত মঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুম্।
ধ্যায়ন্ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে॥

শুদ্ধ স্বর্ণ-রুচি ভাব ভূষা কলেবর।
সচ্চিদানন্দ করুণামৃত জলধর॥
শশাঙ্ক অযুত যেন অঙ্গের প্রকাশ।
বরাভয়কর শুক্লাম্বর সুবিলাস॥
দিব্য শুক্ল মালা অনুলেপন ভূষিত।
শিষ্য অনুগ্রহে নিত্য মুখে মন্দ স্মিত॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেম সেবাদি দাতা দীন পাল।
সর্ব্বানন্দময় বিভু নয়ন বিশাল॥

পরে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ নিকটে সেবোৎসুকমনা আপনার দেহ ধ্যান করিবে।

আত্মধ্যান॥

দিব্য শ্রীহরি-মন্দিরাঢ্যমলিকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম-বর্ণ-সুভগং শ্রীখণ্ড-লিপ্তং পুনঃ॥
শুভ্রং সূক্ষ্ম-নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম নিকটে সেবোৎসুকাঞ্চাত্মনঃ॥

শ্রীহরি মন্দির যুক্ত ললাট শোভিত।
কণ্ঠে দিব্য তুলসীর মালা বিরাজিত॥
হরিনাম বর্ণাঙ্কিত শোভা বক্ষঃস্থল।
শ্রীখণ্ডে লেপিত শুভ্র সূক্ষ্ম নবাম্বর॥
নিত্য বিমলতা তনু স্মরে আপনার।
সেবানন্দ মগ্ন রহে নাহি জানি আর॥

পরে মানসে এইমত শ্রীগুরুর পূজা করিবে। যথা—

প্রথমতঃ দুইটী থালি তুলসী; চন্দন ও মাল্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ তিন প্রভুর পূজার নিমিত্ত একটি গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিবে। তিনি পূজা করিয়া আসিলে পরে সেই প্রসাদী দ্রব্য সমূহে তাঁহার পূজা করিবে।

যথা—"এতৎ পাদ্যং, এতৎ প্রসাদী গন্ধং, এষ প্রসাদী ধূপঃ এতৎ প্রসাদী নৈবেদ্যং, এতৎ প্রসাদী পানীয়-জলং, এতৎ আচমনীয়ং এতৎ প্রসাদী তাম্বুলং, এতৎ প্রসাদী গন্ধমাল্যং, এতৎ প্রসাদী পুষ্পাঞ্জলিং শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্য অর্পণ করিবে। তারপর প্রার্থনা করিবে যথা—

হে শ্রীগুরো ভুবন মঙ্গল নামধেয়
ধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপদ্মমৃষিভিঃ শরণং নিজস্বং।
দীনায় মে দয় দয়াসরিতাং পতেশ্রী
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্ম ভজনং সুলভং যদস্তু॥
হে শ্রীগুরু ভুবন মঙ্গল নাম ধর।
ঋষি সমূহের ধ্যেয় চরণ কমল॥

শরণাগত পালক দয়ার সাগর।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম ভজন নিকর॥
যাঁহার কৃপাতে হয় অত্যন্ত সুলভ॥
মো-হেন দীনেরে দয়া কর মাত্র লব।

এইমত প্রার্থনা করিয়া শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র-গায়ত্রী জপ করিবে অতঃপর অপর সজ্জিত থালিটি লইয়া সাধক শ্রীগুরুদেবের আদেশ ক্রমে তাঁহার অনুযায়ী তিন প্রভুর ধ্যান ও পূজা সমাপন করিয়া তৎপর তৎপ্রসাদী দ্রব্যে যথাবিধি শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের, গোস্বামীবর্গের ও গুরুবর্গের ধ্যান ও পূজা করিবে।

অথ গৌরধ্যান॥

শ্রীমন্মৌক্তিক-দাম-বন্ধ-চিকুরং সুস্মের-চন্দ্রাননং;
শ্রীখণ্ডাগুরু-চারু-চিত্রবসনং স্রগ্-দিব্য-ভূষাঞ্চিতং।
নৃত্যাবেশ-রসানুমোদ-মধুরং কন্দর্প-বেশোজ্জ্বলং।
চৈতন্যং কনক-দ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে॥

মুক্তাদাম বদ্ধকেশ মন্দ হাস্যানন।
শ্রীঅঙ্গ অগুরু চর্চ্চা সুচিত্র বসন॥
দিব্য মাল্য ভূষাঞ্চিত নৃত্যাবেশ রস।
অনুমোদ মধুর কন্দর্পোজ্জ্বল বেশ॥
নিজজন সেব্যমান শ্রীকনক দ্যুতি।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপ স্মর একমতি॥

তারপর "শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ" এই মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রত্যেক দ্রব্য বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে।

এতৎ পাদ্যং— (শ্যামাধান্য, পদ্ম, দুর্ব্বা,ও তুলসী শ্রীচরণ লক্ষ্য করিয়া দিবে) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ

ইদমাচনীয়কং—(জল) ,,

এষোহর্ঘ্যঃ—(জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, আতপতণ্ডুল, যব শ্বেতসর্ষপ, মস্তকে দিবে) ,,

এষো মধুপর্কঃ—(দধি,ঘৃত,মধু, শ্রীমুখে দিবে) ,,

ইদং পুনরাচমনীয়কং—(জল) শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ
ইদং সুবাসিতং তৈলং—(শ্রীঅঙ্গে দিবে) ,,
এতৎ স্নানীয়ং—(শীতকালে ঈষদুষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল জল)
ইদং গাত্র প্রোঞ্ছন বস্ত্র— ,,
ইদং পরিধেয়ং বস্ত্র— ,,
ইদং উত্তরীয়কং— ,,
এতৎ যজ্ঞোপবীতং— ,,
এষো গন্ধঃ— ,,
এতৎ মাল্যং—(শ্রীঅঙ্গে দিবে) ,,
এতৎ সচন্দন-তুলসী-পত্রং—(শ্রীচরণে দিবে) ,,
এতে গন্ধ পুষ্পে— (শ্রীচরণে দিবে) ,,
এষ ধূপঃ— ,,
এতৎ নৈবেদ্যং— ,,
এতৎ পানীয় জলং— ,,
এতৎ আচমনীয়ং— ,,
এতৎ তাম্বুলং— শ্রীগৌরাঙ্গায় নমঃ এইরূপে ধ্যান যোগে মানস ও বাহ্য সেবা করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান॥

কঞ্জেনেন্দু-বিনিন্দি-সিন্ধুর-গতি শ্রীপাদমিন্দীবর,
শ্রেণী শ্যামসদম্বরং তনুরুচা সান্ধ্যেন্দু-সম্মর্দ্দকং।
প্রেমোদ্‌ঘূর্ণ সুকঞ্জখঞ্জনমদাজিন্নেত্রহাস্যাননং।
নিত্যানন্দমহং স্মরামি সততং ভূষোজ্বলাঙ্গ শ্রিয়ম্॥
তবে নিত্যানন্দ চন্দ্রের রূপ করো ধ্যান।
পদ্মইন্দুনিন্দি পাদ গজ গতিঠাম॥
ইন্দীবর শ্রেণীনিন্দি নীলাম্বর সাজে।
তনুরুচি সন্ধ্যাইন্দু বিমর্দি বিরাজে॥
প্রেমে ঘূর্ণ সুকঞ্জ খঞ্জন মদ জিতি।
নেত্র হাস্যান ন শোভে বিম্বাধর দ্যুতি॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ শ্রীল নিত্যানন্দ।

প্রভুপদ সেবিব সতত পরানন্দ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজার ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরও পূজা করিবে। যথা—“এতৎ পাদ্যং” ইত্যাদি “শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ”।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান॥

সদ্ভক্তালি-নিষেবিতাঙ্ঘ্রি-কমলং কুন্দেন্দু-শুক্লাম্বরং
শুদ্ধ-স্বর্ণ-রুচিং সুবাহু-যুগলং স্মেরাননং সুন্দরং।
শ্রীচৈতন্য-দৃশং বরাভয়-করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিত—
মদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক-কন্দং প্রভুম্॥

সদ্ভক্তালি নিষেবিত চরণ কমল।
শুদ্ধ স্বর্ণ বর্ণ কান্তি কুন্দ শুক্লাম্বর॥
সুবাহু যুগল স্মেরানন মনোহর।
শ্রীচৈতন্য দৃষ্টি বরাভয় দুই কর॥
প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিত প্রভু শ্রীঅদ্বৈত।
পরানন্দ কন্দ তাঁকে চিন্তিব সতত॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পূজা করিবে। যথা—“এতৎ পাদ্যং” ইত্যাদি “শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ”।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান।

কারুণ্যৈক-মরন্দ-পদ্ম-চরণং চৈতন্যচন্দ্র-দ্যুতিং
তাম্বূলার্পণ-ভঙ্গি-দক্ষিণ-করং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।
প্রেমানন্দ-তনু সুধাস্মিত-মুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্য-ভূষোজ্জ্বলং॥

কৃপা মকরন্দ যুক্ত শ্রীপদ্ম চরণ।
চৈতন্যচন্দ্র সম দ্যুতি সুবরণ॥
তাম্বূল অর্পণ ভঙ্গি শ্রীদক্ষিণ কর।
সাধুবর প্রেমানন্দ তনু শ্বেতাম্বর॥

সুধাস্মিত মুখ গৌরচন্দ্রে দৃষ্টি ধর।
মাধুর্য্য ভূষণোজ্জ্বল চিত্ত গদাধর॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী পুষ্প চন্দনাদির দ্বারা শ্রীগদাধর ও শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দের পূজা করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং শ্রীগদাধরায় নমঃ
ইদং আচমনীয়কং ,,
,, প্রোঞ্ছন-বস্ত্রং ,,
এতৎ শ্রীগৌরপ্রসাদী সচন্দনতুলসীপত্রং ,,
(হস্ত লক্ষ্য করিয়া)
এতে ,, গন্ধপুষ্পে ,, ,,
এতৎ ,, মাল্যং (গলদেশ লক্ষ্য করিয়া) ,,
,, ,, নৈবেদ্যং ,,
ইদং আচমনীয়কং ,,
,, প্রোঞ্ছন বস্ত্রং ,,
এতৎ শ্রীগৌর প্রসাদী তাম্বূলং ,,

শ্রীশ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তবৃন্দের ধ্যান।

যে চৈতন্য-পদারবিন্দ-মধুপাঃ সৎপ্রেম-ভূযোজ্জ্বলাঃ
শুদ্ধ স্বর্ণ-রুচো দৃগম্বু-পুলক-স্বেদৈঃ সদঙ্গ-শ্রিয়ঃ।
সেবোপায়ন-পাণয়ঃ স্মিত-মুখাঃ শুক্লাম্বরাঃ সদ্বরাঃ
শ্রীবাসাদি মহাশয়ান্ সুখময়ান্ ধ্যায়েম তান্ পার্ষদান্—

যাঁরা শ্রীচৈতন্য পাদ পদ্মের মধুপ।
শুদ্ধ প্রেম ভূযোজ্জল শুদ্ধস্বর্ণরূপ॥
নেত্রাম্বু পুলক স্বেদকম্প অঙ্গ শোভা।
সেবা উপায়ন পাণি স্মিতমুখ লোভা॥
শ্রীবাসাদি মহাশয় সুখময়গণ।
শুক্লাম্বরধারী সবে চিন্ত অনুক্ষণ॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ন্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা "এতৎ শ্রীগৌর প্রসাদী সচন্দন-তুলসীদলং শ্রীবাসাদিগৌর ভক্ত বৃন্দভ্যো নমঃ" এই বলিয়া পূজা করিবে। তৎপরে শ্রীরূপগোস্বামী আদিকে ধ্যান করিয়া উক্ত প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা "এতৎ শ্রীগৌর প্রসাদী

সচন্দনতুলসী-পত্রং শ্রীরূপগোস্বামী-বর্গেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে শ্রীগুরুবর্গের ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা 'এতৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদী সচন্দন তুলসী পত্রং শ্রীগুরুবর্গেভ্যো নমঃ' বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর শ্রীগুরু আদি ক্রমে সংক্ষেপে সকলের প্রণাম ও প্রার্থনা করিতঃ শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিজন মধ্যে বিরাজমানা শ্রীগুরুদেবীর ধ্যান করিয়া আপনাকে তাঁহার দাসীরূপে ধ্যান করিবে।

অথ শ্রীবৃন্দাবনে মানসিক যোগপীঠ পূজা। যথা—

"এতৎ পাদ্যং; এতৎ প্রসাদী গন্ধং" ইত্যাদি শ্রীগুরুদেব্যৈ নমঃ" তারপর প্রার্থনা করিবে। যথা—

ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি
সেবাধিকারিণি গুরো! নিজ পাদ পদ্ম।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী
রাধাঙ্ঘ্রি-সেবন-রসে সুখিনীং সুখাব্ধৌ॥
বৃষভানু তনয়া নিকটে গোপীরূপা।
তুমি হও নিত্য সর্ব্বানন্দ সর্ব্বাধিকা॥
সেবাধিকারিণী গুরো নিজ শ্রীচরণে।
দাস্যদান দিয়া মোরে এই ব্রজবনে॥
শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম সেবামৃত দিয়া।
হে সুখিনি সুখী কর সুখাব্ধে ডুবাঞা॥

শ্রীগুরুরূপাসখীর ধ্যান।

কৃপা-মরন্দ-সম্পূর্ণাং শুদ্ধ স্বর্ণ-লসদ্রুচিং।
ক্ষীণ-মধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কস্তুরী তিলকান্বিতাং॥
তুঙ্গস্তনীং বিধুমুখীং রত্নাভরণ-ভূষিতাং।
শোণান্তরীয় চিত্রেন্দু-জ্যোৎস্নাম্বর-বিধারিণীং॥
হরিন্মণি-চিত-স্বর্ণ-চূড়িকাং-মধুর-স্মিতাং।
সীমন্তোপরি-সদ্রত্নামলাকালিলসন্মুখীং॥
কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকা-প্রীতি-ভূষণাং।
সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ॥

কৃপা মকরন্দপূর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণকান্তি।
ক্ষীণমধ্যা পৃথু শ্রোণী তুঙ্গস্তনী অতি॥
বিধুমুখী সুকস্তুরী তিলক শোভিতা।
নানারত্ন আভরণ শ্রীঅঙ্গ ভূষিতা॥
শোণবর্ণ অন্তরীয় চিত্রাম্বরা ধরা।
হরিন্মণি চিত্রস্বর্ণচুড়ি মনোহরা॥
মৃদুস্মিতা সীমন্ত উপরি চূড়ামণি।
অলকা সিন্দূর বিন্দু অঞ্জন নয়ানী॥
কিশোরবয়সোজ্জ্বল রম্যাশ্রীগেপিকা।
শ্রীরাধিকাপ্রীতিভূষা সর্ব্বভাবাধিকা॥
সুকুমার অঙ্গী গুরুরূপা শ্রীসুন্দরী।
এই মত তাঁর রূপ চিন্তন যে করি॥

অনন্তর গুরুরূপা সখীর মন্ত্র ও গায়ত্রী দশবার করিয়া জপ করিবে।

নিজ মঞ্জরীরূপের ধ্যান॥

শ্রীগুরোশ্চরণাম্ভোজ-কৃপা-সিক্ত-কলেবরাং।
কিশোরীং গোপবনিতাং নানালঙ্কার ভূষিতাং॥
পৃথুতুঙ্গ-কুচদ্বন্দ্বাং চতুষষ্টি কলান্বিতাং।
রক্ত-চিত্রারুণ-প্রান্ত-মুক্তা-দাম-সুকঞ্চুলীং॥
চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-চর্চ্চিতাঙ্গীং মধুস্মিতাং॥
সেবোপায়ন-নির্ম্মাণ-কুশলাং সেবনোৎসুকাং।
বিনয়াদি-গুণোপেতাং শ্রীরাধা-করুণার্থিনীং॥
রাধাকৃষ্ণ-সুখামোদ-মাত্র-চেষ্টাংসুপদ্মিনীং।
নিগূঢ়-ভাবাং গোবিন্দে মদনানন্দ-মোদিনীং॥
নানারস-কলালাপ-শালিনীং দিব্য-রূপিণীং।
সঙ্গীতরস-সঞ্জাত-ভাবোল্লাস-ভরান্বিতাং॥
তপ্ত-কাঞ্চন শুদ্ধাভাং স্বসৌখ্য-গন্ধ-বর্জিতাং।
দিবানিশিং মনোমধ্যে দ্বয়োঃ-প্রেম-ভরাকুলাং॥
এবমাত্মানমনিশং ভাবয়েদ্ভক্তিকাশ্রিতঃ॥

শ্রীগুরু-চরণাম্বুজ কৃপামৃতসিক্তা।
কিশোরী গোপবনিতা ভূষণ-ভূষিতা॥
উচ্চ কুচযুগ চতুঃষষ্ঠি কলান্বিতা।
রক্তচিত্র অন্তরীয় শুক্লাম্বরান্বিতা॥
স্বর্ণ চিত্রারুণ- প্রান্ত মুক্তা-সুকাঞ্চুলী।
কাশ্মীর চন্দনাগুরু অঙ্গে চিত্রাবলি॥
সেবা দ্রব্য নির্ম্মাণে কুশলামৃদুস্মিতা।
সেবোৎসুকা বিনয়াদি সর্ব্বগুণ যুতা॥
শ্রীরাধিকা করুণার্থিনী সুচারু পদ্মিনী।
রাধাকৃষ্ণ সুখামোদ চেষ্টারকারিণী॥
কৃষ্ণে গূঢ়ভাবা প্রেমানন্দ বিমোহিনী।
নানারস কলালাপ সুধা সুশালিনী॥
সঙ্গীত রস সঞ্জাত ভাবোল্লাসান্বিতা।
হেমকান্তি নিজসুখ গন্ধ বিবর্জ্জিতা॥
দিব্যরূপিণী দিবা নিশি চিত্ত মাঝে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেম ভরাকুলা সদারাজে॥
এইমত শুদ্ধরূপ স্মরণ করিয়া।
বৃন্দাবন ধ্যান করে একচিত্ত হৈয়া॥
আপনাকে এইমত ভাবয়ে সতত।
সাধক যে জন শুদ্ধ ভক্তি মার্গান্বিত॥

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান॥

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দ-বর্দ্ধনং।
সর্ব্বর্ত্তু-কুসুমোপেতং পতত্রিগণ-নাদিতং॥
ভ্রমদ্ ভ্রমর-ঝঙ্কার-মুখরীকৃত- দিঙ্মুখং।
কালিন্দী-জল-কল্লোল- সঙ্গি-মারুত-সেবিতং॥
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতং।
কমলোৎপল-কহ্লার-ধূলি ধূসরিতান্তরং॥
তন্মধ্যে রত্নভূমিঞ্চ-সূর্য্যাযুত সমপ্রভং।

তত্র কল্পতরূদ্যানং নিয়তং প্রেম বর্ষিণং॥
মাণিক্য-শিখরালম্বি তন্মধ্যে মণিমণ্ডপং।
নানারত্ন গণৈশ্চিত্রং সর্ব্বর্ত্তু-সুবিরাজিতং॥
নানারত্ন-লসচ্চিত্রং বিতানৈরুপ শেভিতং।
রত্ন-তোরণ-গোপুর-মাণিক্যাচ্ছাদনান্বিতং॥
দিব্য-স্বর্ণ মুক্তা-ভার-তার-হার-বিরাজিতং।
কোটীসূর্য্য-সমাভাসং বিমুক্তং ষট্ তরঙ্গকৈঃ॥
তন্মধ্যে রত্ন রচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ।
তত্রস্থৌ রাধিকা-কৃষ্ণৌ ধ্যায়েদখিল-সিদ্ধিদৌ॥

পরম আনন্দ বর্দ্ধন শ্রীলবৃন্দাবন।
ষড়ঋতু কুসুম শোভিত অনুক্ষণ॥
নানাজাতি পক্ষিগণ শব্দে সুনাদিত।
ভ্রমর ঝঙ্কারে দশদিক মুখরিত॥
কালিন্দীর জলসঙ্গী মারুত সেবিত।
নানাপুষ্প লতা বৃক্ষ সমূহে মণ্ডিত॥
কমল কহ্লারোৎপল পরাগে ধূসর।
সর্ব্বানন্দময় স্থান অতি মনোহর॥
তার মধ্যে রত্ন ভূমি সূর্য্যযুত সম।
তার মধ্যে কল্পোদ্যান চিন্তে মনোরম॥
শুদ্ধ প্রেমামৃত বৃষ্টিকারী অনুক্ষণ।
মাণিক্য শিখরালম্বি মাঝে সুশোভন॥
শ্রীমণি-মণ্ডপ নানারত্ন গণাচিত।
সর্ব্বঋতু সুখ সদা যাতে বিরাজিত॥
নানারত্নোচিত চিত্র বিতানে শোভিত।
শ্রীরত্ন তোরণ মালা গোপুরে মণ্ডিত॥
মাণিক্যাচ্ছাদন তাহে অদ্ভুত অন্বিত।
দিব্য স্বর্ণমুক্তা তার হার বিরাজিত॥
কোটীসূর্য্য সমকান্তি অতি অদভুত।

সৰ্ব্বদা যাহাতে হয় ষট্ তরঙ্গ বর্জ্জিত॥
তার মধ্যে রত্নময় স্বর্ণ সিংহাসন।
অতি সুমহত সৰ্ব্ব জগত মোহন॥
তার মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ধ্যান করে।
প্রথমেতে কৃষ্ণ-ধ্যান কহি সারোদ্ধারে॥

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান॥

পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনং।
বর্হি-বর্হ-কৃতাপীড়ং শশীকোটী নিভাননং॥
ঘূর্ণায়মান-নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনং।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুম বিন্দুনা॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিং।
তরুণাদিত্য-সঙ্কাশ-কুণ্ডালাভ্যাং বিরাজিতং॥
ঘৰ্ম্মাম্বু-কণিকা-রাজদ্দর্পণাভ-কপোলকং।
প্রিয়া-মুখার্পিতাপাঙ্গ-লীলয়া চোন্নত-ভ্রূকং।
অগ্রভাগ-ন্যস্ত মুক্তা-স্ফুরদুচ্চ-সুনাসিকং।
দশন জ্যোৎস্নয়া-রাজৎ-পক্কবিম্বফলাধরং।
কেয়ুরাঙ্গদ সদ্রত্ন মুদ্রিকাভিলসৎ-করং।
বিভ্রতং মুরলীং বামে পাণৌ পদ্মং তথেতরং।
কাঞ্চীদাম-স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎ-পদং।
রতিকেলি রসাবেশ-চপলং চপলেক্ষণং॥
হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তঞ্চ তাং মুহুঃ।
ইত্থং কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনোপরি।
বৃন্দারণ্যে স্মরেৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ॥

পীতাম্বর ঘনশ্যাম দ্বিভুজ সুন্দর।
কণ্ঠে বনমালা তাহে গুঞ্জে মধুকর॥
শিখণ্ডি শিখণ্ড চূড়া উপরে বিরাজে।
শরদের শশীকোটী সম মুখ রাজে॥
কমল নিন্দিয়া শোভে ঘূর্ণিত নয়ন।

কর্ণিকার পুষ্প অবতংস বিভূষণ॥
চন্দনের বিন্দু মাঝে কুঙ্কুমের বিন্দু।
তিলক রচনা ভালে আনন্দের সিন্ধু॥
তরুণ আদিত্য তুল্য বিরাজে কুণ্ডল।
কপোলে ঘর্ম্মাম্বু বিন্দু করে ঝলমল॥
প্রিয়া মুখার্পিতাপাঙ্গ লীলাতে উন্নত।
ভুরুযুগ কামের কোদণ্ড বিনিন্দিত॥
উচ্চনাসা অগ্রভাগে মুকুতা দোলয়ে।
কুন্দকলি সম দন্ত কান্তি বিরাজয়ে॥
পাকা বিম্ব ফল নিন্দি মধুর অধর।
কেয়ূরাঙ্গদ মুদ্রিকা শোভে দুই কর॥
অধরে মুরলী উরে নানা রত্নহার।
মণিরাজ শ্রীকৌস্তুভমণি শোভে আর॥
কাঞ্চীদাম মধ্যে শোভে নূপুর চরণে।
রতিকেলি রসাবেশ চপলাঙ্গেক্ষণে॥
আপনে হাসয়ে আর হাসায় প্রিয়ারে।
ত্রিভঙ্গিমা রূপে সর্ব্বজন মন হরে॥
বৃন্দাবনে কল্পতরুতলে সিংহাসনে।
প্রিয়া সহ কৃষ্ণচন্দ্রে চিন্তে অনুক্ষণে॥
তার বাম পার্শ্বে স্থিত চিন্তয়ে রাধিকা।
মহাভাব স্বরূপা শ্রীসর্ব্ব গুণাধিকা॥

অথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। "এতৎ পাদ্যং ইত্যাদি "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"।

শ্রীরাধিকার ধ্যান॥

সুচীন-নীলবসনাং দ্রুত-হেম-সম-প্রভাং।
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরানন-পঙ্কজাং॥
কান্ত-বক্ত্রে-ন্যস্ত-নৃত্যচ্চকোরী-চঞ্চলেক্ষণাং।
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয়-মুখাম্বুজে॥

অর্পয়ন্তীং পূগফালিং পর্ণ-চূর্ণ সমন্বিতাং।
মুক্তাহার লস-চ্চারু-পীনোন্নত-পয়োধরাং।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রেণীং কিঙ্কিনীজাল-শোভিতাং।
রত্ন-তাড়ঙ্ক-কেয়ূর-মুদ্রা-বলয়ধারিণীং॥
রণৎ-কণক-মঞ্জরী-রত্ন-পদাঙ্গুরীয়কাং।
লাবণ্য-সার-মুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরীং॥
আনন্দ-রস-সংমগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাং।
সখ্যশ্চ তস্যা বিপ্রেন্দ্র তৎ সমান বয়োগুণাঃ॥
তৎ সেবন-পরাভাব্যাশ্চামর-ব্যজনাদিভিঃ॥

সুচীন নীলবসনা দ্রুত-হেম প্রভা।
পটে অর্দ্ধাবৃত স্মেরানন পঙ্কজাভা॥
কান্তামুখে ন্যস্ত নৃত্য চকোরী লোচনা।
নিজপ্রিয় মুখাম্বুজে তাম্বূল অর্পণা॥
মুক্তাহার শোভে পীনোন্নত পয়োধরা।
পৃথু শ্রোণী ক্ষীণমধ্যা কিঙ্কিনীর মালা॥
রত্ন তাড়ঙ্ক কেয়ূর মুদ্রাদি ধারিণী।
কনক নূপুর শব্দ হংস বিমোহিনী॥
পাদাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী অতি শোভা করে।
লাবণ্যের সার মুগ্ধ অঙ্গ মনোহরে॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী শ্যামরস সুমগনা।
কলাভিজ্ঞা সুপ্রসন্না নবীন যৌবনা॥
এই মত রাধাকৃষ্ণ কল্পতরু মূলে।
রত্ন সিংহাসনে ধ্যান করে কুতূহলে॥
হে বিপ্রেন্দ্র শ্রীরাধার যত সখীগণ।
বয়ঃরূপ চাতুর্য্যাদি গুণাধিক সম॥
চামর ব্যজন তাম্বূলাদিতে করিয়া।
দোঁহার সেবন করে প্রেমে মগ্ন হৈয়া॥

অনন্তর প্রধান অষ্টদলে শ্রীললিতাদি অষ্টসখীকে উত্তরদিক হইতে দক্ষিণক্রমে ধ্যান করিবে। উত্তরে শ্রীললিতা দেবীকে, ঈশানে শ্রীবিশাখা

দেবীকে, পূর্ব্বে শ্রীচিত্রা দেবীকে, অগ্নিকোণে শ্রীইন্দুরেখা দেবীকে ও বায়ুকোণে শ্রীসুদেবীকে স্মরণ করিবে এবং অষ্ট উপদলের উত্তরদলদ্বয়ে অনঙ্গমঞ্জরী তার বামে মধুমতী, পূর্ব্বদলদ্বয়ে বিমলা তার বামে শ্যামলা, দক্ষিণদলদ্বয়ে পালিকা তার বামে মঙ্গলা, পশ্চিমদলদ্বয়ে ধন্যা তার বামে তারকা এই অষ্ট উপসখীগণকে স্মরণ করিবে। অনন্তর কিঞ্জল্ক স্থানীয়া নিকটস্থিতা ও সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা প্রিয় নর্ম্মসখীগণকে উত্তরদিক হইতে দক্ষিণক্রমে স্মরণ করিবে । উত্তরে শ্রীরূপমঞ্জরী, ঈশানে শ্রীমঞ্জুলালীমঞ্জরী, পূর্ব্বে শ্রীরসমঞ্জরী, অগ্নিকোণে শ্রীরতিমঞ্জরী, দক্ষিণে শ্রীগুণমঞ্জরী, নৈর্ঋতে শ্রীবিলাসমঞ্জরী, পশ্চিমে শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী ও বায়ুকোণে শ্রীকস্তুরীমঞ্জরীকে স্মরণ করিবে ।

প্রথমতঃ অষ্ট প্রধানা প্রিয়সখীর ধ্যান।

শ্রীললিতা দেবীর ধ্যান।

গোরোচনা-রুচি-মনোহর-কান্তি-দেহাং,
ময়ূরপুচ্ছ-তুলিত-চ্ছবি-চারু-চেলাং।
রাধে! তব প্রিয়-সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং;
তাম্বূল-ভঙ্গি-ললিতাং ললিতাং নমামি॥

গোরোচনা রুচি দেহ মনোহর কাঁতি।
শিখি পিঞ্ছ সম যাঁর বসনের ভাঁতি॥
সখীগণ শ্রেষ্ঠা যাঁর তাম্বুল সেবন।
হেন ললিতারে রাধে করিয়ে বন্দন॥

শ্রীবিশাখা দেবীর ধ্যান।

সৌদামিনী-নিচয়-চারু-রুচি-প্রতিকাং;
তারাবলী ললিত-কান্তি-মনোজ্ঞ চেলাং।
শ্রীরাধিকে! তব-চরিত্র-গুণানুরূপাং;
সদগন্ধ চন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাং॥

সৌদামিনী নিচয় সুন্দর তনুভাস।
তারাবলি ললিত মনোজ্ঞ পট্টবাস॥
রাধে! তব চরিত্র গুণের অনুরূপা।

তোমাতেই চিত্ত সদা আনন্দ স্বরূপা
সদগন্ধ চন্দন আদি সেবা পরায়ণা।
হেন বিশখারে সদা করিয়ে ভাবনা॥

শ্রীচিত্রা সখীর ধ্যান॥

কাশ্মীর কান্তি কমনীয় কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধ কাচ নিচয় প্রভ চারু চেলাং।
শ্রীরাধিকে! তব মনোরথ বস্ত্র দানে
চিত্রাং বিচিত্র হৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে॥

কাশ্মীর গৌরাঙ্গী স্নিগ্ধকাচ প্রভাম্বরা।
শ্রীরাধিকে! তব বস্ত্রসেবা মনোহরা॥
দয়াদি অশেষ গুণে বিচিত্র হৃদয়।
শ্রীচিত্রারে সদা আমি করিয়ে আশ্রয়॥

শ্রীইন্দুলেখা সখীর ধ্যান॥

নৃত্যোৎসবাং হি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভাং
সদ্দাড়িমী কুসুম কান্তি মনোজ্ঞ চেলাং।
বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত চন্দ্র লেখাং
শ্রীরাধিকে! তব সখীমহমিন্দুলেখাং॥

হরিতাল সমুজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গের কাঁতি।
দাড়িম কুসুম কান্তি পট্টবাস তথি॥
চন্দ্রলেখা জিনি রুচি নৃত্য সেবাপরা।
বন্দনা করিয়ে রাধে! ইন্দুলেখা বরা॥

শ্রীচম্পকলতা সখীর ধ্যান॥

সদ্রত্ন চামর করাং বর চম্পকাভাং
চাষাখ্য পক্ষ রুচির চ্ছবি চারু চেলাং।
সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধেহথ চম্পকলতাং ভগবতীং প্রপদ্যে॥
সদ্রত্ন চামর করে চম্পক বরণা।

চাষপক্ষ মুগ্ধ-চ্ছবি সুচারু বসনা॥
শ্রীবিশাখা সম যাঁর সর্ব্বগুণ গণ।
চম্পকলতার মুই লইনু স্মরণ॥

শ্রীরঙ্গদেবী সখীর ধ্যান॥

সৎ-পদ্ম-কেশর-মনোহর-কান্তি-দেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুম-দীধিতি-চারু-চেলাং।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণ-সুশীলাং
রাধে! ভজেপ্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং॥

সৎপদ্ম কেশর মনোহর দেহদ্যুতি।
বিকশিত জবাপুষ্পবাস শোভে তথি॥
চম্পকলতার সম গুণা রঙ্গদেবী।
সেবা উৎকণ্ঠিত মন সদা তাঁরে সেবি॥

শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখীর ধ্যান॥

সচ্চন্দ্র-চন্দন-মনোরম-কুঙ্কুমাভাং
পাণ্ডুচ্ছবি-প্রচুর-কান্তি-লসদ্দুকূলাং।
সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং
রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাং॥

সুকর্পূর চন্দন কুঙ্কুম অঙ্গ শোভা।
পাণ্ডুর বরণ দিব্য বাস মনলোভা॥
সর্ব্বসেবা জ্ঞাতা সবাকার সম্মানিতা।
বন্দি প্রিয়সখী যিঁহ তুঙ্গবিদ্যা খ্যাতা॥

শ্রীসুদেবী সখীর ধ্যান॥

প্রোত্তপ্ত-শুদ্ধ-কনক-চ্ছবি-চারু দেহাং
প্রোদ্যৎ-প্রবাল নিচয়-প্রভ চারু-চেলাং।
সর্ব্বানুজীবন-গুণোজ্জ্বল-ভক্তি-দক্ষাং
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং॥

গলিত কাঞ্চন কাঁতি মনোজ্ঞ বরণা।
প্রবাল সমূহদ্যুতি সুন্দর বসনা॥
সর্ব্বপ্রিয় গুণগণ ভক্তিতে নিপুণা।
হেন সুদেবীরে মুই করিয়ে ভাবনা॥
অনন্তর কিঞ্জল্ক স্থানীয়া অষ্ট মঞ্জরীর ধ্যান করিবে।

শ্রীরূপমঞ্জরীর ধ্যান॥

গোরচনা-নিন্দি-নিজাঙ্গ-কান্তিং
ময়ূর-পিঞ্ছাভ-সুচীন বস্ত্রাং।
শ্রীরাধিকা-পাদ-সরোজ-দাসীং
রূপাখ্যকাং মঞ্জরীকাং ভজেঽহম্॥

উত্তরেতে নবগোরচনা সম গৌরী।
শিখিপিঞ্ছ নিভাম্বরা শ্রীরূপমঞ্জরী॥
তাম্বূল সেবন পরা রাধা প্রিয় পাত্রী।
নিজ সেবা দিয়া মোরে করিবে কিঙ্করী॥

শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরীর ধ্যান॥

প্রতপ্ত-হেমাঙ্গরুচি মনোজ্ঞাং
শোণাম্বরাং চারু সুভূষণাঢ্যাং।
শ্রীরাধিকা-পাদ-সরোজ-দাসীং
তাং মঞ্জুলালীং নিরতং ভজামি॥
ঈশানেতে মঞ্জুলালী মঞ্জরী সুন্দরী।
প্রতপ্ত হেমাঙ্গকান্তি শোণাম্বরধারী॥
মনোহর ভূষণেতে সুন্দর ভূষিতা।
রাধাপদ দাসী তাঁরে ভাবিয়ে সর্ব্বদা॥

শ্রীরসমঞ্জরীর ধ্যান॥

হংস-পক্ষ-রুচিরেণ বাসসা
সংযুতাং বিকচ চম্পকদ্যুতিং।
চারু-রূপ-গুণ-সম্পদান্বিতাং

সর্ব্বদাপি রসমঞ্জরীং ভজে॥
পূর্ব্বদিকে কিঞ্জল্কেতে শ্রীরসমঞ্জরী।
হংস পক্ষ বসনা চম্পককান্তি গৌরী॥
চিত্র সেবা পরায়ণা সর্ব্বগুণযুতা।
তাঁহারে চিন্তিয়ে আমি হৈয়া হরষিতা॥

শ্রীরতিমঞ্জরীর ধ্যান॥

তারাবলী বাসো যুগলং বসানাং
তড়িৎসমানস্য তনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং
ভজে সুরূপাং রতিমঞ্জরীং তাং॥
অগ্নিকোণেতে স্থিত শ্রীরতিমঞ্জরী।
দামিনী দমন কান্তি বস্ত্র তারাবলী॥
শ্রীচরণে সেবা যাঁর রাধা পাশে স্থিতি।
তাঁহারে ভজিয়ে মুই আনন্দিত মতি॥

শ্রীগুণমঞ্জরীর ধ্যান॥

জবা-নিভ-দুকূলাঢ্যং তড়িতদালি-তনুচ্ছবিং।
কৃষ্ণামোদ-কৃতাপেক্ষাং ভজেহহং গুণমঞ্জরীং॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দক্ষিণেতে সদা স্থিতি।
জবাতুল্য বসনা তড়িৎ সম কান্তি॥
বারি সেবা পরায়ণা অতি মনোহরা।
রাধাকৃষ্ণ সুখ চেষ্টা চিন্তিয়ে তৎপরা॥

শ্রীবিলাস মঞ্জরীর ধ্যান॥

স্বর্ণ-কেতকী-বিনিন্দি-কায়কাং
নিন্দিত-ভ্রমর-কান্তিকাম্বরাং।
কৃষ্ণপাদ-কমলোপ সেবিনী
মর্চ্চয়ামি সুবিলাস মঞ্জরীং॥
নৈর্ঋত কেশরে স্থিতি বিলাস মঞ্জুরী।

সুবর্ণ কেতকীকান্তি অঙ্গের মাধুরী॥
ভ্রমরাভ দ্যুতি জিনি অম্বর ধারিণী।
নাগজ অঞ্জন সেবায় সৰ্ব্বদা সুখিনী॥
রাধাকৃষ্ণ সুখ চেষ্টা আন নাহি জানে।
তাঁহারে চিন্তিয়ে আমি আনন্দিত মনে॥

শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীর ধ্যান॥

চপলাদ্যুতি নিন্দিত-কায়কাং
শুভতারাবলী-শোভিতাম্বরাং।
ব্রজরাজ-সুত-প্রমোদিনীং
প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গ মঞ্জরীং॥
পশ্চিম কেশরে শোভে লবঙ্গ মঞ্জরী।
বিজুরী সমান কান্তি বস্ত্র তারাবলী॥
সেবা শ্রীলবঙ্গমালা মণীন্দ্র ভূষণা।
কৃষ্ণ সুখদাত্রী তাঁরে করিবে ভাবনা॥

শ্রীকস্তুরী মঞ্জরীর ধ্যান॥

বিশুদ্ধ-হেমাব্জ-কলেবরাভাং
কাচ-দ্যুতি চারু-মনোজ্ঞ-চেলাং।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তিং
ভজাম্যহং কস্তুরী-মঞ্জরীং তাং॥
বায়ুকোণে কেশরেতে কস্তুরী মঞ্জুরী।
কনক সমান কান্তি কাচাম্বরধারী॥
রাধাকৃষ্ণ পাশে থাকি চন্দন সেবা করে।
তাঁহারে সেবিয়ে সদা আনন্দের ভরে॥

এই সকল সখী ও মঞ্জরীগণের অনুগামিনী হইয়া নিজ গুণরূপা মঞ্জরীর আজ্ঞানুসারে নিত্য শ্রীরাধামাধবের যত্ন সহকারে সেবা করিবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। যথা—

"এতৎ পাদ্যমিত্যাদি শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"।

পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যে শ্রীরাধিকা ও ললিতাদি সখী বৃন্দের পূজা করিবে। এতৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদী সচন্দন তুলসী পত্রং শ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ; শ্রীললিতাদি সখীবৃন্দেভ্যো নমঃ। শ্রীরাধিকার প্রসাদী দ্রব্যে শ্রীরূপমঞ্জরী আদির ও শ্রীগুরুমঞ্জরী আদির পূজা করিবে।

এতৎ শ্রীরাধিকা প্রসাদী তুলসী পত্রং শ্রীরূপাদিমঞ্জর্য্যৈ নমঃ শ্রীগুরুমঞ্জর্য্যৈ নমঃ। শ্রীগুরুরূপা সখীর ও পুনরায় প্রসাদী দ্রব্যে পূজা করিবে। অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্র, গায়ত্রী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র, গায়ত্রী ও শ্রীবাস পণ্ডিতের মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি সংখ্যাপূর্ব্বক জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র ও গায়ত্রী এবং শ্রীরাধিকার মন্ত্র,গায়ত্রী অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবে। সখী ও মঞ্জরীবর্গের মন্ত্র ও গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্যে শুক, সুত, ব্যাস, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, হনুমান, বিভীষণ, অক্রূর, উদ্ধব, মার্কণ্ডেয়, যুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা, ধ্রুব,কৃপ, বলি ও সনকাদি সর্ব্ব বৈষ্ণববৃন্দকে পূজা করিয়া শ্রীতুলসী পূজা করিবে। প্রথমতঃ স্নান করাইবে। মন্ত্র যথা—

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীং॥
গোবিন্দবল্লভা দেবী ভক্ত চৈতন্যকারিণী।
স্নপন করিয়ে তুয়া বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী॥
তারপর শ্রীভগবৎ প্রসাদী দ্রব্যে তাঁহার পূজা করিবে।
এতৎ শ্রীভগবৎ প্রসাদী নির্ম্মাল্যং শ্রীতুলস্যৈ নমঃ।

পরে তুলসী প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ পুনরায় "বন্দেঽহং শ্রীগুরো শ্রীযুত পদকমলং" এই মন্ত্রে সংক্ষেপে সকলের প্রণাম করিয়া বিজ্ঞপ্তি ও পদ্যপঞ্চক পাঠ করিবে।

ইতি প্রাতঃকৃত্য।

অথ পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য॥

এই সময় স্তব প্রার্থনাদি পাঠ, নিয়মিত শ্রীহরিনাম ও শ্রীবিগ্রহের ভোগার্থে রন্ধনাদি করিবে।

ভোগ রন্ধনার্থ শ্রীরাধারাণীর নিকট প্রার্থনা।

আগচ্ছাগচ্ছ লক্ষ্মীশে! রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
কৃষ্ণার্থং ক্রিয়তাং পাকং সুস্বাদ্বন্নং চতুর্ব্বিধম্॥
ত্বয়া যৎ পচ্যতে দেবি! তদন্নং দেবদুর্লভম্।
মিষ্টং স্যাদমৃতস্পর্দ্ধি ভোক্তুরায়ুস্করং পরম্॥

এবং তৎকালোচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও রাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণ করিবে ইতি পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

অথ মধ্যাহ্ন কৃত্য॥

যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপো কুন্ত্যর্পিতে যাদৃশী।
যা গোবর্দ্ধন মুর্দ্ধনি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
ভরদ্বাজসমর্পিতে শবরিকাদত্তেহধরে যোষিতাং,
যা বা তে মুনিভাবিনী বিনিহিতেহন্নেহত্রাপিতার্পয়॥
ক্ষীরে শ্যামলায়ার্পিতে কমলয়া বিশ্রানিতেফাণিতে;
দত্তেলড্ডুনিভদ্রয়ামধু-রসে সোমাভয়ালম্ভিতে।
তুষ্টির্যা ভবতস্ততঃ শতগুণারাধানিদেশান্বয়া;
ন্যস্তেহস্মিন্ পুরতোহস্ত্বিহাপি ভগবন্ রস্যোপহারে রতিঃ॥

যে প্রীতি পাইলে কৃষ্ণ বিদুর অর্পণে।
কুন্তীর অর্পিতে অন্নকূটে গোবর্দ্ধনে॥
চিপিট ভক্ষণে আর যশোদার স্তনে।
ভরদ্বাজ সমর্পিতে, শবরিকাদানে॥
ব্রজযুবতীর শ্রীঅধরামৃত পানে।
মুনি ভাবনীর প্রেম সুধাসিক্ত অন্নে॥
তেমতি এ উপহার কর আস্বাদন।
এত ভাবি করিবেক নৈবেদ্য অর্পণ॥
শ্যামলার দত্ত ক্ষীর লড্ডু যে ভদ্রার।
কমলার প্রীতি-দত্ত বাতাসা সে আর॥
চন্দ্রাবলী-দত্ত মধুরসে যে তোমার।
জন্ময়ে হে শ্রীহরি আনন্দ অপার॥

তাহা হৈতে অতি প্রীতে করহ ভোজন।
তোমার অগ্রেতে ভোগ যে কৈনু অর্পণ॥
যেহেতু শ্রীরাধা-আজ্ঞায় করিয়াছি আমি।
অবশ্য ভোজনে সুখ পাইবে হে তুমি॥

তারপর ভোজনান্তে আচমন দিয়া তাম্বূল প্রদান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রসাদী নৈবেদ্য ও তাম্বূল শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে এবং পরে শ্রীরূপ গোস্বামী আদি ও শ্রীগুরুবর্গকে অর্পণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী নৈবেদ্য ও তাম্বূল শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণকে ও তৎপরে শ্রীরূপমঞ্জরী আদিকে অর্পণ করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ আরতি করিয়া শ্রীমূর্ত্তির শয়ন করাইবে। তারপর মধ্যাহ্ন কালোচিত লীলা স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ তুলসী পরিক্রমা দণ্ডবৎ ও শ্রীগুরু আদির দণ্ডবৎ করতঃ শ্রীব্রজরজ সেবন করিবে।

ব্রজরজ সেবন মন্ত্র, যথা —

আসামহো চরণ-রেণু-জুষামহং স্যাং;
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা;
ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥
দুস্ত্যজ স্বজন আর্য্যপথ পরিহরি।
যাঁরা ভজিলেন শ্রুতি মৃগ্য পদ হরি॥
তাঁদের চরণ ধূলি এই বৃন্দাবনে।
তৃণ গুল্ম হইয়া যেন পাই অনুক্ষণে॥

তারপর—

অকাল-মৃত্যু-হরণং-সর্ব্ব-ব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণু-পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥
অকাল মৃত্যুহারী সর্ব্বব্যাধি নাশকারী।
বিষ্ণু পাদোদক পান করি শিরে ধরি॥

এই বলিয়া শ্রীচরণামৃত পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে।

নৈবেদ্য-শেষং-তুলসী বিমিশ্রং, বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং॥

যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো মুরারেঃ;
প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুত-কোটী পুণ্যং ॥
ত্বয়োপভুক্ত-স্রক্-গন্ধ-বাসোঽলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥
তুলসী মিশ্রিত হরির নৈবেদ্য শেষ।
শ্রীচরণামৃত সিক্ত করিয়া বিশেষ ॥
মুরারি পুরতঃ যেবা করয়ে ভোজন।
যজ্ঞাযুত কোটী পুণ্য পায় সেইক্ষণ ॥
তোমা উপভুক্ত মালা চন্দন বসন।
অলঙ্কার দিয়া অঙ্গে করিয়া ভূষণ ॥
তোমার উচ্ছিষ্ট ভোজী মোরা দাস যত।
তোমার মায়াকে জয় করিব নিশ্চত ॥

এই বলিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে।

ইতি মধ্যাহ্ন কৃত্য।

অথ অপরাহ্ণ কৃত্য ॥

এই সময় সংখ্যা নিবদ্ধ শ্রীহরিনাম গ্রহন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র শ্রবন বা পাঠ করিবে ও অপরাহ্ন কালোচিত লীলা স্মরণ করিবে।

ইতি অপরাহ্ন কৃত্য।

অথ সায়াহ্ন কৃত্য ॥

এই সময় পূর্ব্ববৎ স্নান ও তিলকাদি করতঃ শ্রীমূর্ত্তি উত্থাপন করাইয়া আচমন দিবে। পরে ধূপ প্রদান করতঃ ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি ভোগ লাগাইবে। পূর্ব্ববৎ আচমন ও তাম্বূলাদি দিবে। পরে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে সায়াহ্ন কালোচিত লীলা স্মরণ করতঃ সন্ধ্যা আরতি করিবে। অনন্তর তুলসী পরিক্রমা দণ্ডবৎ এবং শ্রীগুরু আদির দণ্ডবৎ করতঃ সন্ধ্যা আরতি পদ কীর্ত্তন করিবে ।

ইতি সায়াহ্ন কৃত্য।

অথ প্রদোষ কৃত্য॥

এই সময় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে তৎকালোচিত লীলা স্মরণ করিবে। তারপর পূর্ব্ববৎ তিন প্রভুর ও শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ ও সুবাসিত জল ভোগ লাগাইবে ও আচমন দিয়া তাম্বূল দিবে। তিন প্রভুর প্রসাদী শ্রীগদাধর, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ, শ্রীগোস্বামীগণ ও গুরুবর্গকে অর্পণ করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী শ্রীরাধা, ললিতাদি সখিগণ, শ্রীরূপমঞ্জরী আদি এবং শ্রীগুরুমঞ্জরী আদিকে অর্পণ করিয়া আচমন দিবে।

তারপর শয়ন আরতি করিয়া শ্রীমূর্ত্তিশয়ন করাইবে। শয়ন মন্ত্র, যথা—

গোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্যতাং।
রাধয়া পুষ্পশয্যায়াং দাসীগণ নিষেবিতঃ॥
শ্রীরাধিকা সহিত কুসুমশয্যোপরি।
পরানন্দময় নিদ্রা ভজহ শ্রীহরি॥

তারপর শ্রীমন্দির দ্বার বন্ধ করতঃ বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তর শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায় ও ক্ষণদা পাঠ করিয়া বিহাগড়া কীর্ত্তনাদি করিবে।

ইতি প্রদোষ কৃত্য।

অথ নক্ত কৃত্য॥

এই সময় শ্রীহরিনাম করিতে করিতে নক্তকালোচিত লীলা স্মরণ করিবে। পরে লালসাময় পদ্য সকল পাঠ করিবে।

ইতি নক্ত কৃত্য।

ইতি শ্রীগোবর্দ্ধন নিবাসি সিদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সাধনামৃত চন্দ্রিকা অন্তর্গত নিত্যকৃত্য পদ্ধতি ও তদ্রচিত ভাষা পদ্ধতি ক্রম সমাপ্ত।

অষ্টকাল লীলা সূত্র ॥

● শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি ●

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ
শ্রীশ্রীঅদ্বৈত চন্দ্রায় নমঃ
শ্রীশ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নমঃ

জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ॥
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করু চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ।
পতিতানাংপাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥
জয় জয় গুরুদেব চরণ কমল।
যাঁহার স্মরণে নাশে বিঘ্ন অমঙ্গল॥

শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দ অষ্টকালীয় লীলা॥

সূত্ররূপে লিখিত হইল।
অত্র নিশান্ত লীলা॥

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু দুই প্রভুভক্তবৃন্দাদি সহিত শ্রীবাস পুষ্পোদ্যানে মণ্ডপে শয়ন করিয়াছেন। নিশান্তে মহাপ্রভু শ্রীরাধা ভাবে গর গর শব্দ করিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন সাধক দাস শয্যা হইতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করতঃ শ্রীগুরুদেবের সেবোচিত দ্রব্যাদি সজ্জিত করতঃ শ্রীগুরুদেবকে জাগাইয়া প্রণাম করতঃ মুখপ্রক্ষালন করাইলেন। এইরূপ ক্রম পূর্ব্বক গুরুবর্গের সেবা করিলেন। পরে মহাপ্রভুর সেবোচিত দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া মহাপ্রভুর শয়ন শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী শুকপক্ষীর দ্বারা মহাপ্রভুকে জাগাইলেন। তখন দুই প্রভু ভক্তবৃন্দাদি মহাপ্রভুর নিকট গমন করতঃ নিশান্ত লীলা গান করিতে করিতে নিজ নিজ ভাবে সিদ্ধ দেহে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীশ্রীধাম বৃন্দাবনে যোগপীঠ পশ্চিমে হেমাম্বুজ কুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও অষ্টদিকে অষ্টসখী ও মঞ্জরীবৃন্দ এবং বীরা' মেনকা মুরলাদ্যা ও বৃন্দা চারিদিকে শয়ন করিয়া আছেন। নিশান্ত পক্ষী গণের কল কল ধ্বনিতে সকলে জাগরিত হইলেন। সাধক দাসী গত্রোত্থান করতঃ মুখপ্রক্ষালন করিয়া শ্রীগুরুদেবীর মুখপ্রক্ষলনাদি সেবা করিলেন। এইরূপ গুরুমঞ্জরী বর্গের সেবা করতঃ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবোপযোগী দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া গুরুদেবীর বামে দণ্ডায়মান হইয়া রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীবৃন্দাদেবীর ইঙ্গিতে শারীশুক পক্ষীদ্বয় দোঁহাকে জাগাইলেন। তাঁহাদের দুই জনের বেশভূষা হইলে পর সখীবৃন্দ নিকটে যাইয়া দোঁহাকে নানা পরিহাস করতঃ আরত্রিক করিলেন। দোঁহার মুখ চন্দ্রমা দর্শনে সকলে আনন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভাব শান্ত হইলে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের আরতি পদ গান সমাপ্ত করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তিন প্রভুকে রত্নবেদীর উপর বসাইয়া মুখপ্রক্ষালন করাইলেন। সাধক দাস আরত্রিক স্বরূপ গোস্বামীকে দিলেন। তিনি আরত্রিক করিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের যমুনা দর্শন পদগান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ যমুনা শোভা দর্শনে গমন করিলে সখীমঞ্জর্য্যাদি সেবার দ্রব্যাদি লইলেন। সাধক দাসী তাম্বূল সম্পূট লইয়া গুরুদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তাঁহারা যমুনা শোভা দর্শন করিয়া গৃহে গমন করতঃ শয়ন করিলেন। সাধক দাসী শ্রীমতী রাধার চরণ ধৌত করতঃ পাদ সম্বাহন করিয়া শ্রীগুরুদেবীর চরণতলে শয়ন করিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভাবশান্তে স্বরূপ গোস্বামী পুনঃ কক্‌খটি উক্তি জটিলাগত পদ গান করিলে অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় গৃহে গমন করতঃ সকলকে বিদায় দিয়া চৌকিতে বসিলেন। সাধক দাস চরণ ধৌত করিয়া দিলে তিনি শয়ন করিলেন। সাধক দাস চরণ সম্বাহন করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণ সেবনানন্তর তাঁহার চরণতলে শয়ন করিলেন।

প্রাতঃলীলা সূত্র ॥

দাসীগণালয়	বস্ত্রভাণ্ডার	উত্তরদ্বার	তিনপ্রভুর দন্তধাবন-স্নানালয়	ঈশানদাস আলয়	কূপচত্বর ○ পুষ্পোদ্যান
লক্ষ্মীপ্রিয়ার শয়নালয়	লক্ষ্মীপ্রিয়ার বৈঠক		তিনপ্রভুর শিঙ্গারালয়	শচীমাতার শয়ন-আলয়	জগন্নাথ-মিশ্রের শয়নালয়
পশ্চিমদ্বার।	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গভবন-		-ত চত্বর।		পূর্বসিংহদ্বার
কূপ, তড়াগ, বেদি মণ্ডপ, পুষ্পোদ্যান, যুক্ত চত্বর।	শচীমাতা, সীতা ও মালিনী আদির ভোজনালয়।		মহাপ্রভুর শয়নালয়	যোগপীঠ পুষ্পোদ্যান	খলিচত্বর
বিষ্ণুপ্রিয়ার-শয়নালয়।	লক্ষ্মীবিষ্ণুপ্রিয়ার ভোজনালয়		মহাপ্রভুর ভোজনালয়	গৃহে বন্ধু বৈঠক	অভ্যাগত আলয়
দাসীগণালয়	বিষ্ণুপ্রিয়ার বৈঠক		শ্রীনারায়ণ মন্দির	নৃত্যাঙ্গন	দাসগণালয়
বস্ত্র-ভাণ্ডার	রন্ধনালয়	দক্ষিণ দ্বার	নারায়ণের ভাণ্ডার	চন্দ্রশালা	কূপচত্বর ○ পুষ্পোদ্যান

শ্রীধাম নবদ্বীপে সাধক দাস শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ প্রাতঃকৃত্য স্নান বেশভূষা করিয়া তুলসীতে জলসেচন ও প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবার দ্রব্যাদি সজ্জিত করতঃ শ্রীগুরুদেবের পাদ সম্বাহন দ্বারা তাঁহাকে জাগাইয়া প্রণাম করেন। গুরুদেব প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া গুরুবর্গের সহিত মহাপ্রভুর শয়ন শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময় শচীমাতা মহাপ্রভুকে জাগাইয়া গৃহে গমন করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী ব্রজে সখীগণের পুর শোভা দর্শন শ্রীরাধার নিকট আগমন মুখরার সূর্য্যপূজোপদেশ শ্যামাসখীর সহিত রসোদ্গার ও মধুরাঙ্গী উক্তি কৃষ্ণের শয্যোত্থান গোদোহন লীলাপদ গান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীশ্রীব্রজধামে যাবটে সাধক দাসী গুরুদেবাদি প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া পুর শোভা দর্শন করতঃ শ্রীরাধিকার প্রত্যঃকৃত্য দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া

তাঁহার শয়ন শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। সাধক দাসী শ্রীগুরুদেবীর ইঙ্গিতে শ্রীরাধার পাদ সম্বাহনে জাগাইলে তিনি সখীদিগের সহিত রসালাপ করিতেছেন এমন সময় শ্রীমুখরাজী আসিয়া সূর্য্যপূজার উপদেশ দিয়া গমন করিলে পর শ্রীরাধা শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালন করতঃ চৌকিতে বসিয়া শ্যামা সখীর সহিত রসোদ্গার আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে মধুরাঙ্গী সখী পৌর্ণমাসীর নন্দীশ্বরে গমন, শ্রীকৃষ্ণের উত্থাপন, মুখপ্রক্ষালন, বলরামের আগমন, দোঁহার আরতি, মাখন মিশ্রি ভোজন, সখাদের মিলন ও মধুমঙ্গলের সহিত নানাপরিহাস করিতে করিতে গো দোহনে গমন শ্রবণ করাইলেন। তচ্ছ্রবণে গোদোহন শোভা দর্শনানন্তর শ্যামাসখী নিজগৃহে গমন করিলেন। শ্রীরাধা প্রাতঃকৃত্য করতঃ চিড়িয়াখানায় পক্ষীদিগের যুদ্ধ কৌশল দেখিতে লাগিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু প্রাতঃকৃত্য স্নান ইত্যাদি করিয়া শৃঙ্গার বেদীতে

ভাবাবিষ্ট হইলেন। স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধিকার স্নান, শৃঙ্গার, আরতি ও হিরণ্যাঙ্গীর উক্তি; শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ, গৃহে আগমন, স্নান, শৃঙ্গার, নারায়ণের আরতি দর্শন, জল ধারণ ও শ্রীরাধার জলধারণ পদ গাহিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

পরে শ্রীরাধা স্নান করতঃ রন্ধন করিয়া বেশ ভূষা করিলে ললিতাজী আরতি করিলেন। তদনন্তর হিরণ্যাঙ্গী রামকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহে আগমন স্নান শৃঙ্গার নারায়ণের আরতি দর্শন জলধারণ শ্রবণ করাইলেন। শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত জলধারণ করিয়া বৈঠকে বসিলে সাধক দাসী ব্যাজনাদি সেবানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু ভাবশান্তে তুলসীতে জলসেচনাদি করতঃ নারায়ণের আরতি দর্শন করিয়া জলধারণানন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইলেন। (আমি শ্রীরাধা নন্দীশ্বরে যাইয়া রন্ধন করিতেছি) সাধক দাস ব্যজন করিতে করিতে সিদ্ধদেহে আবিষ্ট হইলেন।

অন্ন-ভাণ্ডার

ঘৃত-ভাণ্ডার

দধি-ভাণ্ডার

দুগ্ধ-ভাণ্ডার

এমন সময় নন্দীশ্বর হইতে কুন্দলতা যাবটে আসিয়া জটিলার আদেশ গ্রহণ করতঃ শ্রীরাধাকে লইয়া যাইতে যাইতে নানারসালাপ করিতে করিতে পাবন সরোবর শোভাদর্শন করতঃ কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইলেন। এমন সময় ধনিষ্ঠা পুর শোভা দর্শন করাইলেন। পরে শ্রীরাধা শ্রীমতী যশোদা মাতার আদেশে রন্ধন কার্য্য সম্পাদন করাতে মধুমঙ্গল নারায়ণের ভোগ আরতি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রামকৃষ্ণ সখাবৃন্দের সহিত আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবশান্তে শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীনারায়ণের ভোগ আরতি করিতেছেন। তদ্দর্শনে সকলে রামকৃষ্ণের ভোজন লীলায় ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীমন্নারায়ণের আরতি অন্তে রামকৃষ্ণ সখাবৃন্দের সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন। তদ্দর্শনে রাই সখীবৃন্দ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাশান্তে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া দুই প্রভু ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীরাধার ভোজনাবেশে ভোজন করিতে বসিলেন। গোস্বামীপাদগণ ও গুরুবর্গ তদ্দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইলেন সাধকদাস ব্যজন ডোরী টানিতে টানিতে সিদ্ধদেহে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শয়ন শোভা দর্শনানন্তর রাই সখীবৃন্দের সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন। সাধকদাসী শ্রীরাধার চরণ সেবানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবশান্তে ভোজনানন্তর শয়ন করিলেন। সাধকদাস শ্রীচরণ সেবানন্দে মগ্ন হইলেন। তৎপর শ্রীমন্মহাপ্রভু শয্যা হইতে উঠিয়া যোগপীঠ বেদীর উপর বসিলে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী নন্দীশ্বর পশ্চিমে রাধাকৃষ্ণের বন শোভা দর্শন ও মিলন পদগান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত বন শোভা দর্শন করিতে করিতে মদন কুহলীকুঞ্জে বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মিলেন দোঁহার মিলন দর্শনে সখীবৃন্দ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে ভক্তবৃন্দ সহিত যোগপীঠে দাঁড়াইলেন। সাধকদাস পূজা করিয়া নিজ সিদ্ধদেহে নিমগ্ন হইলেন।

পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যোগপীঠে দাঁড়াইলেন। সাধকদাসী পূজা করিলেন। পরে সকলে নিজ নিজ গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। সাধকদাসী শ্রীরাধার চরণ সেবা করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রাতঃলীলা সূত্র।

অথ পূর্ব্বাহ্ন লীলাসূত্র॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যোগপীঠ হইতে নামিয়া রত্ন বেদীর উপর বসিলে স্বরূপ গোস্বামী রামকৃষ্ণে নটবর বেশ, গোষ্ঠেগমন, গোষ্ঠশোভা দর্শন পদগান করাতে সকলে ভাবে নিমগ্ন হইলেন।

নন্দীশ্বরে শ্রীযশোদা মাতা শ্রীরাধার বেশভূষা করণানন্তর রামকৃষ্ণের নটবর বেশ করেন। পরে রামকৃষ্ণ সখাবৃন্দ সহ গোষ্ঠশোভা দর্শন করিতে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবশান্তে শ্রীবাস পণ্ডিত সকলকে মাল্য চন্দনাদি পরাইয়া তাম্বূল দিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী রামকৃষ্ণের বৃন্দাবনে গোচারণে গমন ও শ্রীরাধার যাবটে গমন পদগান করিলেন। তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভু ভাবাবেশে পূর্ব্বদিকের সিংহদ্বার হইয়া গঙ্গার তটে বেদীর উপর বসিলেন। পুনঃ স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার প্রতি মাদনিকা উক্তি ও তুলসীকে

গোবর্দ্ধনে সঙ্কেত জানিতে প্রেরণ এই সকল পদগান করিতে লাগিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রামকৃষ্ণ মা যশোদার নিকট বিদায় লইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। শ্রীরাধিকা কুন্দলতার সহিত যাবটে গমন করতঃ বিশ্রাম করিলে বৃন্দাদেবীর প্রেরিত মাদনিকা সখী আসিয়া রামকৃষ্ণের বন শোভা দর্শন সখাগণের সহিত খেলা, শৃঙ্গার বটে কৃষ্ণের রাজবেশ বংশীবটে বংশীবাদন পরে গোবর্দ্ধনে গমন শ্রবণ করাইলেন।

তচ্ছ্রবণে তুলসীকে সঙ্কেত জানিতে প্রেরণ, সূর্য্য পূজার জন্য মিষ্টান্নাদি রন্ধন ও অভিসারোচিত বেশভূষাদি হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। সখীবৃন্দ শ্রীমতীর রূপমাধুরী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবশান্তে শ্রীবাস পণ্ডিত মাল্যচন্দন ও তাম্বূল দিলেন। স্বরূপ গোস্বামী শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা ও তুলসী ধনিষ্ঠার উক্তি গান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

এমন সময় তুলসী গোবৰ্দ্ধন হইতে আসিয়া শ্রীরাধার নিকট কুসুম সরোবর শোভা বর্ণন, কৃষ্ণের সহিত শৈব্যার চন্দ্রাবলী মিলনের উপদেশ পরে বৃন্দা কথিত কৃষ্ণের গোবৰ্দ্ধন শোভা দর্শন, সখাগণের সহিত মানস গঙ্গায় জলক্রীড়া, বেশ ভূষা, ও ধনিষ্ঠা আনীত মিষ্টান্নাদি ভোজনাদি লীলা কহিলেন। এমন সময় ধনিষ্ঠা আসিয়া গোবৰ্দ্ধনের সহিত উপমা দিয়া কৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণন করণানন্তর কুশল সংবাদ কহিয়া শ্রীরাধা ও সখীবৃন্দকে আনন্দিত করিলেন।

ইতি পূৰ্ব্বাহ্ন লীলাসুত্র।

অথ মধ্যাহ্ন লীলা সূত্র।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব শান্তে স্বরূপ গোস্বামী ধনিষ্ঠা উক্তি গান সমাপণানন্তর শ্রীরাধিকার অভিসার পদগান করিলে তিনি ভাবাবেশে মস্তকে ঘোমটা দিয়া মাধবী মণ্ডপে যাইয়া বসিলেন। পরে রাধাকৃষ্ণের মিলন পুষ্প চয়নাদি পদ গান করিলেন। গান শ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

যাবটে শ্রীরাধা সখীবৃন্দের সহিত সূর্য্যপূজায় গমন, কৃষ্ণের সহিত মিলন, পুষ্প চয়ন, কলহ, পঞ্চদেব, নবগ্রহ, দশদিকপাল পূজন বংশী হরণ, রতি ক্রীড়া, রাধাঙ্গ বর্ণন বংশী প্রাপ্তে যোগপীঠে মিলনাদি শোভা দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু ভাবশান্তে মাধবী মণ্ডপের অগ্রে যোগপীঠে দাঁড়াইলেন। সাধকদাস পূজা করতঃ রূপমাধুরী দর্শনে আনন্দিত হইলেন।
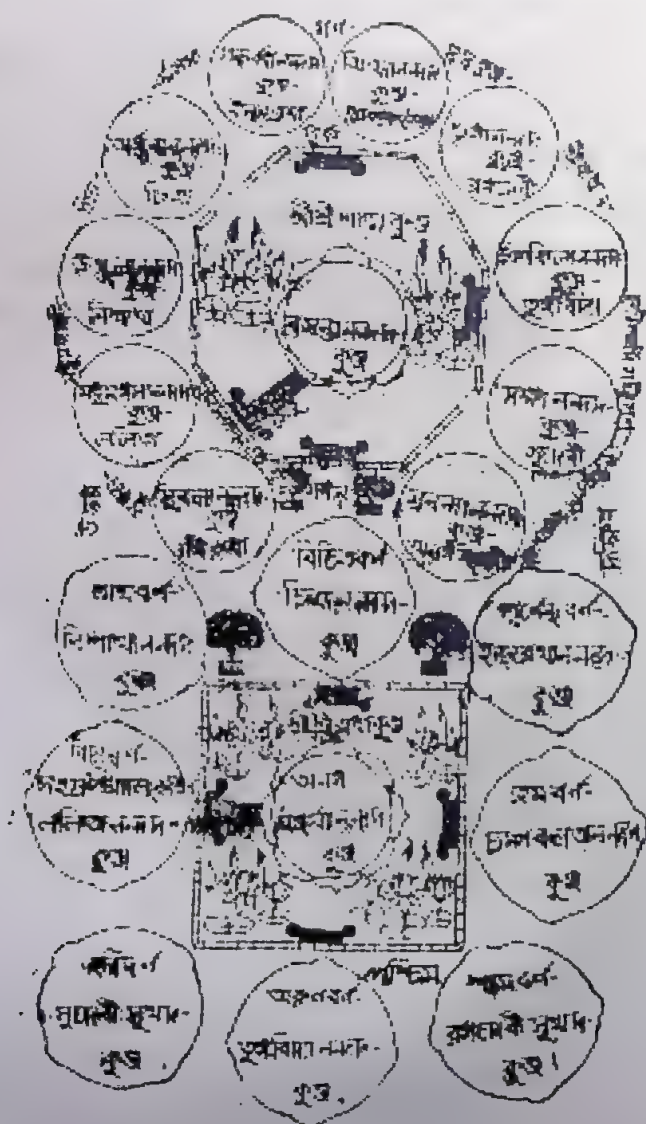
রাধাকুণ্ডে মদন সুখদা কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দাদি সহ যোগ পীঠে দাঁড়াইলে সাধকদাসী পুজা করিয়া রূপমাধুরী দর্শনে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত যোগপীঠ হইতে নামিয়া ষড়ঋতু বনশোভা দর্শন করতঃ রত্ন বেদীতে বিশ্রাম করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত তিন প্রভু ও ভক্তবৃন্দকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের ষড়ঋতু বন ভ্রমণ পদগান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ যোগপীঠ হইতে নামিয়া ললিতা বিশাখা কুঞ্জের অগ্রভাগে ষড়ঋতু বন "বসন্ত ঋতুবনে আম্রে মাধবীলতা কোকিল পক্ষী, ।১। গ্রীষ্মঋতু বনে শিরীষ বৃক্ষে নবমল্লিকা লতা ধর্ম্মাট পক্ষী, । ২। বর্ষাঋতু বনে কদম্ব বৃক্ষে যুঁইলতা ময়ূর পক্ষী। ৩। শরৎ ঋতুবনে দ্রাক্ষাবৃক্ষে মালতীলতা শারীশুক পক্ষী।৪। হেমন্ত ঋতু বনে তমালবৃক্ষে কামিনীলতা তিত্তির টিট্টিভ পক্ষী।৫। শিশির ঋতুবনে সন্তান বৃক্ষে কুন্দলতা ভরদ্বাজপক্ষী। ৬। ও অষ্টমণি বিশিষ্ট কল্পতরু শোভা দর্শন করিয়া ষড়ঋতু বিশিষ্ট রত্নমণ্ডপে বিশ্রাম করেন। বৃন্দাদেবী মাল্যচন্দনে দোঁহার অঙ্গ বিভূষিত করিয়া আরতি করিতে করিতে শোভা দর্শনে বিমুগ্ধ করিলেন।

শ্রীমন্মাপ্রভু ভাবশান্তে পূর্ব্বদিকে গঙ্গাপথের দক্ষিণ ভাগে বসন্ত ঋতু বন ভ্রমণ করতঃ মাধবী মণ্ডপে বিশ্রাম করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত মাল্য চন্দনে অঙ্গ বিভূষিত করিয়া তাম্বুল দিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের বসন্ত ঋতু বন ভ্রমণ ও হোরী লীলা পদগান করাতে সকলে নিজ নিজ ভাবে আবিষ্ট হইলেন।

পরে রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দের সহিত সুবল মধুমঙ্গল কুঞ্জের উত্তর ভাগে অর্থাৎ শ্যামকুণ্ডের উত্তরে বসন্ত ঋতু ও তদ্দক্ষিণে বিশাখাকুণ্ড দর্শন করতঃ হোলী খেলিয়া বেশ ভূষাদি পরিবর্ত্তন করতঃ বিশ্রাম করিয়া রত্নবেদীর উপর বসিলেন। বৃন্দাজী মাল্যচন্দন তাম্বূল অর্পণ করতঃ আরতি করিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবশান্তে স্বরূপ গোস্বামী হোরী লীলা পদ গান সমাপ্ত করতঃ হোরী খেলিয়া বেশভূষাদি করিয়া দক্ষিণ দিকে গঙ্গাপথের বাম ভাগে (মহাপ্রভুর গৃহের অগ্নি কোণে) গ্রীষ্মঋতু বন ভ্রমণ করতঃ ফুল বাংলায় বিশ্রাম করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী রাধা কৃষ্ণের গ্রীষ্মঋতু বন

ভ্রমণ ও ফুলবাংলার শোভা পদগান করিলে সকলে নিজ নিজ ভাবে মগ্ন হইলেন।

পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত উজ্জ্বল ও অর্জ্জুন সখার কুঞ্জের উত্তর ঈশান পূর্ব্বে পশ্চাৎভাগে অর্থাৎ শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে গ্রীষ্মঋতু বন শোভা দর্শন করিয়া ফুলবাংলায় যাইয়া বিশ্রাম করিলে বৃন্দাদেবী ঋতুযোগ্য সেবা করিলে সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু গ্রীষ্মঋতুবনের পশ্চিমে দক্ষিণ গঙ্গাপথের বামভাগে বর্ষা ঋতু দর্শন করতঃ ঝোল্‌নায় গদাধরকে বামে লইয়া ঝুলিতে লাগিলেন। তদ্দর্শণে স্বরূপ গোস্বামী রাধা কৃষ্ণের ঝোলা পদগান করায় সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গন্ধর্ব্ব ও বিদগ্ধ সখার কুঞ্জের পূর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বে বর্ষা ঋতুর বনশোভা দর্শন করিয়া ঝুলিতে লাগিলেন পরে যুঁইমণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করিলে শ্রীবৃন্দাদেবী ঋতুযোগ্য সেবা করায় সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঝোলনা হইতে অবতরণ করিয়া যুঁইমণ্ডপে বিশ্রাম করতঃ পুরের দক্ষিণ দিকে গঙ্গারপথের দক্ষিণ ভাগে শরৎ ঋতুবন শোভা দর্শন করতঃ মালতী মণ্ডপে বিশ্রাম করিলে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের শারিশুকের কলহ শ্রবণ পদগান করায় সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দাদি কোকিল ও ভৃঙ্গ সখার কুঞ্জের পূর্ব্বাগ্নি ভাগে অর্থাৎ শ্যাম কুণ্ডের অগ্নিকোণে ও দক্ষিণ ভাগে শরৎ ঋতু বনশোভা দর্শন করিতে করিতে শারীশুকের কলহ শ্রবণ করতঃ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে ভক্তবৃন্দ সহিত পুরের নৈঋর্তকোণে অর্থাৎ পশ্চিম গঙ্গাঘাটের বামভাগে হেমন্ত ঋতুর বনশোভা দর্শন করতঃ কামিনী মণ্ডপে বসিলে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের হেমন্ত ঋতুবন শোভা দর্শন পদগান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত দক্ষ ও সানন্দ সখার কুঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাগ্র ভাগে অর্থাৎ শ্যাম কুণ্ডের দক্ষিণে হেমন্ত ঋতুর বন শোভা দর্শন করিয়া কামিনী মণ্ডপে যাইয়া বসিলে বৃন্দাজী ঋতু যোগ্য সেবা করতঃ সকলকে আনন্দিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত পশ্চিমে গঙ্গাঘাটের দক্ষিণ ভাগে শিশির ঋতুর বন শোভা দর্শন করতঃ কুন্দমণ্ডপে যাইয়া বিশ্রাম করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণ সখীগণের গুণ বর্ণন পদগান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

পরে রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দাদি বসন্ত সখার ও ইন্দুলেখার কুঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাগ্র ভাগে অর্থাৎ শ্যামকুণ্ডের নৈর্ঋত কোণে শিশির ঋতুর বনশোভা দর্শন করিয়া কুন্দমণ্ডপে বিশ্রাম করতঃ সখীগণের গুণ বর্ণন করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাব শান্তে পুরের উত্তর গঙ্গাপথের বামে অর্থাৎ বায়ু কোণে শরৎ হেমন্ত যুগ্ম ঋতুর বন শোভা দর্শন করিয়া তদুপযুক্ত মণ্ডপে আসিয়া বসিলে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈচিত্র লীলা পদগান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত রাধাকুণ্ডের নৈর্ঋত কোণে শরৎ হেমন্ত যুগ্ম ঋতুর বনশোভা দর্শন করতঃ ঋতুযোগ্য মণ্ডপে বসিলে তখন রাধার প্রেমবৈচিত্র্য ভাব হয়। ভাবশান্তে বৃন্দাদেবী দোঁহাকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করতঃ আনন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে পুরোত্তর ভাগে গঙ্গাপথের বামভাগে শীত বসন্ত যুগ্মঋতুর বনশোভা দর্শন করতঃ ঋতুযোগ্য মণ্ডপে আসিয়া বসিলে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার নির্হেতু মান পদগান করিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

পরে রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত তুঙ্গবিদ্যা সখীর কুঞ্জের পশ্চিম উত্তর ভাগে শীত বসন্ত যুগ্মঋতুর বনে গমন করতঃ শ্রীরাধার নির্হেতু মান হয়। পরে দুইজনে মণ্ডপে আসিয়া বসিলে শ্রীবৃন্দাজী ঋতু সেবায় আনন্দিত করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে পুরোত্তর দিকে গঙ্গাপথের দক্ষিণভাগে গ্রীষ্মবর্ষা ঋতুর বনশোভা দর্শনানন্তর স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের মধু পান, রতিক্রীড়া, পদগান করাতে তত্তৎভাবে সিদ্ধদেহে সকলে বিভোর হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত সুদেবী কুঞ্জের পশ্চিমোত্তর ভাগে অর্থাৎ রাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে গ্রীষ্ম বর্ষা যুগ্মঋতুর বনে লুকলুকানি খেলা করতঃ মধুপান করিয়া রতিক্রীড়া রাধাকুণ্ডের শোভা দর্শনে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে ভক্তবৃন্দ সহিত গঙ্গাতে নামিয়া জল ক্রীড়া করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন। গোস্বামী বর্গ ও গুরু বর্গ সাধকদাস গঙ্গাতীরে থাকিয়া জলক্রীড়া দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দসহিত রাধাকুণ্ডে শোভাদর্শন করিয়া জলকেলি করতঃ বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে জলকেলি করতঃ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া শ্রীবাস পুষ্পোদ্যানে বেদীর উপর উপবেশন করিয়া আনন্দিত হইলেন পরে স্বরূপ গোস্বামী কৃষ্ণের ভোজন লীলা গান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরে ললিতানন্দন কুঞ্জের দক্ষিণে অরুণাম্বুজ শ্রীরাধা সখীগণ সহিত কৃষ্ণকে নানাবিধ ফল মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। পরে ভোজনান্তে শ্রীকৃষ্ণকে হেমাম্বুজ কুঞ্জে রত্নপালঙ্কের উপর বসাইয়া রাই সখীবৃন্দ সহিত নানা হাস্য কৌতুকে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে ভোজন করিতে বসিয়া শ্রীরাধার ভোজন ভাবাবেশে নিমগ্ন হইলেন। গোস্বামী বর্গ, গুরুবর্গ, সাধক দাস ভোজন লীলা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডে বৃন্দাদেবী রাইসখীবৃন্দকে ভোজন করাইলেন। পরে মঞ্জরী বর্গ, গুরুদেব্যাদি ভোজন করিয়া দোঁহার রূপ মাধুরী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে ভক্তবৃন্দ সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করেন। পরে গোস্বামী বর্গ গুরুবর্গ সাধক দাস ভোজন করতঃ মহাপ্রভুর রূপ মাধুরী দর্শনে আনন্দিত হইলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শয্যা হইতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করতঃ শারিশুক মুখে কৃষ্ণরূপ বর্ণন শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থান করতঃ শারিশুক মুখে কৃষ্ণ রূপ গুণ শ্রবণে আনন্দিত হইলেন।

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের সহিত পাশা খেলিতে খেলিতে ব্রজলীলায় আবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ পাশা খেলানন্তর সূর্য্যপূজা করতঃ গৃহে গমন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের পাশা খেলা

সূর্য্যপূজা, গৃহে গমন, পদগান সমাপ্ত করেন। পরে যথা যোগ্য সকলে পরস্পর সম্মানত হইলেন।

ইতি মধ্যাহ্ন লীলাসূত্র ।

অথ অপরাহ্ন লীলাসূত্র ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু অপরাহ্নে কৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠ স্মরণে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন। শচীমাতা সকলকে স্নান করিতে আজ্ঞা করিলে সকলে স্নান করতঃ বেশভূষায় ভূষিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিত নারায়ণকে শীতল ভোগ লাগাইতে গমন করিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার স্নান শৃঙ্গার পদগান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত চন্দ্রকলা সখীমুখে কৃষ্ণের উত্তর গোষ্ঠ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করতঃ স্নান করিয়া বেশভূষায় ভূষিত হইলেন। তখন হিরণ্যাঙ্গী সখী আসিয়া সূর্য্যপূজার পর হইতে শ্রীকৃষ্ণের সখাদের সহিত মিলন লীলা শ্রবণ করাইলেন। তচ্ছ্রবণান্তে কুন্দলতাকে গৃহে পাঠাইয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে চন্দ্রশালায় গমন করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী শ্রীরাধার উত্তর গোষ্ঠ শোভা দর্শন পদগান করাতে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত চন্দ্রশালায় যাইয়া উত্তর গোষ্ঠা শোভা দর্শনে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে চন্দ্রশালা হইতে নামিয়া শ্রীমন্নারায়ণের আরতি দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী ধনিষ্ঠা উক্তি মা যশোদার রামকৃষ্ণকে আরতি, নির্ম্মঞ্ছন, স্নান, শৃঙ্গার ও বৃন্দাবন হইতে মালতি সখীর আগমন ও তুলসীর হস্তে মিষ্টান্ন ও ধনিষ্ঠার হস্তে সঙ্কেত মাল্য প্রেরণ পরে নন্দীশ্বর হইতে গুণমালা সখীর উক্তি রামকৃষ্ণের বেশভূষা শ্রীমন্নারায়ণের আরতি দর্শন ও জলধারণ পদ গান করেন। তচ্ছ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা চন্দ্রশালা হইতে নামিয়া ধনিষ্ঠার উক্তি মা যশোদার রামকৃষ্ণকে আরতি নির্ম্মঞ্ছন ও দাসগণকে স্নান শৃঙ্গারে নিযুক্ত করেন শ্রবণ করেন।

পরে মালতী দেবী সঙ্কেত মাল্য লইয়া আগমন করেন। তুলসীর হস্তে মিষ্টান্ন ও ধনিষ্ঠার হস্তে সঙ্কেতমাল্য প্রেরণ করেন। গুণমালা সখী আসিয়া রামকৃষ্ণের স্নান বেশভূষা করন শ্রীমন্নারায়ণের উত্থান, শীতল ভোগ, আরতি দর্শন; জলধারণ ও বিশ্রাম ইত্যাদি শ্রবণ করতঃ আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে দুই-প্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত শ্রীরাধার ভোজনে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত ভোজন আচমন করিয়া বৈঠকে বসিলেন। সাধকদাসী তাম্বূল ব্যজনে সেবানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে ভোজন আচমন করিয়া বৈঠকে বসিলেন। দাসগণ তাম্বুল সেবানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

ইতি অপরাহ্ন লীলা সূত্র।

অথ সায়াহ্ন লীলাসূত্র॥

শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভু সায়াহ্নকাল দেখিয়া নারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণে বসিলেন। দাসগণ সময়যোগ্য সেবা করিলেন। দুইপ্রভু নিজ নিজ গৃহে শ্রীমূর্ত্তি সেবায় পূজারিকে নিযুক্ত করিয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। দাসগণ ঝাড়, ফানস, লণ্ঠন প্রদীপ জ্বালিলেন পরে মহাপ্রভু চন্দ্রশালায় যাইয়া বসিলেন। স্বরূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন লীলা পদগান করেন। তচ্ছ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত চন্দ্রশালায় যাইয়া বসিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ নন্দীশ্বর হইতে গোদোহন করিতে গোষ্ঠে আসিলেন। পরে শ্রীমতি গোদোহন শোভা দর্শন করিয়া বৈঠকে আসিয়া বসিলেন। দাসীগণ ঝাড়ু বাহার করিয়া প্রদীপাদি জ্বালিলেন। পরে ললিতাজী রাই অঙ্গে আরতি করেন ও লবঙ্গমঞ্জরী দাসীগণকে বাদ্যাদি শিক্ষা করান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে শ্রীনারায়ণের আরতি দর্শন করিয়া বৈঠকে যাইয়া বসিলেন। স্বরূপ গোস্বামী জটিলা কর্ত্তৃক শ্রীমতির ভোজনাদেশ, নন্দীশ্বর হইতে তুলসী কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের নারায়ণের আরতি দর্শন, ভোজন, রাজসভায় গমন, দুগ্ধপান, শয়ন সংবাদ ক্রম পূর্ব্বক গান করেন। গান শ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

যাবটে শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত বৈঠকে বসিয়া আছেন। এমন সময় জটিলা প্রেরিত কুটিলা আসিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। পরে নন্দীশ্বর হইতে তুলসী কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণের নারায়ণের আরতি দর্শন, ভোজন,রাজসভা বর্ণন, দুগ্ধপান ও শয়ন এইসকল সংবাদ শুনিয়া শ্রীরাধিকা সখীবৃন্দ সহিত আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে শ্রীনারায়ণের আরতি দর্শন করিয়া শ্রীরাধার ভোজনে আবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধিকা সখীবৃন্দ সহিত ভোজন করিয়া শয়ন করেন। সাধকদাসী পদ সম্বাহন করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই প্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত ভাবশান্তে ভোজন করিয়া শয়ন করেন। গোস্বামী বর্গ গুরুবর্গ সাধক দাসাদি ভোজন করিয়া মহাপ্রভুর শয়ন শোভা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

ইতি সায়াহ্ন লীলাসূত্র।

অথ প্রদোষ লীলাসূত্র ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু শয্যা হইতে উঠিয়া শ্রীরাধা ভাবে শ্রীবাসপণ্ডিতের মণ্ডপে আসিয়া বসিলেন। পরে দুই প্রভু ও ভক্তবৃন্দদি আসিয়া মিলেন। স্বরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের অভিসার মিলন পদগান করেন। গান শ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধিকা শয্যা হইতে উঠিয়া চন্দ্রশালায় বসিয়া আছেন। এমন সময় ইন্দ্রপ্রভা সখী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিসার কহিলেন। তচ্ছ্রবণে তিনি অভিসারোচিত বেশ ভূষা করিতেছেন এমন সময় বৃন্দাবন হইতে মালতী সখী আসিয়া কৃষ্ণের বৃন্দাবনে গমন কহিলেন। পরে সখীবৃন্দ সহিত বৃন্দাবনে অভিসার করতঃ কৃষ্ণের সহিত মিলন হওয়ায় রতিক্রীড়া করিয়া বেশভূষা করিয়া রত্নপালঙ্কে বসিলেন। সে শোভা দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে শ্রীবাস পণ্ডিত তিন প্রভু ভক্তবৃন্দকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। সে শোভা দর্শনে সকলে আনন্দিত হইলেন।

ইতি প্রদোষ লীলাসূত্র।

অথ নক্ত লীলাসূত্র ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবাবেশে গদাধরের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া যোগপীঠে দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীবাস পণ্ডিত সকলের অঙ্গ মাল্য চন্দনে ভূষিত করঃ বদনে তাম্বূল দিলেন। স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের যোগপীঠে মিলন ও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি পদগান করিলেন। তচ্ছ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত যোগপীঠে দাঁড়াইলেন। বৃন্দাজী মাল্য চন্দন দিলেন। পরে কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ষড়ঋতু বন ভ্রমণ পুষ্প চয়ন বন্যবেশ রাস নৃত্য গান বাদ্য হোলী মধুপান রতিক্রীড়া জলকেলি শৃঙ্গার বন্য ভোজনাদি লীলা কহিলেন। এতৎ শ্রবণে সকলে আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে বন ভ্রমণ করিয়া গঙ্গাতটে রত্নবেদীর উপর বিশ্রাম করিলেন। স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের যোগপীঠ দর্শন বন ভ্রমণ পুষ্প চয়ন বন্য বেশ লীলাদি গান করিলেন। গান শ্রবণে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধা সখীবৃন্দ সহিত যোগপীঠ দর্শন বন ভ্রমণ পুষ্প চয়ন করিতে করিতে রত্নবেদীর উপর বসিলেন। বৃন্দাজী রাধাকৃষ্ণকে বন্য ভূষণে ভূষিত করিয়া আরতি করিতে রূপ মাধুরী দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে বন্য ভূষণে ভূষিত করতঃ তাম্বূল দিয়া আরতি করিলেন। পরে স্বরূপ গোস্বামী রাসলীলা গান করাতে নৃত্যবাদ্য করিতে করিতে ভাবাবেশে সকলে আবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ ও সখীবৃন্দাদি রাসলীলা গান বাদ্য ও নৃত্য করতঃ মধুপান করিয়া রতিক্রীড়া করতঃ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের মধুপান রতিক্রীড়া বেশ ভূষা গান সমাপণ করতঃ গঙ্গার শোভা দর্শন হইলে পুনরায় স্বরূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের জলকেলি স্নান বেশভূষা পদ গান করিলে সকলে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীবৃন্দ সহিত জলে নামিয়া জলকেলি করতঃ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবশান্তে জলকেলি করতঃ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ভোজন করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন।

রাধাকৃষ্ণ ও সখীবৃন্দ ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন।

মঞ্জরীবর্গ গুরুবর্গ সাধক দাসী ভোজন করিয়া রাধাকৃষ্ণ রূপ মাধুরী দর্শনে আনন্দিত হইয়া শয়ন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহিত ভাব শান্তে ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন। গোস্বামীবর্গ গুরুবর্গ সাধকদাস ভোজন করিয়া গবাক্ষদ্বারে মহা প্রভুর রূপ মাধুরী দর্শন করিয়া শয়ন করিলেন।

ইতি অষ্টকালীয় লীলা সূত্র ।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর পিত্রালয়ে গমন ।।

মাঘ মাস শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া দিবাবসানে শ্রীদামচন্দ্র গোপ অভিমন্যু গোপালয়ে আইসেন। তৃতীয়া দিবাবসানে ভোজনান্তে সহালী রাই অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়া বর্ষাণে আগমন করেন।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর পিত্রালয় হইতে যাবট আগমন ॥

বৃষভানুপুরে বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষ দ্বিতীয়া দিবাবসানে দুর্ম্মদ গোপ অশ্বারোহণে শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী লইয়া যাইতে আসেন। তৃতীয়ায় ভোজনান্তে দিবাবসানে সহালীরাই অনঙ্গমঞ্জরী চতুর্দ্দোলায় যাবটে লইয়া আসেন।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আগমন।

যাবটে আষাঢ় মাসের শুক্লাপ্রতিপদ দিবাবসানে শ্রীদামচন্দ্র শ্রীরাধিকা ও অনঙ্গমঞ্জরীকে লইতে যাবটে আইসেন। দ্বিতীয়ায় ভোজনাচমান্তে দিবাবসানে সহালী রাই অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়া বর্ষাণে আগমন করেন।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় আগমন ॥

শ্রীবৃষভানুপুরে আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীর দিবাবসানে দুর্ম্মদ গোপ সহালী রাইকে লইতে আইসেন। ত্রয়োদশীতে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে দিবাবসানে সহালী রাই অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়া যাবটে আগমন করেন। বৎসরে চারিবার যাতায়াত হয়।

ইতি তৃতীয় পর্যায়।

● শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি ●

অষ্টকাবলী

শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকং ॥

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায়-কারুণ্য-ঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ১॥

সংসার দাবানলে দগ্ধ জগ জন।
ত্রাণ হেতু করুণার মূর্ত্তি যিঁহ হন॥
কল্যাণ গুণের যিঁহ জলধি অপার।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তি-সার॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো-রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন নৃত্য বাদ্য গীত।
তাহাতে উন্মত্ত মনে রস সুললিত॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি অঙ্গে শোভা যাঁর।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তি সার॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্যনানাশৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৩॥

শ্রীবিগ্রহ পূজা নিত্য শৃঙ্গার বিবিধ।
মন্দির মার্জ্জন আদি ভক্তি কার্য্য যত॥
নিজ আচরিয়া ভক্তে করেন প্রচার।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

চতুর্ব্বিধ শ্রী[illegible]বৎপ্রসাদ-স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৪॥

চতুর্ব্বিধ শ্রীভগবানের প্রসাদ।
স্বাদু অন্ন ভক্তগণে করাঞা আস্বাদ॥
তাহাতেই সদা মনে আনন্দ যাঁহার ।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্য্য- লীলাগুণরূপনাম্নাং।
প্রতিক্ষণাস্বাদনলোলুপস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৫ ॥

শ্রীরাধিকা মাধবের লীলাগুণ রূপ।
মাধুর্য্য অপার নাম গান রসরূপ॥
প্রতিক্ষণ আস্বাদনে লুব্ধ মনযাঁর।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

নিকুঞ্জ-যূনো রতিকেলি-সিদ্ধ্যৈ-যা-যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাদি দাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৬॥

কুঞ্জ মাঝে রাধিকা কৃষ্ণের রসকেলি।
সিদ্ধি লাগি যেবা যুক্তি করে সখী মেলি॥
তাহে অতি দক্ষ অত প্রণয়ী সবার।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্ত-স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ চরণারবিন্দম্॥ ৭ ॥

সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপে কহে শাস্ত্রগণ।
সাধুজন সেইমত করেন ভাবন॥
তথাপি প্রভুর প্রিয় এই সে বিচার।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ-প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোহপি।
ধ্যায়ং স্তুবং স্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥ ৮॥

যাঁহার প্রসাদে হয় কৃষ্ণের প্রসাদ।
যাঁর অপ্রসন্নে সর্ব্বত্রেতে গতি বাদ॥
তিন সন্ধ্যাধ্যেয় গেয় মহিমা যাঁহার।
বন্দো সেই গুরুপাদপদ্ম ভক্তিসার॥

শ্রীমদ্গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈর্ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-সেবৈবলভ্যা জনুষোহন্ত এব॥ ৯॥

শ্রীগুরুদেবের এই অষ্টক মধুরে।
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেতে পাঠ করে উচ্চৈঃস্বরে॥

বৃন্দাবন চন্দ্র কৃষ্ণের চরণ সেবন।
সেই পায় ধন্য তার মানব জীবন॥
ইতি শ্রীমদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর বিরচিত শ্রীগুরুদেবাষ্টকের
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত পদ্য ছন্দ সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকং॥

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং;
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন্;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ১॥
মহেশ চতুরানন, আদি যত দেবগণ, নরতনু করিয়া ধারণ।
প্রণয় সহিত যাঁরে, সদা উপাসনা করে, হেন গৌর শ্রীশচীনন্দন॥
যিঁহ নিজ ভক্ত প্রতি, বিশুদ্ধ ভজন রীতি,কৃপায় করিলা উপদেশ।
সেই শ্রীচৈতন্য প্রভু, মোর নেত্রপথে কভু, পুনঃ কিয়ে হইবে প্রকাশ
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং;
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ২॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, তা সবা নির্ভয় স্থান, দেবাদির পরতত্ত্বরূপ।
মুনির সর্ব্বস্ব ধন, যেবা দাস ভক্তগণ, তাঁ সবার মাধুর্য্য স্বরূপ॥
অম্বুজ নয়না যত, ব্রজাঙ্গনা শত শত, তাঁহাদের প্রেমরস সার।
সেই শ্রীচৈতন্য হরি, মুই দীনে কৃপা করি, দরশন দিবে কিয়ে আর
স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ;
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দগরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্য কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৩॥

জগতে অতুলনীয়, প্রিয় শ্রীস্বরূপে যিঁহ, কৃপামৃতে করিলা পালনে।
শ্রী অদ্বৈত প্রিয় অতি, শ্রীবাস পণ্ডিত গতি, পুরীশ্বরে যিঁহ গুরু মানে
নাম প্রেম বিতরণে, উদ্ধারিলা দীনজনে, সর্ব্ব তাপহারী নাম হরি
যিঁহ প্রতাপ রুদ্রপতি, কৃপালাগি ব্যগ্র অতি, তাঁরে কি হেরিব পুনঃবেরি

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল তনু-
যতীনামুত্তুংসস্তরণিকর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভি-ভবন্নাঙ্গিক-রুচা;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৪॥

ভক্তিরসে সদামত্ত, কোটি কোটি মনমথ, মোহন উজ্জ্বল দেহখানি
প্রভাতের সূর্য্যকাঁতি, অরুণ বসন ভাঁতি, প্রভু মোর ন্যাসি শিরোমণি
জিনিয়া স্বর্ণের শোভা, অঙ্গরুচি মনলোভা, হেরি মুগ্ধ অখিল ভুবন
হেন শ্রীচৈতন্য হরি, পুনঃ কি করুণা করি, আমারে দিবেন দরশন॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থি-শ্রেণী সুভগ কটিসূত্রোজ্জ্বল-কর
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৫॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র, উচ্চৈঃস্বরে অবিরত, কীর্ত্তনে নাচিছে জিহ্বা যাঁর।
সে নাম গণন তরে, সুন্দর কটির ডোরে,গ্রন্থি লাগি শোভে বাম কর
কর্ণান্ত আঁখির শোভা, সুবর্ণ অর্গল কিবা,ভুজযুগ জানুবিলম্বিত।
ভুবন মোহন ফাঁদ, হেন শ্রীচৈতন্য চাঁদ, নেত্রপথে হবে কি উদিত।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া;
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশ।
ক্বচিৎকৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল- রসনো-ভক্তিরসিকঃ;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৬॥

সিন্ধুতীরে বিরাজিত, হেরি উপবন যত, বৃন্দাবন করিয়া স্মরণ।
ক্ষণে ক্ষণে প্রেম ভরে, ধৈরজ ধরিতে নারে, হইল অবশ তনু মন।
কোন স্থানে কৃষ্ণনাম, কীর্ত্তনেতে অভিরাম, জিহ্বা যাঁর পরম চঞ্চল
ভক্তি রসাস্বাদকারী, সেই শ্রীচৈতন্য হরি, হেরি আঁখি হবে কি সফল

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত নটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৭ ॥

নীলাচলে সুশোভিত, রথোপরি জগন্নাথ, তাঁহার নিকটে অগ্রভাগে
প্রেমের তরঙ্গে অতি, নর্ত্তন আনন্দে মাতি, অবশাঙ্গ পরমানুরাগে
যে প্রভুরে মাঝে করি, গান করে হর্ষভরি, চারিপাশে বৈষ্ণবের গণ
বিশ্ব বিমোহনকারী, হেন শ্রীচৈতন্য হরি, মোহে কি দিবেন দরশন॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুশ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ;
পরিতাঙ্গো নীপস্তবক-নবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ।
ঘনস্বেদস্তোমস্তিমিততনুরুৎকীর্ত্তন সুখী;
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥ ৮॥

ও দুটী নয়নে যাঁর, অবিরত অশ্রুধার, তাহাতে সিঞ্চিত ধরাতল।
কদম্ব কেশর জিনি, বিপুল পুলক শ্রেণী, গৌর অঙ্গে করে ঝলমল॥
ঘন ঘর্ম্মবিন্দু যত,সর্ব্ব অঙ্গে সুশোভিত, উচ্চকীর্ত্তন রসে ভোর।
হেন গৌর দয়াময়, পুনঃ কি কখন হায়, আসিবেন নেত্রপথে মোর॥

অধীতে গৌরাঙ্গস্মরণপদবীমঙ্গলতরং;
কৃতী যো বিশ্রব্ধঃ স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল পদাম্ভোজ যুগলে;
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেমলহরী॥ ৯॥

শ্রীগৌর স্মরণ পথ, যাতে করায় অবগত, হেন এই অষ্টক মঙ্গল।
নির্ম্মল মানস যেহ, পরম বিশ্বাস সহ, পাঠ করে মানি বিদ্যাফল॥
শ্রীশ্রীগৌর পরমানন্দ, অমল পদারবিন্দ, যুগে তার প্রেমের লহরী।
হঞা অতি সুবিস্তার, স্ফূর্ত্তি হউ নিরন্তর, এইমাত্র প্রার্থনা সে করি

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত পদ্য ছন্দ সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকং ॥

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং; বিলসিত-নিরবধিভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবনং কৃপায়া লেশং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ১ ॥
গদগদ-অন্তর-ভাববিকারং; দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদবিলাসং।
ভবভয় ভঞ্জন-কারণ করুণং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ২ ॥
অরুণাম্বরধরচারুকপোলং; ইন্দুবিনিন্দিত-নখররুচিরং।
জল্পিত-নিজগুণ-নামবিনোদং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৩ ॥
বিগলিত-নয়নকমল-জলধারং; ভূষণনবরসভাববিকারং।
গতি অতি মন্থর নৃত্যবিলাসং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৪ ॥
চঞ্চলচারুচরণ গতিরুচিরং; মঞ্জরি-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরং।
চন্দ্রবিনিন্দিত-শীতলবদনং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৫ ॥
ধৃতকোটি-ডোর-কমণ্ডলুদণ্ডং; দিব্য কলেবর-মণ্ডিত-মণ্ডং।
দুর্জ্জন কল্মষ-খণ্ডনদণ্ডং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৬ ॥
ভূষণভূরজ-অলকাবলিতং; কম্পিত-বিম্বাধর-বর-রুচিরং।
মলয়জবিরচিত-উজ্জ্বল তিলকং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৭ ॥
নিন্দিত-অরুণ-কমলদল লোচনং; আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলং।
কলেবরকৈশোরনর্ত্তকবেশং; তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রচিত শ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং ॥

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং,
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা-ঘূর্ণন্নেত্রং করকলিত-বেত্রং কলভিদং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি ॥ ১ ॥

শারদ চন্দ্রের ভ্রান্তি, স্ফুরিত নির্ম্মল কান্তি, মত্ত গজগতি মহাশূর।
হরি প্রেমে মহামত্ত, গৃহীত পরম সত্ত্ব, হাস্যময় মুখ সুমধুর ॥

সর্ব্বদা উদ্ঘূর্ণ নেত্র, করেতে গৃহীত বেত্র, কলি বিদরয়ে দেখি যাঁরে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ,নিরবধি ভজি আমি তাঁরে

রসানামাগারং স্বজনগণ সর্ব্বস্বমতুলম্,
তদীয়ৈক প্রাণপ্রতিম বসুধাজাহ্নবাপতিম্।
সদা-প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি ॥ ২ ॥

রসের আগার প্রভু, স্বজন সর্ব্বস্ব বিভু, তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তদীয়ৈক প্রাণোপমা, বসুধা জাহ্নবা, রামা, পতিভাবে সেবে শ্রীচরণে
সর্ব্বদা উন্মত্ত প্রেমে,বিদিত যে ত্রিভুবনে মন্দমতি না চিনয়ে যাঁরে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ,ভজন তরুণ কন্দ,নিরবধি ভজি আমি তারে।।

শচীসূনুপ্রেষ্ঠ নিখিলজগদিষ্টং সুখময়ং,
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম করুণম্।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতি হরম্,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৩ ॥

শচীনন্দনের প্রেষ্ঠ, নিখিল জগতের ইষ্ট, নিত্য সুখময় কলেবর।
কলিমগ্ন জীবোদ্ধারে, উদ্দাম করুণা করে, গৌরহরি বোলায় নিরন্তর
ভবাব্ধি গর্ব্বোন্নতি, গৌরহরি নামে রতি,যাচি বিলায় যেই সর্ব্বদ্বারে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁরে ॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা,
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি ॥ ৪ ॥

ওহে ভাই কি করিবে, কলিকলুষিত জীবে, রচ তাদের প্রায়শ্চিত্ত তথা
যাহে সুখে সশরীরে, পায় তোমায় সব নরে, তবে ঘুচে মোর মনব্যথা
এইরূপে নানা রঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গে, মন্ত্রয়ে যে নীতি অনুসারে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁরে ॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বানমনিশং;
ততো বঃ সংসারাম্বুধি তরণদায়ো ময়ি লগেৎ।

ইদং বাহুস্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ৫ ॥

যথা ইষ্ট সাধ্য ভাই, সদা নাম গাওয়া চাই, গৌরহরি ধ্বনি কর মুখে
তবে সে সংসার সিন্ধু, সন্তরণে ভয় বিন্দু; নাহি আমি দায়ী থাক সুখে
বাহুস্ফোট করি এই, বোলায় বোলয়ে যেই, নাম প্রেম যাচে সর্ব্বদ্বারে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁর॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি হরণ কুম্ভোদ্ভবমহো;
হতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধূন্নতি কুমুদবন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণীস্ফূর্জ্জত্তিমিরহর-সূর্য্যপ্রভমহং;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ৬ ॥

জীবের ভবাব্ধিত্রাস, সবলে করিতে নাশ, অগস্ত্য সমান তেজময়।
সতের কল্যাণ সিন্ধু, বাড়াইতে যেন ইন্দু, নবদ্বীপে সতত উদয়॥
সূর্য্য প্রভ সম যেই, উদিত ভুবনে এই, হরিতেছে খলঅন্ধকারে।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁরে॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি;
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপিনদয়ন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ৭ ॥

নাছে গায় হরিবলে,পথে পথে যায় চলে, আপনা আপনি হেরে রঙ্গে
জীবের দুরিত দেখি, সকরুণভাবে আঁখি, অপাঙ্গে চাহিয়া মহাভঙ্গে
উচ্চ সিংহনাদ করি, নাশী জীবের মদ করি, ভক্তিকরি তারয়ে সংসারে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁরে॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজ কোমলতরং,
মিথো বক্তালোকোচ্ছলিতপরমানন্দ-হৃদয়ং।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহমদয়ন্তং পূরজনান্;
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ করপদ্ম, সুকোমল অতি হৃদ্য, নিজ করে করিয়া ধারণ।
পরস্পর শ্রীবদন, দোঁহে করি আলোকন, প্রেমানন্দে হৃদয় মগন॥

ভ্রময়ে মাধুর্য্য ঠামে, মত্ত করি পুরজনে, প্রেমানন্দ যে দেয় সংসারে
সেই প্রভু নিত্যানন্দ, ভজন তরুর কন্দ, নিরবধি ভজি আমি তাঁরে॥

রসানামাধারং রসিকবর সদ্বৈষ্ণবধনং;
রসাগারং সারং পতিততিতারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদপূর্ব্বং পঠতি য—
স্তদঙ্ঘ্রি দ্বন্দ্বজং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে॥ ৯॥

রসাগার রসাধার, সজ্জনের ধনসার, পতিত উদ্ধার স্মরণেতে।
হেন নিত্যানন্দ পায় স্মরিলে সে জ্বালা যায় প্রেম পাই যাঁহার নামেতে
এরূপ অপূর্ব্ব যেই, নিত্যানন্দাষ্টক এই, পড়য়ে যে ভক্তি সহকারে।
নিত্যানন্দের পাদপদ্ম, তাহার হৃদয়ে সদ্য, স্ফুরিবেই বিদিত সংসারে

ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাসঠক্কুরবিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং॥
ও
শ্রীল শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামীরচিত পদ্যানুবাদ সম্পুর্ণ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং॥

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত, চঞ্চল মৃদুগতি নিন্দিতং;
বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, বচন অমৃত খণ্ডিতং॥
অসীম গুণ-গণে, তারিলে জনগণে, মোহে কাহে কুরু বঞ্চিতং;
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহী মে স্বপদান্তিকং॥ ১॥
মিহির মণ্ডল,শ্রবণে কুণ্ডল, গন্ডমণ্ডলে দোলিতং;
কিয়ে নিরুপম, মালতীর দাম, অঙ্গে অনুপম শোভিতং।
মধুর মধু মদে, মত্ত মধুকর, চারু চৌদিকে চুম্বিতং;
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়; দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ২॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত, মত্তকরিবর নিন্দিতং;
ভায়্যা ভায়্যা বলি, গভীর ডাকই, করু দশদিগ ভেদিতং।
অমর কিন্নর, নাগ নরলোক, সর্ব্বচিত্ত সুদর্শিতং;

জয়তি জয়,বসু জাহ্নবা প্রিয়,দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৩॥

ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফঝম্ফকৃত, মেঘ নিন্দিত গর্জ্জিতং;
সিংহ ডমরু, ক্ষীণ কটিতট, নীলপট্টবাস শোভিতং।
সো সুরধূনীতীরে, সঘনে ধাবই, চরণভরে মহীকম্পিতং;
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৪॥

অবনী মণ্ডল, প্রেমে বাদল, করল অবধৌত ধাবিতং।
তাপী দীনহীন, তার্কিক দুর্জ্জন, কেহ না ভেল বঞ্চিতং।
শ্রীপদ বল্লভ, মধুর মাধুরী, ভকত ভ্রমর সুখপীতং;
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৫॥

ও মণি মঞ্জরী, চারুতরলিত, মধুর মধুর সুনাদিতং;
অতুল রাতুল, যুগল পদতল, অমল কমল সুরাজিতং।
তেজিয়া অমর, অবনী হিমকর, নিতাই পদনখ শোভিতং,
জয়তি জয়; বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৬॥

যাঁহার ভয়ে, কলিভুজগ ভাগল, ভেল সবে হর্ষিতং:
তপন কিরণে, জনু তিমির নাশই, তৈছে কমল সুরাজিতং।
দুরিত ভয়ে ক্ষিতি, অবহি আতুর, ভার তার করু নাশিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৭॥

ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী, কামিনীগণ মনমোহিতং;
সো সুরধূনী তীরে, না জানি কারভাবে, অবনি উপরে গিরিতং।
বচন বলইতে, অধর কম্পই, বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং;
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং॥ ৮॥

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টক সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং ॥

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ,
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কার ঘোষৈঃ।

প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১ ॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্বিকারৈঃ,
রাকৃষ্টঃ সন্ গৌর-গোলকনাথঃ।
আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ২ ॥

ব্রহ্মাদীনাং নির্মল প্রেম পূরৈ,
রাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকম্।
আবির্ভাব্য শ্রীল চৈতন্যচন্দ্রং,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

যস্যৈবাজ্ঞামাত্রাতত্ত্বর্দ্ধেহপি।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং;
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৪ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ;
যস্যাংশাংশাঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণবী-শ্বরাখ্যাঃ।

যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণুরূপং;
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৫ ॥

কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাৎ;
শম্ভোরিত্থং শাম্ভবন্নাম ধাম।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈক সাধ্যং;
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

সীতানাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা;
পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দনামা।

শ্রীচৈতন্যপ্রেমপূরপ্রপূর্ণঃ;
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে॥ ৭॥

নিত্যানন্দাদ্বৈততোহদ্বৈতনামা,
ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য নামা।
শশ্বচ্চেতঃ সঞ্চরদ্ গৌরধামা,
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে। ৮॥

প্রাতঃ প্রাতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ
সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধ বুদ্ধিঃ।
সোহয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে
বিন্দন্ ভক্তিং তৎপ্রিয়ত্বং প্রযাতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং॥

হুহুঙ্কার গর্জ্জনাদি অহোরাত্র সদ্‌গুণং,
হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ প্রার্থনাদি ভাবনং।
ধূপদীপকস্তুরী চ চন্দনাদি লেপনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং॥ ১॥

গঙ্গাবারী মনোহারী তুলস্যাদি মঞ্জরী;
কৃষ্ণগান সদাধ্যান, প্রেমবারী ঝর্ঝরী।
কৃপাব্ধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনং,
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ ভাবনং॥ ২॥

মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরৈর্গায়তং;
অহে নাথ জগন্নাতঃ মম দৃষ্টি গোচরং।
দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ ভাবনং॥ ৩॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রার্থনার্থ-জগন্নাথ আলয়ং;
শচীমাতুর্গর্ভজাত চৈতন্য করুণাময়ং।
শ্রীঅদ্বৈতসঙ্গরঙ্গকীর্ত্তনবিলাসনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং॥ ৪॥

শ্রীঅদ্বৈতপাদপদ্মজ্ঞানধ্যানভাবনং;
নিত্যাদ্বৈতপাদপদ্মরেণু-রাশি ধারণং।
দেহিভক্তিং জগন্নাথ রক্ষ মামভাজনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দভাবনং॥ ৫॥

সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ-প্রাণেশ্বর সদ্‌গুণং;
যে জপন্তি সীতানাথ-পাদপদ্ম কেবলং।
দীয়তাং করুণানাথ ভক্তিযোগঃ তৎক্ষণং;
সীতানাথাদ্বৈত চরণারবিন্দ ভাবনং॥ ৬॥

শ্রীচৈতন্য-জয়াদ্বৈত-নিত্যানন্দ করুণাময়ং;
এক-অঙ্গ ত্রিধামূর্ত্তি-কৈশোরাদি সদাবরং।
জীবত্রাণ-ভক্তিজ্ঞান-হুহুঙ্কারাদিগর্জ্জনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ ভাবনং॥ ৭॥

দীনহীন-নিন্দকাদি প্রেমভক্তিদায়কং;
সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ শান্তিপুরনায়কং।
রাগ-রঙ্গ-সঙ্গ-দোষ-কর্ম্মযোগ মোক্ষণং।
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং॥ ৮॥

ইতি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং
শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীগদাধরাষ্টকং ॥

স্বভক্তি-যোগ-লাসিনং সদা ব্রজেবিহারিণং।
হরিপ্রিয়া-গণাগ্রগং শচীসুত প্রিয়েশ্বরং।
সরাধকৃষ্ণ-সেবন-প্রকাশকং মহাশয়ং।
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥১।

নবোজ্জ্বলাদিভাবনা-বিধান-কর্ম্ম-পারগং,
বিচিত্র-গৌর-ভক্তি-সিন্ধু-রঙ্গভঙ্গ লাসিনং॥
সুরাগ মার্গ দর্শকং ব্রজাদি বাস দায়কং;
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥২॥

শচীসুতাঙ্ঘ্রিসার ভক্তবৃন্দবন্দ্য গৌরবং,
গৌরভাব চিত্তপদ্ম মধ্যে কৃষ্ণ সুবল্লভং।
মুকুন্দ গৌররূপিণং স্বভাবধর্ম্মদায়কং,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥৪॥

মহাপ্রভুমহারস প্রকাশনাঙ্কুরং প্রিয়ং,
সদামহারসাঙ্কুর-প্রকাশনাদি বাসনং।
মহাপ্রভোর্ব্রজাঙ্গনাদি-ভাবমোদকারকং,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥৫॥

দ্বিজেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দ্য-পাদযুগ্ম-ভক্তিবর্দ্ধকং,
নিজেষু রাধিকাত্মা বপুঃ প্রকাশনাগ্রহং।
অশেষভক্তিশাস্ত্র শিক্ষয়োজ্জ্বলামৃতপ্রদং,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥৬॥

মুদানিজ প্রিয়াদিক স্বপাদপদ্মসীধুভি—
র্মহারসার্ণবামৃত প্রদেষ্ট গৌরভক্তিদং।
সদাষ্ট সাত্ত্বিকান্বিতং নিজেষ্ট-ভক্তিদায়কং।
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥৭॥

যদীয়রীতিরাগ রঙ্গ ভঙ্গদিগ্ধ মানসো-
নরোঽপি যাতিতূর্ণমেব নার্য্যভাবভাজনং।
তমুজ্জ্বলাক্ত চিত্তমেতুচিত্তমত্তষট্ পদো,
ভজাম্যহং গদাধরং সুপণ্ডিতং গুরুং প্রভুং॥৮॥

মহারসামৃতপদং সদাগদাধরাষ্টকং,
পঠেত্তু যঃ সুভক্তিতো ব্রজাঙ্গনাগণোৎসবং।

শচীতনুজ পাদপদ্ম ভক্তিরত্ন যোগ্যতাং,
লভেত রাধিকা গদাধরাঙ্ঘ্রি-পদ্ম সেবয়া ॥৯॥

ইতি শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী বিরচিতং
শ্রীগদাধরাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীশ্রীবাসাষ্টকং ॥

আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা।
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তিপ্রদায়কং ॥১॥

শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ লীলা-কীর্ত্তন সম্পদি।
যঃ প্রধানতয়াখ্যাতঃ স শ্রীবাসোগতির্ম্মম ॥২॥

শ্রীগৌরকীর্ত্তনানন্দে পুত্রশোকোহপি নাস্পৃশৎ।
যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃপুনঃ ॥৩॥

আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগীরথ্যাস্তটে ততঃ।
কুমারহট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ ॥৪॥

শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চেতি সত্তমাঃ।
শ্রীবাসভ্রাতরো-জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমিতদ্বরং ॥৫॥

পুরা নারদরূপেণ হরিনাম সুধাঝরৈঃ।
যো জগৎপ্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোহধুনাগতিঃ ॥৬॥

যৎপত্নীমালিনী দেবী শ্রীগৌরাঙ্গমতোষয়ৎ।
স্বহস্ত-পক্ক ভক্তাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম ॥৭॥

পতিবদ্গৌরাঙ্গগতির্মালিনী গৌড়বিশ্রুতা।
তৎপাদপদ্ম-সবিধেপ্রণতির্মে সহস্রশঃ ॥৮॥
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাস পণ্ডিতং।
যৎকারুণ্য কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাঙ্গেরতির্ভবেৎ ॥৯॥

ইতি শ্রীশ্রীবাসাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকং ॥

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী,
ধীরাধীর-জন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্যকৃপাভরৌ ভুবিভুবো ভারাবহন্তারকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥১ ॥

নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ,
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ পদারবিন্দ ভজনানন্দেন মত্তালিকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যন্বিতৌ,
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ ॥
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক নিপুণৌ কৈবল্য নিস্তারকৌ,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৩ ॥

ত্যক্ত্বাতূর্ণমশেষ মণ্ডলপতি শ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ,
ভূত্বাদীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব রসামৃতাব্ধিলহরী কল্লোলমগ্নৌ মুহু—
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৪ ॥

কূজৎকোকিল হংসসারস-গণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে,
নানারত্ন নিবদ্ধমূল বিটপ শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা,
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৫ ॥

সংখ্যাপূর্ব্বক নামগাননতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ;
নিদ্রাহারবিহারকাদিবিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণগুণস্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৬ ॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়াতীরে চ বংশীবটে,
প্রেমোন্মাদবশাদশেষদশয়াগ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।

গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৭ ॥

হে রাধে ব্রজদেবীকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ,
শ্রীগোবর্দ্ধনকল্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষান্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ;
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীবগোপালকৌ ॥৮ ॥

ইতি শ্রীল শ্রীনিবাসচার্য্য প্রভু বিরচিত
শ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকং।

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেহতিরম্য বরপুণ্য মষ্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণনিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥১ ॥

যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিদ্ গোলোকইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্ জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥২ ॥

যঃ সর্ব্বদিক্ষুস্ফুরিতৈঃ সুশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সুপব নৈঃ পরিতঃ।
শ্রীগৌরমধ্যাহ্ন বিহার পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৩ ॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারভূমিঃ সুবর্ণ সোপান নিবদ্ধ তীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌরবগাহরূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৪ ॥

মহান্ত্যনন্তানি গৃহানি যত্রস্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫ ॥

বিদ্যাদয়াক্ষান্তি-মুখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভিগুণৈর্যত্রজনাঃ প্রপন্নাঃ।
সংস্তূয়মানাঋষিদেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৬ ॥

যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দসাম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌরজন্মাদিক লীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৭ ॥

গৌরোভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তণ প্রেম ভরেণ সর্ব্বং।
নিমজ্জয়ত্যুল্লসদুন্মদাব্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৮॥

এতন্নবদ্বীপবিচিন্তনাঢ্যং পদ্যাষ্টকং প্রীতমনাঃ পঠেৎ যঃ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমসমাপ্নুয়াৎ সঃ ॥৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীনবদ্বীপাষ্টকং সমাপ্তম্

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীলনিন্দিকান্তি-ডম্বরঃ;
কুঙ্কুমোদ্যদর্কবিদ্যুদংশুদিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দু-পীতনাক্তচন্দনঃ;
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥১॥

গণ্ডতাণ্ড-বাতি-পণ্ডিতান্ডজেশ কুণ্ডল;
শচন্দ্রপদ্মষণ্ড গর্ব্বখণ্ডনাস্য মণ্ডলঃ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাববন্ধনঃ;
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥২॥

নিত্য-নব্যরূপ-বেশ-হার্দ্দ-কেলি চেষ্টিতঃ
কেলি নর্ম্মশর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ।
স্বীয়-কেলি কাননাংশুনির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৩॥

প্রেম-হেম-মণ্ডিতাত্ম বন্ধুতাভিনন্দিতঃ,
ক্ষৌণীলগ্ন্য-ভাললোক পালপালি বন্দিতঃ।
নিত্যকাল-সৃষ্টবিপ্র গৌরবালি বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৪॥

লীলয়েন্দ্র কালিয়োষ্ণ কংসবৎস ঘাতক
স্তত্তদাত্ম কেলিবৃষ্টি পুষ্টভক্ত চাতকঃ।
বীর্য্যশীল লীলয়াত্ম ঘোষবাসি নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৫॥

কুঞ্জরাসকেলি-সীধুরাধিকাদিতোষণ-
স্তত্তদাত্মকেলি-নর্ম্মতত্তদালি-পোষণঃ।
প্রেমশীল কেলিকীর্ত্তি বিশ্বচিত্ত চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৬॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম শুদ্ধভক্তি সৎপথঃ;
স্বীয়-চিত্ররূপবেশ-মন্মথালি মন্মথঃ।
গোপিকাসুনেত্রকোণ ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ;
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোহস্তু মে স বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥৭॥

পুষ্পচায়ি রাধিকাভিমর্ষলব্ধিতর্ষিতঃ,
প্রেমবাম্য রম্য রাধিকাস্য দৃষ্টিহর্ষিতঃ।
রাধিকোরসীহ লেপ এষ হরি চন্দনঃ,
স্বাঙিঘ্রদাস্যদোহস্তু মে স্ বল্লবেন্দ্র নন্দনঃ ॥ ৮ ।।
অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসুবল্লভং,
সংস্তবীতি দর্শনেহপি সিন্ধুজাদি দুর্লভং।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ কাননে;
রাধিকাঙ্গ সঙ্গ নন্দিতাত্ম পাদপদ্ম সেবনে ॥৯॥
ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী বিরচিত
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং॥

নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরং রসসাগর নাগরভূপ বরং।
শুভবঙ্কিম চারু শিখণ্ডশিখং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥১॥
ভ্রূ-বিশঙ্কিত বঙ্কিম শক্রধনুং মুখচন্দ্র বিনিন্দিত কোটিবিধুং।
মৃদু মন্দ সুহাস্য সুভাষ্য যুতং ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥২॥
সুবিকম্পদনঙ্গ সদঙ্গধরং ব্রজবাসি মনোহর বেশকরং।
ভৃশ লাঞ্ছিত নীলসরোজ দৃশং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং॥৩॥
অলকাবলি মণ্ডিত ভালতটং শ্রুতি দোলিত মকরকুন্তলকং।
কটি বেষ্টিত পীতপটং সুধটং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতং॥৪॥

কল নূপুর রাজিত চারুপদং মণিরঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদং।
ধ্বজ বজ্র ঝষাঙ্কিত পাদযুগং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৫॥

ভৃশ চন্দন চর্চ্চিত চারু তনুংমণি কৌস্তুভ গর্হিত ভানুতনুং।
ব্রজবাল শিরোমণি রূপধৃতং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৬॥

সুরবৃন্দ সুবন্দ্য মুকুন্দ হরিং সুরনাথ শিরোমণি সর্ব্বগুরুং।
গিরিধারি মুরারি পুরারি পরং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৭॥

বৃষভানু সুতা বরকেলি পরং রসরাজ শিরোমণি বেশধরং।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং ভজকৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৮॥

ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সমাপ্তম্॥

জয় জয় গুরু, বাঞ্ছা কল্পতরু, জয় জয় কৃপাময়।
জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য, শ্রীঅদ্বৈত জয় জয়॥
জয় গদাধর, প্রেম কলেবর, শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
জয় জগন্নাথ, বলভদ্র সাথ, জয় জয় সুদর্শন॥
আমি মূঢ় মতি, না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি নতি।
সবে দয়া কর, যেন দামোদর, কৃপা কর মোর প্রতি॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকং॥

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপ্যা॥১॥

নমামি ঈশ্বর, দেব দামোদর, সচ্চিৎ আনন্দ কায়।
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল, শ্রীগোকুলে শোভা পায়॥
যশোদা ভয়েতে, উদুখল হতে, নামিয়া দৌড়িয়া যায়।
অতি বেগ ভরে, গোপী যাঁরে ধরে, ভক্তি ডোরে বাঁধে মায়॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং।

মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধং ॥২ ॥

প্রফুল্ল কমল নয়ন যুগল, ক্রন্দনে বহিছে ধারা।
থাকিয়া থাকিয়া, করকঞ্জ দিয়া, মুছিতেছে ননীচোরা ॥
মায়ের তরাশে, চাহে দিশে দিশে, ঘন ঘন শ্বাস বহে।
ত্রিরেখা অঙ্কিত, কণ্ঠে অবস্থিত; হারাদি দুলিছে তাহে ॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্ত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩ ॥

এই সে প্রকার, লীলা আপনার, আপনারি মন হরে।
তা দিয়া ডুবায়, গোকুল জনায়, আনন্দেরি সরোবরে ॥
তাঁর তত্ত্ব জানে, যেই সব জনে, তাদিকে প্রকাশে জিনি।
আমি ভক্তজিত, তাঁহারে প্রেমত, শতবার বন্দি পুনি ॥

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেহহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪ ॥

তুমি বরেশ্বর, যত বিধবর, হে দেব দিতে সে পাপ।
তবু তব ঠাঁই, কিছুই না চাই, মোক্ষ মোক্ষাবধি বর।
এই কর নাথ, যেন অবিরত, গোপবাল তনু এই।
আমার হৃদয়ে, আবির্ভূত রহে, অন্যবরে কাজ নাই ॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্ত-নীলৈ
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধবক্রৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥৫ ॥

চিক্কন সুনীল, সুবক্র কুন্তল, ঢেকেছে এমুখ তোরি।
ফুল্ল শতদলে, অলি দলে দলে, বসিয়াছে যেন ঘেরি ॥

সুবিম্ব নিন্দিয়া, অধর রঙ্গিয়া, গোপী চোম্বে বারে বারে।
আমার মনেতে, হউ আবির্ভূতে, লক্ষ লাভ যাউ ছারে॥

নমোদেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখ জালাব্ধিমগ্নং।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ॥ ৬॥

দেব দামোদর, অনন্ত ঈশ্বর, প্রণমি প্রসীদ প্রভু।
বিবিধ দুঃখের, দুস্তর সাগর, উদ্ধার নাহিক কভু॥
তাহাতে নিমগ্ন, মুই অতি দীন, কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি করি।
বিষ্ণু হে উদ্ধার, অনুগ্রহ করে, অজ্ঞে দেখা দাও হরি॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্বৎ;
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেম ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ;
ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ॥ ৭॥

যে জন বন্ধনে, আছে সে কখনে, অন্যে মোচিবারে নারে।
তুমি বদ্ধ রয়ে, কুবের তনয়ে,দিলে প্রভু মুক্তি করে॥
তারা অভাজন, ভক্তির ভাজন, করিলে হে দামোদর।
আমারে তেমতি, দাও প্রেমভক্তি, মোক্ষে যত্ন নাহি মোর॥

নমস্তেহস্তুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে;
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্যধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং ॥ ৮॥

উছলি উছলি, তনুকান্তিগুলি, ছড়ায়ে পড়েছে যার।
এমতি তোমার,বারে বারে বার, দামে রহু নমস্কার॥
হে প্রভু তোমার, বিশ্বের আধার, উদরেও নমস্কার।
তব প্রিয়াধিকা, শ্রীমতি রাধিকা, তাঁরে নমি বারম্বার॥
তোমার লীলার, নাহি পর পার, হে দেব প্রণমি তোরে।

যেমতি তোমারে, গোপী সেবা করে, সে সেবা দিওহে মোরে॥
সত্যব্রতদ্বিজস্তোত্রং শ্রুত্বা দামোদরোহরিঃ।
বিদ্যুল্লীলা চমৎকারো হৃদয়ে শনকৈরভূৎ॥
দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনং।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতং॥
ইতি পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে দামোদরাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং॥

সুযমা মুখ মন্ডলাং শ্রুতি কান্তি মনোহরাং।
বরাঙ্গ রত্ন ভূষিতাং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ১॥

সৌদামিনী বিনিন্দ্যাদীং নবীন নীরদাম্বরাং।
গোবিন্দ মোনোমোহিনীং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ২॥

সুদীর্ঘ নেত্র নলিনীং পীনোন্নত পয়োধরাং।
কৃষ্ণমনঃ প্রলোভিনীং নমামি কীর্তিদা সুতাং॥ ৩॥

নাসিকারত্ন উজ্জলাং কুন্দবদ্দন্ত পঙ্ ক্তিকাং।
সুস্মিত চারুবদনাং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ৪॥

করেণ লীলা পঙ্কজাং আলিভিঃ পরিবেষ্টিতাং।
চিকুর বেণী মণ্ডিতাং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং ॥ ৪॥

হরি বিনিন্দিত কটিং বিশাল নিতম্ব তটীং।
উরসি রত্নহারিকাং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ৬ ॥

সুগন্ধ অঙ্গ অনিলাং গতি হং সিনী গঞ্জিতা।
গুণৈঃ সর্ব্ব বরীয়সীং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ৭॥

স্মিত কান্তি নখ শ্রেণীং প্রগলভিকাং সুভাষিণীং।
কৃষ্ণচন্দ্র চকোরিণীং নমামি কীর্ত্তিদা সুতাং॥ ৮॥

এতচ্ছ্রীরাধিকাষ্টকং পঠেদ্ যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
প্রাপ্য তদঙ্ঘ্রি যুগ্মকং ভবাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং॥ ৯॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং ॥

রসবলিতমৃগাক্ষী-মৌলিমাণিক্যলক্ষ্মীঃ
প্রমুদিতমুরবৈরি-প্রেমবাপীমরালী।
ব্রজবরবৃষভানোঃ পুণ্যগীর্ব্বাণ-বল্লী
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ১॥

স্ফুরদরুণদুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভিবরকাঞ্চীলাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচকলস বিলাসস্ফীত মুক্তাসর শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ২॥

সরসিজবরগর্ব্বাখর্ব্বকান্তিসমুদ্যৎ;
তরুনিমঘনসারাশ্লিষ্টকৈশোরসীধুঃ।
দরবিকসিতহাসস্যন্দিবিম্বাধরাগ্রাঃ;
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ৩॥

অতিচটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতিকুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুরমৃদুবচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥ ৪॥

ব্রজকুলমহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপপতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রী।

সুললিতললিতান্তঃ-স্নেহফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥ ৫॥

নিরবধি সবিশাখা শাখীযূথ প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ্‌রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘবিজয়বরোরঃ প্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ৬॥

প্রকটিত নিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতিহরিমারাৎ প্রাপ্যকুঞ্জেস্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ৭॥

অমলকমলরাজিস্পর্শিবাতপ্রশীতে
নিজসরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ং।
পরিজনগণযুক্তা ক্রীড়য়ন্তি বকারিং
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥ ৮॥

পঠতি বিমলচেতা মৃষ্টরাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃতনিখিলাশা সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপপতিকুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজজনগণমধ্যে রাধিকায়া স্তনোতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথদাস গোস্বামি বিরচিত
শ্রীরাধিকাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টক ॥

রাধিকা-শরদইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলী
কুন্তলে বিচিত্রবেণী চম্পকপুষ্প শোভনী।
নীল পট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ ওড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ১॥

তরুণ অরুণ জিনি সিন্দূরের মণ্ডলী,
যৈছে অলি মত্তভরে মলয়জ গন্ধিনী।
ভুরুর ভঙ্গিম কোটী কোটী কাম গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ২॥

খঞ্জন গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম সুচাহনী
অঞ্জন রঞ্জিত তাহে কামশর সন্ধিনী।
তিলপুষ্প জিনি নাসা বেসর সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ৩॥

পক্কবিম্ব ফল জিনি অধর সুরঙ্গিণী
দশন দাড়িম্ব বীজ জিনি অতি শোভিনী
বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী ॥ ৪॥

কনক মুকুর জিনি গণ্ডযুগ শোভিনী
রতন মঞ্জীর পায়ে বঙ্করাজ দোলনী
কেশর মুকুতা-হার উর'পর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ৫॥

কনক কলস জিনি কুচযুগ শোভিনী
করিবর কর জিনি বাহুযুগ দোলনী।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ৬ ॥

গজ অরি জিনি মাঝা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা পর শোভিত ভাল কনকের কিঙ্কিণী।
কনক উলটা রম্ভা জানুযুগ শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ৭ ॥

হংসরাজ গতি জিনি সুমন্থর চলনী
রাতুলচরণে রাজে কনকা সুপঞ্জিনী।
যুগলচরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু নন্দিনী॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীল সনাতন গোস্বামি বিরচিত শ্রীশ্রীরাধাষ্টক সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকং ॥

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাজ-গর্ব্বহারী-গৌরভা
পীতনাঞ্চিত জ-গন্ধকীর্ত্তি নিন্দি সৌরভা।
বল্লবেশ সূনু সর্ব্ব বাঞ্ছিতার্থ সাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ১॥

কোরবিন্দ কান্তি নিন্দি চিত্র পত্র শাটিকা
কৃষ্ণ মত্তভৃঙ্গ কেলি ফুল্ল পুষ্প বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্য সঙ্গমার্থপদ্মবন্ধু রাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২॥

সৌকুমার্য্য সৃষ্ট পল্লবালি কীর্তি নিগ্রহা
চন্দ্র চন্দনোৎপলেন্দু সেব্য শীত বিগ্রহা।
স্বাবিমর্ষ বল্লবীশ কাম তাপ বাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৩॥

বিশ্ববন্দ্য যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ নব্য যৌবনাদি সম্পদা ন যৎসমা।
শীল-হার্দ-লীলয়া চ সা যতোহস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৪॥

রাস লাস্য গীত-নর্ম-সৎকলালি পণ্ডিতা
প্রেম-রম্য-রূপ-বেশ-সদ্‌গুণালি মণ্ডিতা।
বিশ্ব নব্য গোপ যোষিদালিতোহপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৫॥

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণ-ভাব-সম্পদা
কৃষ্ণরাগ-বন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা
কৃষ্ণ-রূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৬॥

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণ-নেত্র-তোষি-রত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৭॥

যা ক্ষণার্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রযোগ-সন্ততোদিতা
নেক-দৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ মোহিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম পাদপদ্ম দাস্যদাস্তু রাধিকা॥ ৮॥

অষ্টকেন যস্তুনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি যোষিদালি দুর্লভাম্
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম দাস্য সীধু ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি সঞ্চয়াশু সা জনম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামি বিরচিত
গোবিন্দলীলামৃতে শ্রীরাধিকাষ্টকং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ ॥

নবগোরোচনা-গৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণী-ব্যালাঙ্গনা-ফণাং॥ ১॥

নব-গোরোচনা-দ্যুতি শ্রীঅঙ্গ শোভয়ে অতি
নীলপট্ট শাড়ী শোভে তায়।
ভুজঙ্গিনী যিনি বেণী ফণি বিরাজিত মণি
রত্ন-গুচ্ছ অতি শোভা পায়॥ ২॥

উপমান-ঘটামান-প্রহারী-মুখমণ্ডলাং।
নবেন্দু-নিন্দিভালোদ্যৎকস্তুরী তিলক শ্রিয়ং॥ ২॥

জিনি উপমার গণ, তুলনা নাহিক সম, শোভে যার ও মুখমণ্ডল।
চৌরস কপাল ছান্দ, নিন্দিয়া নবীন চান্দ, কস্তুরী তিলক ঝলমল॥

ভ্রূজিতানঙ্গ-কোদণ্ডাং লোল-নীলালকাবলীং।
কজ্জ্বলোজ্জ্বলতা-রাজচ্চকোরী চারুলোচনাং॥ ৩॥

কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ সুবলনি
অলকা তিলক তছু'পরি।
উজ্জ্বল কজ্জ্বল জিনি নেত্র শোভা চকোরিণী
কটাক্ষ সন্ধান মনোহারী॥ ৩॥

তিলপুষ্পাভনাসাগ্র-বিরাজদ্-বর-মৌক্তিকাং।
অধরোদ্ধূত-বন্ধূকাং কুন্দালীবন্ধুরদ্বিজাং॥ ৪ ॥

নাসা তিলফুল-আভা গজমুক্তা করে শোভা
বেসর সহিত মনোহর।
জিনিয়া বান্ধুলি ফুল অধরের দুটি কূল
যার শোভা কাম অগোচর॥
কুন্দপুষ্প সম পাঁতি জিনিয়া দন্তের দ্যুতি
মুকুতা হইতে সুশোভিত।
তাহে রক্ত রেখাগণ চিত্র শোভা মনোরম
যাতে কৃষ্ণের উনমত চিত ॥ ৪ ॥

সরত্নস্বর্ণরাজীব-কর্ণিকা-কৃত-কর্ণিকাং।
কস্তুরীবিন্দু চিবুকাং রত্নগ্রৈবেয়কোজ্জ্বলাং॥ ৫ ॥

কর্ণে স্বর্ণ ঢেড়ি সাজে নানা রত্ন তার মাঝে
অবতংস তাহার উপর।
চিবুকে কস্তুরী বিন্দু মুখে যার শোভে ইন্দু
যার শোভা কাম অগোচর॥ ৫ ॥

দিব্যাঙ্গদ-পরিষ্বঙ্গ-লসদ্ভুজ-মৃণালিকাং।
বলারি রত্নবলয় কলালম্বি কলাবিকাং॥ ৬॥

পদ্মের মৃণাল জিনি বাহুযুগ সুবলনি
অঙ্গদ কঙ্কণ শোভে তায়।
নীলমণি চুড়ী হাতে নানরত্ন সাজে তাতে
কৃষ্ণ মনহংস বদ্ধ তায়॥ ৬॥

রত্নাঙ্গুরীয়কোল্লাসি বরাঙ্গুলি করাম্বুজাং।
মনোহর মহাহার বিহারি কুচকুটালাং॥ ৭॥

করাম্বুজে বরাঙ্গুলী তাহে নানা রত্নাঙ্গুরী
উল্লসিত করে যার শোভা।
মনোহর হার গলে তাহে নানা রত্ন মিলে
পয়োধর বেড়ি যার শোভা ॥ ৭ ॥

রোমালি ভুজগী মূর্দ্ধরত্নাভ তরলাঞ্চিতাং।
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভঙ্গুর মধ্যমাং ॥ ৮ ॥

নাভি হইতে রোমাবলি ঊর্দ্ধে যার শোভে ভালি
শিরে মণি যেন ভুজঙ্গিনী।
মধ্যদেশ ক্ষীণ অতি ত্রিবলি বন্ধন তথি
ভাঙ্গে পাছে এই ভয় মানি ॥ ৮ ॥

মণিসারসনাধার বিস্ফার শ্রোণিরোধসং।
হেমরম্ভামদারম্ভ স্তম্ভনোরু যুগাকৃতিং ॥ ৯ ॥

বিস্তার নিতম্ব মাঝে ক্ষুদ্রঘণ্টী তাহে বাজে
মণিতে খচিত মনোহর।
স্বর্ণ কদলিকা জিনি ঊরুযুগ সুবলনি
যার শোভা কাম অগোচর ॥ ৯ ॥

জানুদ্যুতিজিতফুল্ল পীতরত্নসমুদ্গাকাং।
শরন্নীরজ-নীরাজ্য মঞ্জীরবিরণৎপদাং ॥ ১০ ॥

পীতবর্ণ রত্ন ঘটা, জিনিয়া জানুর ছটা, যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
শরতের পদ্ম জিনি, শ্রীচরণ দুইখানি, নূপুরের ধ্বনি যার গান।।

রাকেন্দু-কোটিসৌন্দর্য্য জৈত্রপাদনখদ্যুতিং।
অষ্টাভিঃ সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈরাকুলীকৃত বিগ্রহাং ॥ ১১ ॥

কোটি পূর্ণিমার চান্দ, জিনিয়া নখের ছান্দ, ঝলমল কিরণ যাহার।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণ, আকুল তাহার মন, তাত হয় বিগ্রহ যাহার ॥ ১১ ॥

মুকুন্দাঙ্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোর্মিত রঙ্গিতাং।
ত্বামারব্ধপ্রিয়ানন্দাং বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি॥ ১২॥

যার কটাক্ষ কামশরে, কৃষ্ণে উন্মাদিত করে, মনাব্ধির তরঙ্গ বাড়ায়।
হেন বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে বন্দো কর যুড়ি, কৃষ্ণ প্রিয়াগণানন্দ তায়॥

অয়ি প্রোদ্যন্মহাভাব মাধুরী বিহ্বলান্তরে!
অশেষ নায়িকাবস্থা প্রাকট্যাদ্ভুত চেষ্টিতে॥ ১৩॥
মহাভাব মাধুরী, যাঁহাতে উদয় করি, বিহ্বল করয়ে অতিশয়।
অশেষ নায়িকার গুণ, তাঁতে হয় প্রকটন, অপরূপ চরিত্র আশয়॥

সর্ব্বমাধুর্য্য বিঞ্ছোলী নির্ম্মঞ্ছিত পদাম্বুজে।
ইন্দিরা মৃগ্য সৌন্দর্য্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলে॥ ১৪॥

সকল মাধুরী যার পদাম্বুজে পরচার
নিছনি লইল সবিশেষে।
নারায়ণের প্রিয়তমা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সীমা
স্ফুরে যার পদনখ পাশে॥ ১৪॥

গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ-সীমন্তোত্তংস মঞ্জরি!
ললিতাদি সখীযূথ জীবাতুস্মিত কোরকে॥ ১৫॥

গোকুল নগরে কত, ইন্দুমুখী শত শত,সীমন্ত মঞ্জরী করি মানে
ললিতাদি সখীগণ সাক্ষাত যার জীবন
মানে যারে পরাণের পরাণে॥ ১৫॥

চটুলাপাঙ্গ-মাধুর্য্য বিন্দূন্মাদিত মাধবে।
তাত পাদ যশঃ স্তোম কৈরবানন্দ চন্দ্রিকে॥ ১৬॥

চঞ্চল কটাক্ষ শরে কৃষ্ণে উন্মাদিত করে
যাহার মাধুর্য্য এক বিন্দু।
পিতা মাতা গুরুজন যার বশে সুপ্রসন্ন
কুমুদ সহিত যৈছে ইন্দু॥ ১৬॥

অপারকরুণাপূরপূরিতান্তর্মনোহ্রুদে।
প্রসীদাস্মিন্‌জনে দেবী! নিজদাস্যস্পৃহাজুষি ॥ ১৭ ॥

অপার সাগর, করুণার পূর, পূরিত অন্তর যার।
হে দেবী রাধিকে, এই যে দাসীকে, করি লহ আপনার ॥ ১৭ ॥

ক্বচিৎ ত্বং চাটুপটুনা তেন গোষ্ঠেন্দ্রসূনুনা।
প্রার্থমান চলাপাঙ্গ প্রসাদাদ্রক্ষ্যসে ময়া ॥ ১৮ ॥

নন্দের নন্দনে, বিনয় বচনে, কত না সাধিবে তোরে।
তুঁহু সে মানিনী, প্রিয় বাণী শুনি, প্রসন্ন হইবি তারে ॥
এ সব তোমার, প্রেমের পসার, তাহে নানা উপচার।
হেন দিন হব, সে সঙ্গে রহিব, সে লীলা হেরিব আর ॥ ১৮ ॥

ত্বাং সাধুমাধবীপুষ্পৈর্মাধবেন কলাবিদা।
প্রসাধ্যমানাং স্বিদ্যন্তীং বীজয়িষ্যামহং কদা ॥ ১৯ ॥

মাধবীর ফুলে, করি পুটাঞ্জলী, তোমারে সাধিব কান।
কাম কলানিধি, রসের অবধি, বিধি কৈল নিরমান ॥
তুঁহু কমলিনী, তাহে স্বেদ জানি, চামর করিব তোরে।
হেন কবে আর, হইবে আমার, এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ১৯ ॥

কেলি বিস্রংসিনোবক্র কেশবৃন্দস্য-সুন্দরি।
সংস্কারায় কদা দেবী! জনমেতং নিদেক্ষ্যসি ॥ ২০ ॥

নানা লীলা ভরে, রসের আবেশে, কেশ বেশ হব দূরে।
কবে হেন হব, সে বেশ করিব, এ কৃপা করিবে মোরে ॥ ২০ ॥

কদা বিম্বোষ্ঠি! তাম্বূলং ময়া তব মুখাম্বুজে।
অর্প্যমাণং ব্রজাধীশসূনুরাচ্ছিদ্যভোক্ষ্যতে ॥ ২১ ॥

তব মুখাম্বুজে, তাম্বূল এই যে, কবে বা যোগাব আমি।
নন্দ-সুত তাহা, কাড়িয়া খাইবে, এমন করিবে তুমি ॥ ২১ ॥

ব্রজরাজকুমারবল্লভাকুল-সীমন্তমণি! প্রসীদ মে।
পরিবারগণস্য তে যথা পদবী-মে ন দবীয়সী ভবেৎ ॥ ২২ ॥

নন্দের নন্দন, তাঁর প্রিয় জন, সীমন্তে যে মণি ধরে।
এমন যে তুমি, কি বলিব আমি, প্রসন্ন হইবে মোরে।
পরিবারগণ, আছে যত জন, তোমার প্রেমের দাসী।
তা সবার মাঝারে, দাসী-পদ মোরে, দেহ তবে ভালবাসি॥

করুণাং মুহুরর্থয়ে পরং তব বৃন্দাবন-চক্রবর্ত্তিনি!
অপি কেশিরিপোর্যয়াভবেৎ সচটুপ্রার্থনভাজনং জনঃ॥ ২৩॥

বারে বারে বলি, তুয়া পদ ধরি, বৃন্দাবন বিহারিণী!
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর, রাখ মোর বাণী॥
কেশিরিপু জন, প্রার্থনা ভাজন, তুয়া প্রেম পরসাদে।
যদি কৃপা কর, এ দাসী উপর, নিবেদিয়ে দেবী রাধে॥ ২৩॥

ইমং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা জনো যঃ পঠতি স্তবং।
চাটু পুষ্পাঞ্জলিং নাম স স্যাদস্যা কৃপাস্পদং॥ ২৪॥

চাটু পুষ্পাঞ্জলি, এই স্তবাবলী, যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী, তারে কৃপা করি, দাসীপদ দেন দান॥ ২৪॥

শ্রীমদ্রূপ ইত, গোস্বামি বিরচিত, শ্রীমুখ গলিত ধার।
রাধাঙ্গ বর্ণন, করিল রচন, অর্থ করি পরচার॥

ইলি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতঃ শ্রীশ্রীচাটুপুষ্পাঞ্জলিঃ
সমাপ্ত।

ইতি শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুর বিরচিত
শ্রীশ্রীভাষা চাটুপুষ্পাঞ্জলি সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকার্পণ্য পঞ্জিকা স্তোত্রং ॥

তিষ্ঠন্ বৃন্দাটবী-কুঞ্জে বিজ্ঞপ্তিং বিদধাত্যসৌ।
বৃন্দাটবীশয়োঃ পাদপদ্মেষু কৃপণো জনঃ ॥ ১ ॥

নবেন্দীবর-সন্দোহ সৌন্দর্য্যাস্কন্দন প্রভুং।
চারু-গোরোচনা গর্ব্ব গৌরব গ্রাসি সৌরভাং ॥ ২ ॥

শাতকুম্ভ-কদম্বশ্রী-বিড়ম্বি-স্ফুরদম্বরং।
হরতা কিংশুকস্যাংশূনংশুকেনবিরাজিতাং ॥ ৩ ॥

সর্ব্ব-কৈশারবদ্বৃন্দ-চূড়ারূঢ়-হরিন্মণিঃ
গোষ্ঠাশেষ-কিশোরীণাং ধম্মিল্লোত্তংস মল্লিকাং ॥ ৪ ॥

শ্রীশমুখ্যাত্মরূপাণাং রূপাতিশয়ি-বিগ্রহং।
রমোজ্জ্বল-ব্রজবধু-ব্রজ-বিস্মাপি-সৌষ্ঠবাং ॥ ৫ ॥

সৌরভ্যাহৃত-গন্ধর্ব্বং গন্ধোন্মাদিত-মাধবাং।
রাধা রোধন-বংশীকং মহতী মোহিতাচ্যুতাং ॥ ৬ ॥

রাধা-ধৃতি-ধন-স্তেন-লোচনাঞ্চল চাপলং।
দৃগঞ্চল-কলা-ভৃঙ্গী-দষ্ট-কৃষ্ণ-হৃদম্বুজাং ॥ ৭ ॥

রাধা-গূঢ়-পরিহাস-প্রৌঢ়ি-নির্ব্বচনীকৃতং।
ব্রজেন্দ্রসুত-নর্ম্মোক্তি রোমাঞ্চিততনূলতাং ॥ ৮ ॥

দিব্য সদ্‌গুণ-মাণিক্য-শ্রেণী রোহণ-পর্ব্বতং।
উমাদি-রমণীব্যূহ-স্পৃহণীয় গুণোৎকরাং ॥ ৯ ॥

ত্বাঞ্চ বৃন্দাবনাধীশ! তাঞ্চ বৃন্দাবনেশ্বরী!
কাকুভির্বন্দমানোহয়ং মন্দং প্রার্থয়তে জনঃ ॥ ১০ ॥

যোগ্যতা মে ন কাচিদ্বাং কৃপালাভায় যদ্যপি।
মহাকৃপালু-মৌলিত্বাত্তথাপি কুরুতং কৃপাং ॥ ১১ ॥

অযোগ্যে সাপরাধেঽপি দৃশ্যন্তে কৃপয় কুলাঃ।
মহাকৃপালবো হন্ত! লোকে লোকেশ বন্দিতৌ॥ ১২॥

ভক্তের্বাং করুণা হেতোর্লেশাভাসোঽপি নাস্তি মে।
মহালীলেশ্বরতয়া তদপ্যত্র প্রসীদতং॥ ১৩॥

জরে দুষ্টেঽপ্যভক্তেঽপিপ্রসীদন্তো বিলোকিতাঃ।
মহালীলামহেশাশ্চ হেনাথৌ বহবে ভুবি॥ ১৪॥

অধমোঽপুত্ত্যমং মত্বা সমজ্ঞোঽপিমনীষিণং।
শিষ্টং দুষ্টোঽপ্যয়ং জন্তর্মন্ত ব্যধিতো যদ্যপি॥ ১৫॥

তথাপ্যস্মিন্ কদাচিদ্ বামধীশৌ নাম জল্পিনি।
অবদ্যবৃন্দ-নিস্তারি নামাভাসৌ প্রসীদতং॥ ১৬॥

যদক্ষম্যং নু যুবয়োঃ সকৃদ্ভক্তি লবাদপি।
তদাগঃ ক্বাপি নস্ত্যেব কৃত্বাশাং প্রার্থয়ে ততঃ॥ ১৭॥

হন্ত! ক্লীবোঽপি জীবোঽয়ং নীতঃ কষ্টেনধৃষ্টতাং।
মুহুঃ প্রার্থয়তে নাথৌ প্রসাদঃ কোঽপ্যুদঞ্চতু॥ ১৮॥

এষ পাপীরুদন্নু চৈরাদায়রদনৈস্তৃণং।
হা নাথৌ নাথতি প্রাণী সীদত্যত্র প্রসীদতং॥ ১৯॥

হাহা রাবমসৌ কুর্ব্বন্ দুর্ভগো ভিক্ষতে জনঃ।
এতাং মে শৃণুতং কাকুং কাকুং শৃণুতমীশ্বরৌ॥ ২০॥

যাচে ফুৎকৃত্য ফুৎকৃত্য হাহা কাকুভিরাকুলঃ।
প্রসীদ তমযোগ্যেঽপি জনেঽস্মিন্ করুণার্ণবৌ॥ ২১॥

ক্রোশত্যার্ত্তস্বরৈ রাস্যে ন্যস্যাঙ্গুষ্ঠমসৌ জনঃ।
কুরুতং কুরুতং নাথৌ করুণা কণিকামপি॥ ২২॥

বাচেহ দীনয়া যাচে সাক্রন্দমতিমন্দধীঃ।
কিরতং করুণাস্বান্তৌ করুণোর্ম্মিচ্ছটামপি॥ ২৩॥

মধুরাঃ সন্তি যাবন্তো ভাবাঃ সর্ব্বত্রচেতসঃ।
তেভ্যোঽপি প্রেমমধুরং প্রসাদী করুতং নিজং॥ ২৪ ॥

সেবামেবাদ্য বাং দেবাবীহে কিঞ্চন নাপরং।
প্রসাদাভিমুখৌ হন্ত ভবন্তৌ ভবতাং ময়ি॥ ২৫ ॥

নাথিতং পরমেবেদমনাথ জন বৎসলৌ।
স্বংসাক্ষাৎদাস্যমেবাস্মিন্ প্রসাদীকুরুতং জনে॥ ২৬ ॥

অঞ্জলিং মূৰ্দ্ধি,বিন্যস্য দীনোঽহয়ং ভিক্ষতে জনঃ।
অস্য সিদ্ধিরভীষ্টস্য সকৃদপ্যুপপাদ্যতাং॥ ২৭ ॥

অমলো বাং পরিমলঃ কদা পরিমিলন বনে।
অনর্ঘেণ প্রমোদেন ঘ্রাণং মে ঘূর্ণয়িষ্যতি?॥ ২৮ ॥

রঞ্জয়িষ্যতিকর্ণৌ মে হংসগুঞ্জিত-গঞ্জনং।
মঞ্জুলং কিং নু যুবয়ো মঞ্জীরকল সিঞ্জিতং?॥ ২৯ ॥

সৌভাগ্যাঙ্করথাঙ্গাদি লক্ষিতানি পদানি বাং।
কদা বৃন্দাবনে পশুন্নুন্মদিয্যত্যয়ং জনঃ॥ ৩০ ॥

সৰ্ব্ব সৌন্দর্য্য মর্য্যাদানীরাজপদনীরজৌ।
কিমপূর্ব্বাণি পর্ব্বাণি হা মামাক্ষ্ণোর্ব্বিধাস্যথ?॥ ৩১ ॥

সুচিরাশা ফলাভোগ-পদাম্ভোজ বিলোকনৌ।
যুবাং সাক্ষাজ্জনস্যাস্য ভবেতমিহ কিং ভবে?॥ ৩২ ॥

কদা বৃন্দাটবীকুঞ্জকন্দরে সুন্দরোদয়ৌ।
খেলন্তৌ বাং বিলোকিষ্যে সুরতৌ নাতি দূরতঃ॥ ৩৩ ॥

গুর্ব্বায়ত্ততয়া ক্বাপি দুর্ল্লভান্যোন্যবীক্ষণো।
মিথঃ সন্দেশসীধুভ্যাং নন্দয়িষ্যামি বাং কদা॥ ৩৪ ॥

গবেষয়ন্তাবন্যোন্যং কদা বৃন্দাবনান্তরে।
সঙ্গময্যযুবাং লপ্স্যে হারিণং পারিতোষিকং?॥ ৩৫ ॥

পণীকৃতমিথোহার লুণ্ঠনব্যগ্রহস্তয়োঃ।
কলিং দ্যূতে বিলোকিষ্যে কদা বাং জিতকাশিনোঃ ॥ ৩৬ ॥

কুঞ্জে কুসুমশয্যায়াং কদা বামর্পিতাঙ্গয়োঃ।
পাদ সম্বাহনং হন্ত জনোহয়ং রচয়িষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

কন্দর্পকলহোদঘট্ট ত্রুটিতানাং লতাগৃহে।
কদা গুম্ফায় হারাণাং ভবন্তৌ মাং নিযোক্ষ্যতঃ ॥ ৩৮ ॥

কেলিকল্লোল বিস্রস্তান্ হন্ত বৃন্দাবনেশ্বরৌ।
কর্হি বর্হিপতত্রৈর্বাং মণ্ডয়িষ্যামি কুন্তলান্? ॥ ৩৯ ॥

কন্দর্পকেলি পাণ্ডিত্য খণ্ডিতাকল্পয়োরহং।
কদা বামলিকদ্বন্দ্বং করিষ্যে তিলকোজ্জ্বলং ॥ ৪০ ॥

দেবোরস্তে বনস্রগভির্দৃশৌ তে দেবী কজ্জ্বলৈঃ।
অয়ং জনঃ কদাকুঞ্জমণ্ডপে মণ্ডয়িষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জাম্বূনদাভ-তাম্বূলিপর্ণান্যবদলয্য বাং।
বদনাম্বুজয়োরেষ নিধাস্যতি জনঃ কদা? ॥ ৪২ ॥

ক্বাসৌ দুষ্কৃতকর্ম্মাহং ক্ব বামভ্যর্থনেদৃশী।
কিং বা কং বা ন যুবয়োরুন্মাদয়তি মাধুরী? ॥ ৪৩ ॥

যয়া বৃন্দাবনে জন্তুরনর্হোহপ্যেষ বাস্যতে।
তয়ৈবকৃপয়া নাথৌ সিদ্ধিং কুরুতমীপ্সিতম্ ॥ ৪৪ ॥

কার্পণ্য পঞ্জিকামেতাং সদা বৃন্দাটবীনটৌ।
গিরৈব জল্পতোহপ্যস্য জন্তোঃ সিধ্যতু বাঞ্ছিতঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী কৃত কার্পণ্য
পঞ্জিকাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকৃপা কটাক্ষ স্তোত্র ॥

ভজেব্রজৈকমণ্ডনং সমস্তপাপ খণ্ডনং
সভক্তচিত্তরঞ্জনম্ সদৈবনন্দনন্দনম্।
সুপিচ্ছগুচ্ছমস্তকং সুনাদবেণুহস্তকং
অনঙ্গরঙ্গসাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্॥

মনোজগর্বমোচনং বিশাললোললোচনং
বিধূতগোপশোচনং নমামিপদ্মলোচনং।
করারবিন্দভূধরং স্মিতাবলোকসুন্দরং
মহেন্দ্রমানর্দারণং নমামি কৃষ্ণবারণং॥

কদম্বসূনুকুণ্ডলং সুচারুগন্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণদুর্লভং।
যশোদয়া সমোদয়া সগোপয়া সনন্দয়া
যুতং সুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কং॥

সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয়মানসে নিজং
দধানমুক্তমালকং নমামি নন্দবালকং।
সমস্তদোষশোষণং সমস্তলোকপোষণং
সমস্তগোপমানসং নমামি নন্দলালসম্॥

ভুবো ভরাবতারকং ভবাব্ধিকর্ণধারকং
বশোমতিকিশোরকং নমামি চিত্তচোরকং।
দৃগন্তকান্তভঙ্গিনং সদাসদালিসঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবং॥

গুণাকরং সুখাকর কৃপাকরং কৃপাপরং
সুরদ্বিষন্নিকন্দনং নমামি গোপনন্দনং।
নবীন গোপনাগরং নবীনকেলি—লম্পটং
নমামি মেঘসুন্দরং তড়িৎপ্রভালসৎপটৎ॥

সমস্ত গোপ মোহনং হৃদম্বুজৈকমোদনং
নমামিকুঞ্জমধ্যগং প্রসন্ন ভানুশোভনম্।
নিকামকামদায়কং দৃগন্তচারুশায়কং
রসালবেণুগায়কং নমামিকুঞ্জনায়কম্॥

বিদগ্ধ গোপিকামনো মনোজ্ঞ তল্প শায়িনং
নমামি কুঞ্জকাননে প্রবৃদ্ধিবহ্নিপায়িনম্।
কিশোরকান্তিরঞ্জিতং দৃগঞ্জনং সুশোভিতং
গজেন্দ্রমোক্ষকারণং নমামি শ্রীবিহারিণম্॥

যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণসৎকথা
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাং।
প্রমাণিতং স্তবদ্বয়ং পঠন্তি প্রাতরুত্থিতাঃ
ত এব নন্দনন্দনং মিলন্তি ভাবসংস্থিতাঃ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণকৃপা কটাক্ষ স্তোত্রম্॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃপা কটাক্ষ স্তোত্র ॥

মুনীন্দ্রবৃন্দবন্দিতে ত্রিলোকশোকহারিণী
প্রসন্নবক্ত্রপঙ্কজে নিকুঞ্জভূবিলাসিনী।
ব্রজেন্দ্রভানুনন্দিনী ব্রজেন্দ্র সূনুসঙ্গতে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষ ভাজনম্?॥

অশোকবৃক্ষবল্লরী বিতানমণ্ডপস্থিতে
প্রবালজ্বালপল্লব প্রভারুণাংঘ্রিকোমলে।
বরাভয়স্ফুরৎকরে প্রভূতসম্পদালয়ে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

অনঙ্গরঙ্গমঙ্গল প্রসঙ্গভঙ্গুরভ্রুবাং
সুবিভ্রমং সসম্ভ্রমং দৃগন্তবাণপাতনৈঃ।
নিরন্তর বশীকৃত প্রতীতনন্দনন্দনে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

তড়িৎসুবর্ণচম্পক প্রদীপ্তগৌরবিগ্রহে
মুখপ্রভাপরাস্তকোটিশারদেন্দুমণ্ডলে।
বিচিত্রচিত্রসঞ্চরচ্চকোরশাবলোচনে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

মদোন্মদাতিযৌবনে প্রমোদ মানমণ্ডিতে
প্রিয়ানুরাগরঞ্জিতে কলাবিলাসপণ্ডিতে।
অনন্যধন্যকুঞ্জরাজ কামকেলিকোবিদে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

অশেষহাবভাব ধীরহীর হার ভূষিতে
প্রভূতশাতকুম্ভকুম্ভ কুম্ভকুম্ভিসুস্তনি।
প্রশস্তমন্দহাস্যচূর্ণপূর্ণসৌখ্যসাগরে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

মৃণালবালবল্লরী তরঙ্গরঙ্গদোর্লতে
লতাগ্রলাস্যলোলনীল লোচনাবলোকনে।
ললল্লুলন্মিলন্মনোজ্ঞ মুগ্ধ মোহনাশ্রয়ে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

সুবর্ণমালিকাঞ্চিতে ত্রিরেখকম্বুকণ্ঠগে
ত্রিসূত্রমঙ্গলীগুণ ত্রিরত্নদীপ্তিদীধিতি।
সলোলনীলকুন্তলে প্রসূনগুচ্ছগুম্ফিতে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

নিতম্ববিম্বলম্বমান পুষ্পমেখলাগুণ
প্রশস্তরত্নকিঙ্কিণী কলাপমধ্যমঞ্জুলে।
করীন্দ্রশুণ্ডদণ্ডিকা বরোহ সৌভগোরুকে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

অনেকমন্ত্রনাদমঞ্জু নূপুরারবস্খলৎ
সমাজরাজহংসবংস নিক্কণাতিগৌরবে
বিলোলহেমবল্লরী বিড়ম্বিচারুচঙ্ক্রমে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

অনন্তকোটিবিষ্ণুলোক নম্রপদ্মজার্চিতে
হিমাদ্রিজাপুলোমজা বিরিঞ্চিজাবরপ্রদে।
অপারসিদ্ধিবৃদ্ধিদিগ্ধ সৎপদাঙ্গুলীনখে
কদাকরিষ্যসীহ মাং কৃপাকটাক্ষভাজনম্॥

মহেশ্বরী ক্রিয়েশ্বরী সুভেশ্বরী সুরেশ্বরী
ত্রিবেদভারতীশ্বরী প্রমাণশাসনেশ্বরী।
রমেশ্বরী ক্ষমেশ্বরীপ্রমোদকাননেশ্বরী
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধিপে শ্রীরাধিকে নমোস্তুতে॥

ইতিদমদ্‌ভুতস্তবনিশম্য ভানুনন্দিনী
করোতু সন্ততং জনং কৃপাকটাক্ষভাজনম্।
ভবেত্তৈবসংচিত ত্রিরূপকর্মনাশনং
লভেত্তদাব্রজেন্দ্রসূনু মণ্ডলপ্রবেশনম্॥

রাকায়াং চ সিতাষ্টম্যাং দশম্যাং চ বিশুদ্ধয়াং।
একাদশ্যাং ত্রয়োদশ্যাং যঃ পঠেৎসাধকঃ সুধী॥
যং যং কাময়তে কামং তং তং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
রাধাকৃপাকটাক্ষেণ ভক্তিঃ স্যাৎ প্রেমলক্ষণা॥

ঊরুমাত্রে নাভিমাত্রে হৃন্মাত্রে কণ্ঠমাত্রকে।
রাধাকুণ্ড জলে স্থিত্বা যঃ পঠেৎসাধকঃ শতম্॥

তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ বাঞ্ছিতার্থফলম্ লভেৎ।
ঐশ্বর্য্যং চ লভেৎসাক্ষাৎদৃশা পশ্যতি রাধিকাম্॥

তেন সা তৎক্ষণাদেব তুষ্টা দত্তে মহাবরম্।
যেন পশ্যন্তি নেত্রাভ্যাং তৎপ্রিয়ং শ্যামসুন্দরম্॥

নিত্য লীলা প্রবেশং চ দদাতি শ্রীব্রজাধিপঃ।
অতঃ পরতরং প্রায়ং বৈষ্ণবানাং ন বিদ্যতে॥

শ্রীশ্রীরাধা স্তোত্র ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

কিং নু গুহ্যতরং ব্রহ্মন্ যচ্চিন্ত্যমখিলেশ্বরৈঃ।
তন্মে ব্রূহি সুতত্ত্বজ্ঞ যোগেশ ময়ি বৎসল॥ ১॥

শ্রীব্রহ্মোউবাচ—

শৃনু গুহ্যতমং তাত নারায়ণ মুখাচ্ছ্রুতং।
সৰ্ব্বৈশ্চ পূজিতা দেবী রাধা বৃন্দাবনে বনে॥ ২॥

রাধা বিশ্লেষতঃ কৃষ্ণো হ্যেকদা প্রেম বিহ্বলঃ।
রাধামন্ত্রং জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সৰ্ব্বত্র পশ্যতি॥ ৩॥

অস্য শ্রীরাধাস্তোত্রস্য ব্রহ্মা ঋষি! অনুষ্ঠুপশ্ছন্দ!
শ্রীরাধা দেবতা ক্লীং বীজং শ্রীরাধাপ্রীত্যর্থে জপে
বিনিয়োগঃ।

গৃহে রাধা বনে রাধা পৃষ্ঠেপুরঃ স্থিতা রাধা।
যত্র তত্র স্থিতা রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া॥ ৪॥

জিহ্বা রাধা শ্রুতৌ রাধা নেত্রে রাধা হৃদিস্থিতা।
সৰ্ব্বাঙ্গ ব্যাপীনী রাধা রাধৈষ রাধ্যতে ময়া॥ ৫॥

কিশোরী সুন্দরী রূপা রাধা কমল লোচনা।
শ্রীকৃষ্ণ শ্লেষিতা রাধা বৃন্দাবন বিহারিণী॥ ৬॥

পূজা রাধা জপে রাধা রাধিকা চাভিবন্দনে।
শ্রুতৌ রাধা শিরৌ রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ৭॥

গানে রাধা গুণে রাধা রাধিকা ভোজনে চ গতৌ।
রাত্রৌ রাধা দিবা রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ৮॥

মাধুর্য্যে মধুরা রাধা মহত্ত্বে রাধিকা গুরু।
সৌন্দর্য্যে সুন্দরী রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ৯॥

রাধা পদ্মাননা পদ্মা পদ্মে স্তবমুপাসিতা।
পদ্মবিম্বার্চ্চিতা রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ১০॥

রাধাকৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মকো ধ্রুবং।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ১১॥

জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তনু।
কর্ম্মাগ্রে রাধিকা কীর্ত্তির্মনোহগ্রে রাধিকা মনু॥ ১২॥

রাধারস সুধা সিন্ধু রাধা সৌভাগ্য সুন্দরী।
রাধা ব্রজাঙ্গনা মুখ্যা রাধৈব রাধ্যতে ময়া॥ ১৩॥

কৃষ্ণেন পঠিতং স্তোত্রং শ্রীরাধা প্রীতয়েপরং।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং কৃষ্ণ রাধা প্রিয়ো ভবেৎ॥ ১৪॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণোক্তম্ শ্রীব্রহ্ম-নারদ সংবাদে
শ্রীশ্রীরাধা স্তোত্রং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং॥

বৃষভ-দনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ
র্নিখিল-নিজসখীভি-র্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণং।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞা প্রমোদৈ
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ১॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তং
জনয়তি হৃদি-ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ২॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ
প্রসরকৃত কটাক্ষ-প্রাপ্তি কামঃ প্রকামং।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নান সেবানুবন্ধে-
স্তদভি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ৩॥

ব্রজ-ভুবন-সুধাংশোঃ প্রেম-ভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা
স্তদভি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ৪॥

অপি জন ইহ কশ্চিৎ যস্য সেবা প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র সূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা দাস্য-পুষ্প প্রশস্যা
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ৫॥

তটমধুর নিকুঞ্জাঃ ক্লীপ্তনামান উচ্চৈ
র্নিজপরিজন-বর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতা স্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা
স্তদভি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ৬॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি হৃদ্যাং
মধুর-মধুর-বার্ত্তাং গোষ্ঠ-চন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি-মিথ-ঈশা-প্রাণ-সখ্যালিভিঃ সা
স্তদভি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রেয়ো মে॥ ৭॥

অনুদিন-মতি-রঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালি-সংঘৈ
র্বর-সরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে।
বিহরিত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
স্তদতি সুরভি রাধাকুণ্ড-মেবাশ্রয়ো মে॥ ৮॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারুকুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরি পঠতি তদীয়োল্লাসী দাস্যার্পিতাত্মা

অচির-মিহ-শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপু-রতি-মোদৈঃ শ্লিষ্যমানাং প্রিয়াং তাং॥ ৯॥

ইতি শ্রীল শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী
বিরচিতঃ শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাদেব্যাষ্টকং॥

গাঙ্গেয় চাম্পেয় তড়িদ্‌বিনিন্দি-রোচিঃ প্রবাহ স্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুক-রন্ধু-দ্যুতি দিব্যবাসো বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ১॥

বিম্বাধরোদিত্বর মন্দহাস্য নাসাগ্র মুক্তাদ্যুতি দীপিতাস্যে।
বিচিত্র রত্নভরণশ্রিয়াঢ্যে বৃন্দে! নুমস্তে চারণারবিন্দম্॥ ২॥

সমস্ত বৈকুণ্ঠ শিরোমণৌ শ্রীকৃষ্ণস্য বৃন্দাবনধন্যধাম্নি।
দত্তাধিকারে বৃষভানু পুত্র্যা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৩॥

ত্বদাজ্ঞয়া পল্লব পুষ্প ভৃঙ্গমৃগাদিভির্মাধব কেলিপুঞ্জাঃ।
মধ্বাদিভির্ভান্তি বিভূষ্যমাণা বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৪॥

ত্বদীয়-দৃত্যেন নিকুঞ্জ-যূনো-রত্যুৎকয়োঃ কেলি বিলাস সিদ্ধি।
ত্বৎ-সৌভগং কেন নিরুচ্যতাং তদ্ বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৫॥

রাসাভিলাষো বসতিশ্চ বৃন্দাবনে ত্বদীশাঙ্ঘ্রি সরোজ সেবা।
লভ্যা চ পুংসাং কৃপয়া তবৈব বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৬॥

ত্বং কীর্ত্যসে সাত্বত তন্ত্রবিদ্ভির্লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণ-শক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৭॥

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধ লক্ষৈঃ ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদি তরঙ্গ মধ্যে।
কৃপাময়ি! ত্বাং শরণং প্রপন্না বৃন্দে! নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥ ৮॥

বৃন্দাষ্টকং যঃ শৃণুয়াৎ পঠেদ্ বা বৃন্দাবনাধীশ পদাজ্জ ভৃঙ্গঃ।
স প্রাপ্য বৃন্দাবন নিত্যবাসং তৎ প্রেম সেবাং লভতে কৃতার্থঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর বিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীবৃন্দাদেব্যাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং ॥

মুকুন্দ-মুরলীরব-শ্রবণ ফুল্ল-হৃদ্বল্লবী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-বুঞ্জান্তরা।
কলিন্দ-গিরিনন্দিনী-কমলকন্দলান্দোলিনা;
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ১॥

বৈকুণ্ঠপুর-সংশ্রয়াদ্ বিপিনতোহপি নিঃশ্রেয়সাৎ;
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীং।
চতুর্ম্মুখমুখৈরপি স্পৃহিততার্ণ স্নেহোদ্ভবা;
জগদ্গুরুভিরগ্রিমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ২॥

অনারতবিকস্বর-ব্রততিপুঞ্জপুষ্পাবলী-
বিসারি-বরসৌরভোদ্গমরমা-চমৎকারিণী।
অমন্দমকরন্দভৃদ্ বিটপিবৃন্দবন্দীকৃত-
দ্বিরেফ-কুলবন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৩॥

ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্ব্রজনবীনযূনোঃ পদৈঃ;
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা-ললিতলক্ষ্ম লক্ষ্মীভরৈঃ।
তয়োর্নখরমণ্ডলী-শিখরকেলি চার্য্যোচিতৈ-
র্বৃতাকিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৪॥

ব্রজেন্দ্র সখনন্দিনী-শুভতরাধিকারক্রিয়া-
প্রভাবজ-সুখোৎসব স্ফুরিত জঙ্গমস্থাবরা।

প্রলম্বদমনানুজ-ধ্বনিতবংশীকা-কাকলী,
রসজ্ঞ-মৃগমণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৫॥

অমন্দমুদিরা-র্ব্বূদা-ভ্যধিক-মাধুরীমেদুর-
ব্রজেন্দ্রসুত-বীক্ষণোন্নটিত-নীলকণ্ঠোৎকরা।
দিনেশ-সুহৃদ ত্মজাকৃত নিজাভি-মানোল্লস-
ল্লতাখগমৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৬॥

অগণ্যগুণ নাগরীগণ-গরিষ্ঠ গান্ধর্ব্বিকা-
মনোজরণ-চাতুরী পিশুন-কুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলা।
জগত্রয়-কলাগুরোর্ললিত-লাস্যবল্লৎপদ-
প্রয়োগ-বিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৭॥

বরিষ্ঠহরিদাসতা পদসমৃদ্ধ-গোবর্দ্ধনা
মধূদ্বহবধূচমৎকৃতি-নিবাসরাসস্থলা।
অগূঢ়গহনশ্রিয়ো মধুরিমব্রজেনোজ্জ্বলা-
ব্রজস্যসহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী॥ ৮॥

ইদং নিখিলনিষ্কুটাবলি বরিষ্ঠ বৃন্দটবী-
গুণস্মরণকারী যঃ পঠতি সুষ্ঠু পদ্যাষ্টকং।
বসন্ ব্যসনমুক্তধীরনিশমত্র সদ্বাসনঃ
স পীতবসনে বশী রতিমবাপ্য বিক্রীড়তি॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি বিরচিতং
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনাষ্টকং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকং॥

বৃষভ-দনুজ-নাশানন্তরং যৎ স্বগোষ্ঠী—
ময়সি বৃষভ-শত্রো মা স্পৃশ ত্বং বদন্ত্যাং।
ইতি বৃষরবিপুত্র্যাং কৃষ্ণপার্ষ্ণি প্রখাতং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ১॥

ত্রিজগতি নিবসদ্ যৎ তীর্থবৃন্দং তমোঘ্নং
ব্রজনৃপতি-কুমারেণাহৃতংতৎ সমগ্রং।
স্বয়মিদমবগাঢ়ং যন্মহিম্নঃ প্রকাশং
তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ২॥

যদতি বিমল-নীরে তীর্থরূপে প্রশস্তে
ত্বমপিকুরু কৃশাঙ্গি! স্নানমত্রৈব রাধে।
ইতি বিনয় বচোভিঃ প্রার্থনাকৃৎ স কৃষ্ণ-
স্তদতি-বিমল-নীরং শ্যামকুন্ডং গতির্ম্মে॥ ৩॥

বৃষভ-দনুজ-নাশাদুত্থ পাপং সমাপ্তং
দ্যুমণি সখ জয়োচ্চৈর্বর্জ্জয়িত্বেতি তীর্থং।
নিজমখিল-সখিভিঃ কুণ্ডমেব প্রকাশ্যং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ৪॥

যদিতি সকল তীর্থৈস্ত্যক্তবাক্যৈঃ প্রভীতৈঃ
সবিনয়মভিযুক্তৈঃ কৃষ্ণচন্দ্রে নিবেদ্য।
অগতিকগতিরাধা বর্জ্জনান্নো গতিঃ কা
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ৫॥

য' তে বিকল তীর্থং কৃষ্ণচন্দ্রং প্রসুস্থং
অতি-লঘু-নতি বাক্যৈঃ সুপ্রসন্নেতি রাধা।
বিবিধ চটুল বাক্যৈঃ প্রার্থনাঢ্যা ভবন্তী
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ৬॥

যদতি ললিত পাদৈস্তাং প্রসাদাপ্তুতৈর্থ্যৈ-
স্তদতিশয়-কৃপার্দ্রৈঃ সঙ্গমেন প্রবিষ্টৈঃ।

ব্রজ-নবযুব-রাধাকুণ্ডমেব প্রপন্নং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ৭॥

যদতি নিকট তীরে ক্লুপ্ত কুঞ্জং সুরম্যং
সুবল-বটু মুখেভ্যো রাধিকাদ্যৈঃ প্রদত্তং।
বিবিধ-কুসুম বল্লী কল্পবৃক্ষাদি রাজং
তদতি বিমল নীরং শ্যামকুণ্ডং গতির্ম্মে॥ ৮॥

পরিপঠতি সুমেধাঃ শ্যামকুণ্ডাষ্টকং যো
নব-জলধর রূপে স্বর্ণকান্ত্যাঞ্চ রাগাৎ
ব্রজ নরপতি-পুত্রস্তস্য লভ্যঃ সুশীঘ্রং
সহ সগণ সখিভী রাধয়া স্যাৎ সুভজ্যঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীশ্রীশ্যামকুন্ডাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীযমুনাষ্টকং ॥

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেহভিপত্তিহারিণী
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোহপি পাপসিন্ধুতারিণী।
নীরমাধুরীভিরপ্যশেষচিত্তবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ১॥

হারিবারিধারয়াভিমণ্ডিতোরুখাণ্ডবা
পুণ্ডরীকমণ্ডলোদ্যদণ্ডজালিতাণ্ডবা।
স্নানকামপামরোগ্রপাপসংপদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী। ২॥

শীকরাভিমৃষ্টজন্তু-দুর্ব্বিপাকমর্দিনী
নন্দনন্দনান্তরঙ্গভক্তিপূরবর্ধিনী।

তীরসঙ্গমাভিলাষিমঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৩॥

দ্বীপচক্রবালজুষ্টসপ্ত সিন্ধুভেদিনী
শ্রীমুকুন্দনির্মিতোরুদিব্যকেলিবেদিনী।
কান্তিকন্দলীভিরিন্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৪॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাতিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধবৈষ্ণবাধ্ববর্ধণায় পণ্ডিতা।
ঊর্মিদোর্বিলাসপদ্মনাভপাদবন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৫॥

রম্যতীররম্ভমাণগোকদম্বভূষিতা
দিব্যগন্ধভাক্কদম্বপুষ্পরাজিরূষিতা।
নন্দসুনুভক্তসঙ্ঘসঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৬॥

ফুল্লপক্ষমল্লিকাক্ষহংসলক্ষকূজিতা
ভক্তিবিদ্ধদেবসিদ্ধকিন্নরালিপূজিতা।
তীরগন্ধবাহগন্ধজন্মবন্ধরন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৭॥

চিদ্বিলাসবারিপূরভূর্ভুবঃস্বরাপিনী
কীর্তিতাপি দুর্মদোরুপাপমর্মতাপিনী।
বল্লবেন্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী॥ ৭॥

তুষ্টবুদ্ধিরষ্টকেন নির্ম্মলোর্মিচেষ্টিতাং।
ত্বামনেন ভানুপুত্রি! সর্ব্বদেববেষ্টিতাম্।

যঃ স্তবীতি বর্ধয়স্ব সর্ব্বপাপমোচনে
ভক্তিপূরমস্য দেবী! পুণ্ডরীকলোচনে॥ ৯॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিত স্তবমালায়াং
শ্রীযমুনাষ্টকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন বাস প্রার্থনা দশকং॥

নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্র-ভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত মদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্র-গর্ব্ব।
অতুলপৃথুল-শৈলশ্রেণি-ভূপপ্রিয়ং মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং॥ ১॥

প্রমদ মদন লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নব যূনোর্দ্বন্দ্ব-মস্মিন্নমন্দম্
ইতি কিল কলনার্থ লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং॥ ২॥

অনুপমমণি বেদী রত্ন সিংহাসনোর্ব্বী
রুহ-ঝর-দর-সানুদ্রোণি-সঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহবল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং॥ ৩॥

রসনিধি নবযুনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে
দ্যুতি-পরিমল বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিক-বর-কুলানাং মোদ-মাস্ফালয়ন্মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং॥ ৪॥

হরি-দয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম
প্রিয়সখ মিহকণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্যগুপ্তঃ।

নব-যুব-যুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্‌রহো মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ৫ ॥

স্থল জল তল শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদ মনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্‌ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ৬ ॥

সুরপতি কৃত দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নবগৃহ রূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘ বক রিপুণোচ্চৈর্দত্তমানদ্রুতং মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ৭ ॥

গিরিনৃপহরিদাসশ্রেণিবর্য্যেতি নামা—
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ
ব্রজনব তিলকত্বেক্লীপ্তবেদৈঃস্ফুটং মে
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ৮ ॥

নিজ জন যুত রাধাকৃষ্ণ মৈত্রীরসাক্ত
ব্রজনর পশুপক্ষী ব্রাত সৌখ্যৈক্যদাতঃ।
অগণিত করুণত্বান্মাধুরী কৃত্য তাস্তং
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ৯ ॥

নিরুপাধি করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি শঠেহপি ত্বংপ্রিয়েনার্পিতোহস্মি
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্য তাং তামগৃহ্নন্‌
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বং ॥ ১০ ॥

রসদদশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর কুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।

স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা
চ্ছুভদ-যুগল-সেবারত্ন মাপ্নোতি তূর্ণং॥ ১১॥

ইতি শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামী বিরচিতং
শ্রীগোবর্দ্ধন বাস প্রার্থনা দশকং সমাপ্তম্॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকং॥

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্ন-মালাদ্যুতি-নিরাজিত পাদপঙ্কজান্ত
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনামাসংশ্রয়ামি॥ ১॥

নিখিল শ্রুতির শির রতন মালার।
দ্যুতি নিরাজিত পদ নখর যাঁহার॥
নারদ সনক আদি মহা মুক্তগণ।
পরানন্দে সদা যাঁরে করে উপাসন॥

মুক্ত মুমুক্ষু কিবা ভবব্যাধি জন।
সবার আশ্রয় সর্ব্ব পূজ্য যিঁহ হন।
হেন মহামহিম হে হরিনাম তুমি।
সর্ব্বভাবে তোমারে আশ্রয় করি আমি।

জয় নামধেয় মুনিবৃন্দ গেয়। জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি। ২॥

জয় জয় পরমানন্দ হরিনাম।
মুনিগণ সতত তোমার করে গান।
সকল জনের মনেরঞ্জন করিতে।
তুমি ব্যক্ত চিদানন্দ অক্ষররূপেতে॥

সঙ্কেতে কি পরিহাসে কিবা অনাদরে।
যদি কেহ অল্পমাত্র তোমারে উচ্চারে॥
সে জীবের বিকট অসহ্য তাপ যত।
সর্ব্বহর তুমি জন্ম মরণ পর্য্যন্ত॥

যদাভাসোহপ্যুদ্যন্ কবলিত ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীং।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে!
কৃতী তে নির্ব্বক্তুংক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥ ৩॥

যে তব আভাস মাত্র হইলে উদিত।
ভব অন্ধকার সব করে বিদূরিত॥
তত্ত্ব অন্ধ মানবের ভক্তি বিষয়িণী।
দৃষ্টি প্রকাশহ কৃপা করিয়া আপনি॥
হেন তুমি ওহে কৃষ্ণনাম সূর্য্যরূপ।
সর্ব্বভাবে কেবা জানে তোমার স্বরূপ॥
তোমার মহিমা এই জগত মাঝারে॥
কে হেন কোবিদ আছে বর্ণিবারে পারে॥

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি—বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥ ৪॥

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিবার মন।
অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম চিন্তা করে জ্ঞানীগণ॥
সেই চিন্তা করিয়াও ভোগ বিনা তভু।
প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ নাহি হয় কভু॥
কিন্তু ওহে নাম তব স্মরণ মাত্রেতে।
কিম্বা তব উচ্চারণ হইলে জিহ্বাতে॥

সে জীবের পাপ পূণ্য কূট বীজ যত।
তব শক্ত্যে সব নাশে নিগম কথিত॥

অঘদ মনযশোদানন্দনৌ নন্দসূনো।
কমলনয়নগোপীচন্দ্রবৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।
প্রণতকরুণকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নাম ধেয়ঃ॥ ৫॥

হে অঘদমন ওহে যশোদা নন্দন।
নন্দ সূনু গোপীচন্দ্র কমল নয়ন॥
বৃন্দাবন ইন্দ্র ওহে প্রণত করুণ।
হে কৃষ্ণ অখিলাকর্ষি ভুবন মোহন॥
এইমত নিত্য নানা স্বরূপ তোমার।
ওহে নাম তুমি ব্যক্ত জগৎ মাঝার॥
পরম করুণ তুমি হেন সে তোমাতে।
প্রীতি অতিশয় মোর হউক বর্দ্ধিতে॥

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম! স্বরূপদ্বয়ং
পূর্ব্বস্মাৎপরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোহপি হি সদানন্দাম্বুধৌমজ্জতি॥ ৬॥

যারে কহা যায় বাচ্য অর্থে কহি তায়।
যার দ্বারা কহি সেই বাচক বলায়॥

নিত্য-বিলাসী কৃষ্ণ বাচ্যরূপে স্থিত।
কৃষ্ণ এই দুইবর্ণ বাচক বিহিত॥
হে নাম এই দুইরূপে তোমার প্রকাশ।
দুই নিত্যানন্দময় সর্ব্বশাস্ত্র ভাষ॥

তথাপিহ পূর্ব্ব হইতে পর বলবান্।
তে কহি নামরূপে তুমি অতি কৃপাবান্॥
যদি নিজ দুর্দ্দৈব দোষে কোন জন।
সেই কৃষ্ণে অপরাধ করয়ে সৃজন॥
সেইজন মুখে মাত্র এ নাম উচ্চারে।
সদানন্দ সিন্ধুমাঝে ডুবে নিরন্তরে॥

সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তি-রাশয়ে
রম্য-চিদ্‌ঘন-সুখ-স্বরূপিণে!
নাম! গোকুল মহোৎসবায় তে
কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ॥ ৭॥

আশ্রিত জনের যত আর্ত্তি নাশ কারী॥
সুরম্য চৈতন্য ঘনানন্দরূপী হরি॥
হে নাম শ্রীগোকুলের মহোৎসব তুমি।
কৃষ্ণপূর্ণ রূপ তোমা প্রণমিয়ে আমি॥

নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্ম্মি-নির্য্যাসমাধুরী-পুরঃ।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুরমে রসনে রসেন সদা॥ ৮॥

নারদ বীণার সদা সুচেতন কারী।
সুধার তরঙ্গ সার অপার মাধুরী॥
তুমি হে শ্রীকৃষ্ণনাম মোর রসনাতে।
সতত উদিত হও রসের সহিতে॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের
শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত পদ্যছন্দ সমাপ্ত॥

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং॥

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাঽজনি নানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী তয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দ তনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগত সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মুখোদ্‌গীর্ণং শ্রীশিক্ষাষ্টাকং
সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং ॥

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরীনারী বদনকমলাস্বাদ মধুপঃ।
রমা শম্ভু ব্রহ্মামরপতি গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

ভুজেসব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন বসতি লীলা পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্‌ প্রাসাদান্তঃ সহজ বলভদ্রো বলিনা।
সুভদ্রা মধ্যস্থঃ সকল সুর সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৩॥

কৃপাপারাবারঃ সজল-জলদ শ্রেণি রুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমল পঙ্কেরুহ মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্‌ পথি মিলিত ভূদেব পটলৈঃ
স্তুতি প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৫॥

পরং ব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত চরণোহনন্ত·শিরসি।
রসানন্দী রাধা সরস বপুরালিঙ্গন সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক মাণিক্যবিভবং
ন যাচেহহং রম্যাং সকল জন কাম্যাং বরবধূং।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৭॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতেঃ
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতেঃ।

অহো দীনেঽনাথে নিহিত চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥ ৮॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃপঠেৎ প্রযতঃ শুচি।
সর্ব্বপাপ বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্র মুখপদ্ম বিনির্গতং
শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকং সমাপ্তম্॥

উপদেশামৃতম্ ॥

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং য শিষ্যাৎ॥ ১॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যং চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥ ২॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎসতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃপ্রসীদতি॥ ৩॥

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্ বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥ ৪॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥ ৫॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ-
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্‌বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥ ৬॥

স্যাৎ কৃষ্ণ-নাম চরিতাদি সিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গতমূলহন্ত্রী ॥ ৭ ॥

তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠান্ ব্রজে তদনুরাগি জানানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥ ৮ ॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্-
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ? ॥ ৯ ॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপাললপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী? ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি।
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলসুলভং কিং পুনর্ভক্তি ভাজাং
তৎ প্রেমদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিষ্করোতি ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতং
শ্রীউপদেশামৃতং সমাপ্তম্ ॥

শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকং॥

স্বজন্মন্যৈশ্বর্য্যং বলমিহ বধে দৈত্য-বিততে-
র্যশঃ পার্থ-ত্রাণে যদুপুরি মহাসম্পদমধাৎ।
পরং জ্ঞানং জিষ্ণৌ মুষলমনু বৈরাগ্যমনু যো
ভগৈঃ ষড়্ভিঃ পূর্ণঃ ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ॥ ১॥

চতুর্ব্বাহুত্বং যঃ স্বজনি সময়ে যো মৃদশনে
জগৎ কোটীং কুক্ষ্যন্তর পরিমিতত্বং স্ববপুষঃ।
দধিস্ফোটে ব্রহ্মণ্যতনুত পরানন্ত-তনুতাং
মহৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ॥ ২॥

বলং বক্যাং দন্তচ্ছদন বরয়োঃ কেশিনি নৃগে
নৃগে বাহ্বোরঙ্ঘ্রেঃ ফণিনি বপুষঃ কংস মরুতোঃ।
গিরিত্রে দৈত্যেষ্বপ্যতনুত নিজাস্ত্রস্য যদতো
মহৌজোভিঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ॥ ৩॥

অসংখ্যাতা গোপ্যো ব্রজভুবি মহিষ্যো যদুপুরে
সুতাঃ প্রদ্যুম্নাদ্যাঃ সুরতরু সুধর্ম্মাদি চ ধনং।
বহির্দ্বারি ব্রহ্মাদ্যপি বলিবহং স্তৌতি যদতঃ
শ্রিয়াং পূরৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু নন্দতনয়ঃ॥ ৪॥

যতো তত্তে মুক্তিং রিপু বিততয়ে যন্নরজনি-
র্বিজেতা রুদ্রাদেরপি নত জনাধীন ইতি যৎ।
সভায়াং দ্রৌপদ্যা বরকৃদতিপূজ্যো নৃপ মখে
যশোভিস্তৎ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ॥ ৫॥

ন্যধাদগীতারত্নং ত্রিজগদতুলং যৎ প্রিয়সখে
পরং তত্ত্বং প্রেম্নোদ্ধব পরমভক্তে চ নিগমম্।
নিজ প্রাণ প্রেষ্ঠাস্বপি রসভৃতং গোপকুলজা-
স্বতো জ্ঞানৈঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ॥ ৬॥

কৃতাগস্কং ব্যাধং সতনুমপি বৈকুণ্ঠমনয়-
স্মমত্বস্যৈকাগ্রানপি পরিজনান্ হন্ত! বিজহৌ।
যদ্যপ্যেতে শ্রুত্যা ধ্রুবতনুতয়োক্তাস্তদপি হা
স্ববৈরাগ্যঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৭ ॥

অজত্বং জন্মিত্বং রতিররতিতেহা বহিততা
সলীলত্বং ব্যাপ্তিঃ পরিমিতিরহন্তা মমতয়োঃ।
পদে ত্যাগাত্যাগাবুভয়মপি নিত্যং সদুররী-
করোতীশঃ পূর্ণঃ স ভবতু মুদে নন্দতনয়ঃ ॥ ৮ ॥

সমুদ্যংসন্দেহজ্বরশতহরং ভেষজবরং
জনো যঃ সেবেত প্রথিত ভগবত্ত্বাষ্টকমিদং।
তদৈশ্বর্য্য স্বাদৈঃ স্বধিয়মতিবেলং সরসয়ন্
লভেতাসৌ তস্য প্রিয় পরিজনানুগ্য পদবীম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর বিরচিত স্তবামৃতলহর্য্যাং
শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভগবত্ত্বাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

পঞ্চম পর্য্যায়

কুঞ্জভঙ্গ নিশান্ত লীলা কীর্ত্তন ।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা ॥

বন্দে শ্রীগুরু দেবকে চরণং।
(গুরু) জ্ঞান অঞ্জন দিয়ে অন্ধ কে নয়নং ॥
অন্ধ পটখোলি ধন্দ সব হরণং।
(গুরু) দুর্লভ নাম শুনায়ত শ্রবণং ॥
অন্ধ নয়ন দিয়ে হৃদি প্রেম করণং।
গুরু সে পরম বন্ধু ভব সিন্ধু তারণং ॥
মহিমা অশেষ গুরুর না যাওত বর্ণনং।
কহত নয়নানন্দ পতিত উদ্ধারণং ॥

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ মহিমা ॥

বন্দে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণং।
হরিনাম প্রেম দিয়ে ভুবন ভরণং ॥
গৌড়শৈলে রবি-শশী উদয় সমানং।
জীবের অজ্ঞানতম করতহি ধ্বংসনং ॥
করুণা প্রকাশি জীবে প্রেমভক্তি দানং।
কহত নয়নানন্দ আনন্দে মগনং ॥

আদৌ গৌরচন্দ্রস্য ॥

শেষ রজনী মাহ, সুতলশচীসুত, ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন কি জাগরণ, দুহ নাহি সমুঝিয়ে, নয়ন হিয়ানন্দ লোর ॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।

যৈছন গোকুল, নায়র কোরহি, নায়রী শয়ন বিভঙ্গ।
বাম চরণ ভুজ, পুন-পুন আগোরই, যাতই দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত আঁখি মুদি, অমিয়া রসালস ভাস॥
যাকর ভাবহি, নন্দনন্দন, গৌর চরণ পরকাশ।
সতত শ্রীনবদ্বীপে, সোপঁহু বিরহই, কহে রাধামোহন দাস॥

রজনীক শেষ, জাগি শচী নন্দন, শুনইতে অলিপিক রাব।
সহজহি নিজ ভাবে, গর-গর অন্তর- তহি উঠে দ্বিতীয় বিভাব॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরব রজনী শেষ, জাগি দুঁহু যৈছন, উপজল তৈছন ভাব॥
নয়নে অমল জল, বচনে অনল খল, পুলকে পুরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে শঙ্কাদি পুন উপজত, কো কহু ভাব তরঙ্গ॥
অইছন অনুদিন, বিহরে নদিয়া পুরে, পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কবে, মুঝমনে হোয়ব, কহে রাধামোহন দাস॥

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা তাহার উপরে॥
অলসে অবস অঙ্গ গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ শোভা কহন না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কতসুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষ হেরে মনের হরিষে॥

নিশি অবসানে, শয়ন পর অলসে, বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
নিরূপম হেম, জিনিয়া মুখশশী, মুদিত কমল দিঠি সাজ॥
জয় জয় নদীয়া নগর আনন্দ।

সহজহি বিশ্বম্ভর তাহে শোভিত, তাম্বুল রাগ সুছন্দ॥
বালিশ পর শির, আলিসে নাসার, বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর, কেশ সেজ পর, বদনে মিশা মৃদু হাস॥
কোকিল কপোত, আদি ধ্বনি শুনইতে, জাগি বৈঠল অলসাই
উদ্ধব দাস কবে, বারি ঝারি লই, সম্মুখহি দেওব জোগাই॥

জাগিয়া বসিলেন গৌর রত্ন সিংহাসনে।
সুবাসিত জলে কৈলেন মুখ প্রক্ষালনে॥
অদ্বৈত জাগিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায়।
শ্রীনিবাস হরিদাস গৌর গুণ গায়॥
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
সম্মুখে অদ্বৈত চন্দ্র শোভার বালাই যাই॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি আনন্দে বিভোর।
বাসুদেব ঘোষ হেরে সুখের নাহি ওর॥

স্মররে নব গৌরচন্দ্র নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া ইন্দু করুণা সিন্ধু ভকত বৎসলকারী॥
বদন চন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ।
চন্দ্র কোটী ভানু কোটি মুখ শোভা উজিয়ারী।
কুসুমে শোভিত, চাঁচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশনে মোতিম অমিয় হাস, দামিনী ঘনওয়ারী॥
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ।
অরুণ বসন করুণ বচন, জগ জন মনোহারী॥
মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটী অনঙ্গ।
অঙ্গদ বলয়া চরণে নূপুর, যজ্ঞ সূত্র ধারী॥
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকত বৃন্দ।
কমলা সেবিত পাদ-পদ্ম, বলিযাউঁ বলিহারী॥
কহত দীন কৃষ্ণ দাস, গৌর চরণে করত আশ।
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ, প্রেম দান কারী॥

বন্দে বিশ্বম্ভর পদযুগ কমলং। খণ্ডিত কলিযুগ জনমলমমলং॥
সৌরভ কর্ষিত নিজ জন মধুপং। করুণা খণ্ডিত বিরহ বিতাপং॥
নাশিত হৃদ্গত মায়াতিমিরং। বর নিজ কান্ত্যা জগতামচিরং॥
সতত বিরাজিত নিরূপম শোভং। রাধামোহন কলিত বিলোভং॥

অথ শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণয়োঃ॥

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল সকল সখীগণ মেলি।
নিভৃত নিকুঞ্জ, দ্বার করি মোচন, মন্দির মাঁহ চলি গেলি॥
রতন পালঙ্ক পর, শুতি রহুদুঁহুজন, অতিশয় অলসে ভোর।
ঘন দামিনী কিয়ে, মরকত কাঞ্চন, ঐছন দুহু তনু জোর॥
বিগলিত বেণী চারু শিখি চন্দ্রক, টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন, আধভেল বিগলিত, চন্দন আভরণ ভার॥
রতি সুখ ভঙ্গ, ভয়ে সব সখীগণ, বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখ রজনী, ত্বরিতে ভেল অবসান, নিরদয় হৃদয় তোহারি॥
নিশি অবসানে, কমল আধ বিকসিত, দশ দিশ অরুণিমমন্দ।
কৈছন দুঁহক, জাগাইব রচইতে, উদ্ধব দাস হিয়া ধন্দ॥

কুসুম সেজোপরি কিশোরী কিশোর।
ঘুমাইল দুঁহ জন হিয়ে হিয়ে জোড়॥
অধরে অধর ধরু ভুজে ভুজ বন্ধ।
উর-উর চরণে চরণ একু ছন্দ॥
কুন্দন কনয়া জড়িত নীল মণি।
নব মেঘে জড়াইল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁই করে কেলি॥

শিখি কোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে যেন ডুবল কোক॥
অরুণ তিমির এক কেহ নাহি ভাগে।
কাম কামিনী এক ঠাঁই নাহি জাগে॥
কলহ কয়ল বহু বসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুঁহু হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞান দাস কহে দোঁহার অদভুত কেল॥

উদিত অরুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চাঁদ মলিন,
হত সায়ক দুঃখ দায়ক, রতি নায়ক ভাগে॥
শুতল থল জল রুহু দল, তড়িত জড়িত জলধর তুল,
মুখ ঝামর ধনী শ্যামর, নিশি প্রাতর ভাগে॥
বিগত বসন ভূষণ সাজ অগেতনে রহু নিলাজ রাজ,
গিরিধারীম বহু গারিম, রহু কারিম দাগে॥
বদন জিতল শরদ ইন্দু, ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশি জাগরি রস গাগরী, বর নাগরী আগে॥
ফুকরত শুক শারীক বহু, কোকিল কুল কুহরই মুহু,
দেখ ভাবিনী গজ গামিনী, নাহি কামিনী জাগে॥
কহ সহচরী শ্রবণ ওর, পরিহর ধনি হরিক কোর,
কিয়ে দোষব অব তোষব, যব দোষব আগে॥
কি হেরসি হঁসি শয়ন রঙ্গ, বর নিরমল কুল কুলঙ্ক,
যশ ধামিনী রুচি দামিনী, কুল কামিনী লাগে॥
সাজি কবরী ভূষণ বাস, জগদানন্দ নবীনদাস;
করু চেতন সুনিকেতন, চলু বেতন মাঁগে॥

কানন দেবতী হেরি নিশি অবসান।
অদেশিলা দ্বিজকুলে করইতে গান॥
শারী শুকে কহে দুহুঁ জাগাহ ত্বরিতে।
রাই কানু জাগাইতে নাহি মনোনীতে॥

বানরীগণে পুন করল আদেশ।
তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বন দেবতী বোল।
কানন ভরিয়া উঠল মহা রোল॥
হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধব দাস শিরে দেওল হাত॥

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠল তরাস॥
আম্রে কোকিলে ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সহিতে লুকাইল তারাপতী॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলল সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
অরুণ কিরণ হেরি নাহি মান ডর॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হয়ে সাধু পারা রয়েছ শুতিয়া॥

জাগহু বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।
অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বদন,
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে॥

কি জানি সজনি রজনী ভোর, ঘুঘ্‌ঘু ঘন ঘোযত ঘোর,
গত যামিনী নিজ দামিনী, কামিনী কুল লাজে॥
ফুকরত হত শোক কোক, জাগব অব সবহু লোক,
শুক শারীক পিক কাকলী, নিধুবন ভরি গাজে॥
গলিত ললিত বসন সাজে, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে,
উচ কোরক রুচ চোরক, কুচ জোরক মাঝে॥
তড়িত জড়িত জলদ কাঁতি,দুহু সুখে শুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস বাদর, পরমাদর শেজে॥
বরজ কুলজ জলজ নয়নী, ঘুমল বিমল কমল বয়ানী
কৃত লালিস ভুজ বালিস আলিস নাহি ত্যজে॥
টুটল কিয়ে ফুল ধনু গুণ, কিয়ে রতি রণে ভেল তূণ শুন
সমর মাঝে পড়ল লাজে রতি পতি ভয়ে ভাজে॥
বিপত্তি পড়ল যুবতী বৃন্দ, গুরুজন জাগি কহবি মন্দ
হরস বিরস জগদানন্দ রসবতী রস রাজে॥

উঠল নাগর বর নিদের অলসে।
দুটি আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিশে॥
সুবাসিত জলে বঁধূর বদন পাখালে।
মুছায় বদন চাঁদ নেতের অঞ্চলে॥
যেখানে যে বিগলিত হয়েছিল বেশ।
সাজাওল প্রাণনাথে মনের অবেশ॥
বাহুযুগ পসারিয়া নাগর কৈল কোরে।
অনিমিখ নেত্রে চাঁদ বদন নেহারে॥
হাঁসি হাঁসি একসখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশীবেশর পেয়ে নাগর হরষিত ভেল॥
জ্ঞানদাস কহে লীলার বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥

বল বল প্রাণনাথ আজু কি হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিথাঁর সিন্দূর॥
যতনে পরাও মোরে নিজ আভরণ॥
সঙ্গে করে লয়ে চল বঙ্কিম লোচন।
তোমার অঙ্গের পীতবাস মোরে দেহ পরি॥
উভ করি বাঁধ চূড়া এলায়ে কবরী॥
তোমর গলের বনমালা দেহ মোর গলে।
মোর প্রিয়সখা বলো সুধাইলে গোকুলে॥
তোমার হাতের মোহনবাঁশী দেহ মোর হাতে।
গোকুলের পথে যাব বাজাতে বাজাতে॥
বসুরামানন্দে বলে এমন পিরীতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন একত্র বসতি॥
সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সিঁথী রচনা করি দেওত সিন্দূর।
উর পর মৃগমদ রচহ প্রচুর॥
নয়নহি অঞ্জন যাবক পায়।
পীন পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছন বচন শুনইতে পাই।
শেখর সাজ বেশ লই ধাই॥

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মোছই
কুঙ্কুমে পুন তনু মাঁজি।
অলকা তিলক দেই সিঁথি বনাওই
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥

মাধব সিন্দূর দেওলি সিঁথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় মঞ্জীর চরণে পরাওল
উর পর দেওলি হার।
তাম্বূল সাজি বদন ভরি দেওল
নিছনি তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥

অলসে অবশ ভেল রসবতী রাই।
মদন মদালসে সুতলি যাই॥
কানু শয়ন করু কামিনী কোর।
চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥
দুহুঁ ভোজ দুহুঁ কান্ধে বয়ানে বয়ান।
উরু উরুলপটাল নয়ানে নয়ান॥
শুতি রইল তঁহি কিশোরী কিশোর।
কেশ প্রবেশ নাহি হিয়া হিয়া জোর॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।
নিভৃত নিকুঞ্জে করল শয়ান॥
স্বেদ বিন্দু বিন্দু ঝরে দুজনার।
শেখর করতহি চামর বায়॥

জয় জয় নব নাগর বর নিন্দি ইন্দিবর কাঁতি।
কোটি মদন কদন বদন, দাড়িমি দ্যুতি দমন রদন,
ঈষত হাস দুঃখ তরাস, অমৃত কথন ভাঁতি॥
চামর চমকচূড় ভাঁতি, অলকা উপমা অলিক পাঁতি,
বর কপোল মকর লোল-কাম নৃত্য গঞ্জই।
গরুড় চঞ্চু নাসা মঞ্জু, চঞ্চল লোচন পদম ভঞ্জু,
ভুরু নব নত অতনু ভীষণ কম্বু কণ্ঠ বন্দই॥
করভ শুণ্ড কৃত বিখণ্ড, কত মরকত বাহু দণ্ড,
শয়ন মসৃণ ঘুসৃণ লগন, পীন উর অতি বিশাল।
মাঝ অঙ্গ জিতল সিংহ, কুম্ভ রম্ভা নিতম্ব জঙঘ,
ভকত মানস মধুপ মগন চরণ পঙ্কজ অতি রসাল॥
নখর মুকুর শশধর ডর,পদতল থল কমল জ্বর,
প্যারী পরম পিরীতি বিবশ, তদতি উদিত রতি তরঙ্গ॥
রাধা মোহন ধ্যান রূপ, রজনী শেষ রস নিকূপ,
যাক গোপী চরণ শরণ, সোই হেরত ওহি রঙ্গ॥

নিকুঞ্জ ভবনে, রাস জাগরণে, আলুএগ্রা এলাইয়া আলসভরে॥
শুতল কিশোরী, আপনা পাসরি,পরাণ নাথের কোরে॥
সখী হেরি দেখসিয়া বা।
নিদযায় ধনি চাঁদ বদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু করিয়া সিথান বিথার বসনা ভূষা।
নিশ্বাসে দুলিছে নাসার বেসর হাসি খানি তাহে মিশা॥
পরি হাস করি নিতে চাহে হরি সাহস না হয় মনে।
ধীরে করি বল না করিহ রোল জ্ঞান দাস রস ভণে॥

রাই জাগ রাই জাগ শারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
উঠহে গোকুলের চাঁদ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কোলে কেন কলঙ্ক রটাও॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিহে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক।
নব জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শারী মোরা পোষানিয়া পাখী।
জাগাতে না জাগে রাই ধরম কর সাক্ষী॥
শারী শুকের কলরবে রাই চমকিত।
জাগিয়া বসিলা ধনি অতি ত্বরান্বিত॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ ভেল চল গৃহে যাই॥
শারী শুক দুহুঁ জনে জাগিয়া বিহানে।
রাই শ্যাম জাগাইতে করে অনুমানে॥
শুক বলে শারী আর নিশি আছে থোরি।
কেমনে জাগাব মোরা কিশোর কিশোরী॥
শারী বলে শুক তুমি ডাক উচ্চৈঃস্বরে।
প্রবল পবন বহুক কুঞ্জের ভিতরে।
উচ্চ ডালে বসি শুক করে চারু ধ্বনি॥
ধ্বনি শুনি জাগিলেন রাধা বিনোদিনী।
গোকুলানন্দেতে বলে বড় দুঃখ দিলে॥
তমালে কনক লতা কেন ছাড়াইলে।

শ্রীরাধে জয় জয়, বলিয়ে শারী, নিধুবন ভরি গাজে।
শারী বলে শুক তোমারে কই, রূপেতে কিশোরী হইলেন জয়,
কানু মনোহরা, রাধিকা মূরতি, পরাভব নটরাজে॥
নীল ওড়নী, মুকুট টালনি, রাকা শশধর বদন জিনি,

চরণে নূপুর, আহা কি মধুর, রুণু ঝণু রুণু বাজে॥
আবির কুঙ্কুম পাশা, জলকেলি, এ সব সমরে তব বনমালী,
জিনিবারে নারি, রাই পদে ধরি, সাধিয়াছে সখী মাঝে॥
শ্রীমতি যেদিন করেছিলেন মান দাসখত লিখে দিছেলেন শ্যাম
পীতবাস গলে, রাই পদতলে, সেধেছিল কোন্ লাজে।
নিধুবনে যেদিন রাজা হলেন প্যারী কোটালিয়া কর্ম্ম করেছিলেন হরি
দোহাই রাধার, ব'লে বার বার, নিয়োজিত ছিল কাজে॥
মোদের কিশোরী, রাজার কুমারী, সব সখীগণ পূজে।
তোমার নাগর, রাখাল খেয়াতি, সদা থাকে গোঠ মাঝে॥
(যেদিন) মৃগ পশু পাখী আদি তরু লতা,
নিজ সম রূপ করেছিলেন রাধা,
(সেদিন) তোমার নাগর, হইয়া গৌর, লুকাইল সখী মাঝে।
শুক বলে শারী কেন কর দ্বন্দ্ব, দুঁহে সমতুল কেহ নহে মন্দ,
জগদানন্দ,পরমানন্দ, হেরে রসবতী রসরাজে॥

জয় রাধে শ্রীরাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
রাধে গোবিন্দ জয় রাধেগোবিন্দ জয় রাধেগোবিন্দ জয় রাধে
বৃষভানু নন্দিনী নন্দ নন্দন
সকল গুণ অগাধে।
ভোর সময় কালে কোকিলা বোলয়ে ডালে
ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে।
রতন পালঙ্ক পরি বৈঠল দুহুঁ জনে
দুহুঁ মুখ সুন্দর সাজে॥
শ্যামের বামে নবীন কিশোরী
মুচকি মুচকি হাসে।
পীতাম্বর ধর নীলপট্ট ধারিণী
ঘন সৌদামিনী সাজে॥

শ্যাম শিরে শোভে মোহন চূড়া
রাই শিরে বেণী সাজে।
শ্যাম গলে বন মালা বিরাজে
রাই গলে গজমতি সাজে॥
শ্যামের করে মোহন মুরলী
রাই করে কঙ্কণ সাজে।
শ্যাম কটিতটে ঘুঙ্গুর বিরাজে
রাই কটি কিঙ্কিণী বাজে॥
যুগল চরণে মণিময় নূপুর
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে।
সখী মঞ্জরী যত মঙ্গল গাওত
জয় রাধে গোবিন্দ জয় রাধে।
সুন্দর বদনে অরুনিম লোচনে
বঙ্কিম চাহনি সাজে॥
শুকপিক শারী ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জভবন ভরি গাজে।
বৃষভানু নন্দিনী রমণী শিরোমণি
নব নব সখীগণ মাঝে॥
শ্রীবৃন্দাবন মে কুসুম কাননে
ভ্রমরী রাধা গুণ গাওয়ে।
দীন কৃষ্ণদাসে ভণে মধুর শ্রীবৃন্দাবনে
যুগল কিশোর বিরাজে॥

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর।
মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল অদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে।
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ॥
মঙ্গল আরতি করে অতি অপরূপ॥

মঙ্গল বাজত খোল করতাল।
মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পহুঁ হাস।
মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণ দাস॥

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখীগণ জোরহি জোর॥
রতন প্রদীপ করু টলমল থোর।
ঝলকত বিধুমুখ শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমে আগোর।
করি নিরমঞ্জন দোঁহে দোঁহা ভোর॥
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

নিশাচর ঘরে গেল অরুণ উদয় ভেল
তারাপতি কাঁতি মিলন।
কুমুদ মুদিত ভেল কমল প্রকাশল
পরবশ পড়ল কঠিন॥
দেখিয়া দোঁহার রীত বৃন্দার বিকল চিত
আদেশিল কোকিল কোকিলী।
তারা সব গান করে ভ্রমরা ঝঙ্কার করে
কেকা রবে ময়ূরা বিকলী॥
কক্‌খটি উঠায় তান কিকরহে রাধা কান
ত্বরিতহি করহ পয়ান।
রাইয়েরে না দেখি ঘরে জটিয়া লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান।

কক্‌খটী কপট কথা শুনি বৃষভানু সুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাই কানু সখী সাথে চলিলা গুপত পথে
ত্বরিতে ভেজল সেই বন॥
চঞ্চল হরিণী যেন ঐছন রমণীগণ
চমকিত চারিপানে চায়।
নাগরী নাগর পাশে শেখর দাঁড়ায়ে হাসে
ভয় নাই সবারে বুঝায়।
নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃ পুনঃ
দুহুঁ দোঁহার বদন নেহারি।
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি
নয়নে গলয়ে ঘন বারি॥
মাধব! হামারি বিদায় পায়ে তোর।
তোঁহারি প্রেম সঞে পুনঃ চলি আওব
অবহুঁ দরশ নাহি মোর।
কাতর নয়নে হেরইতে পুনঃ পুনঃ
উছলল প্রেম তরঙ্গ।
মুরছল রাই মুরছি পড়ু মাধব
কবে হব তাকর সঙ্গ॥
ললিতা সুমুখিসু মুখি করি ফুকারত
রাইকো কোরে আগোর।
সহচরি কানু কানু করি ফুকারত
নয়নে ঢরকত লোর॥
কতি গেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ
কতি গেও লোকক ভীত॥
মাধব দাস এতহু নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত॥

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি॥
দুহুঁজন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥
ক্ষণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার।
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল॥
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল।
পুনঃপুনঃ হেরইতে হেরই না পায়॥
নয়নক লোরহি বসন ভিগায়।
চলইতে হেরল নিকটহি গেহ॥
পীত বসনে সব গোপই দেহ॥
আপাদ মস্তক বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি॥
নিজ মন্দিরে ধনী আয়লি দেখি।
গুরুজন ভয়ে পুন সচকিতে পেখি॥
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে।
শুতলি সুন্দরী আপন শেষে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস॥

নিকুঞ্জ হইতে সখীগণ সাথে
নিজগৃহে চলে রাই।
চলিযায় পথে কানু ডাকে চিতে
পথে পড়ে মুরছাই॥
এতেক দেখিয়া ললিতা ধাইয়া
রাইকে করিল কোরে।
আহা মরি মরি হেদেগো সুন্দরী
কেন বা এমন হইলে॥

ললিতাকে হেরি কহিছে সুন্দরী
শুন ওগো সহচরি।
কানু গুণনিধি রসের অবধি
চিতে পাসরিতে নারি॥
করজোড় করি কহিছে সুন্দরী
শুন ওগো ধনি! রাই।
হইল প্রভাত চলহ ত্বরিত
অবিলম্বে গৃহে যাই॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তাহার কিঙ্করী
দাঁড়াইল সবার আগে।
শ্রীরতি মঞ্জরী তাহার কিঙ্করী
বলরাম দাস মাগে॥

কতহুঁ দুলহ সঙ্গ ভৈগেল বিচ্ছেদ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥
ঝর ঝর নয়নে শশীমুখী রোই।
অলখিতে আওল লখই না কোই॥
সহচরীগণ মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনী সুতলি যাই॥
অন্তরে গর গর শ্যামর লেহ।
সখীগণ চললি নিজ নিজ গেহ॥
সব জন পুরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবি শেখর রস মরিযাদ॥

সুরধুনী তিরোপরি ভক্তসঙ্গে গৌরহরি
ভাবাবেশে গর গর চিত।
অশ্রুকম্প বৈবর্ণ স্বরভঙ্গ অনুপম
অতিশয় ভেল বিষাদিত॥
গর গর তনু মনে পারিষদগণ সনে

করিলেন গৃহেতে গমন।
গদাধর সুখ হেরি নয়নে নিঝরে বারি
প্রেমাবেশে করে আলিঙ্গন॥
বুক বহি পড়ে নীর ভিজিল অঙ্গের চীর
সবে ভেল আকুলিত মন।
ভাবনিধি গৌরহরি নিজ ভাব সম্বরি
ভক্তগণ করে আলিঙ্গন॥
আদেশিল সবাকারে যাও সব নিজ ঘরে
প্রাতে পুনঃ হবে দরশন।
সবারে পাঠায়ে ঘরে কাতর অন্তরে
নিজ গৃহে শচীর নন্দন॥
পাদ প্রক্ষালন করি শুতিলেন শেযোপরি
দাসগণ করয়ে সেবন।
দুঃখিয়া বৈষ্ণব দাস করে এই অভিলাষ
সেবিব সে ও রাঙ্গা চরণ॥

নির্জ্জনেতে নিজ গৃহে করিল প্রবেশ।
দিবাকর আসি এবে হইল প্রকাশ॥
নিজ নিজ সেবা সবে করে সমাধান।
নির্জ্জনেতে নিজ গৃহে করিল পয়ান॥
নিজ নিকতনে সবে করিয়া গমন।
নিজনিজ শয্যাতে পুনঃ করিল শয়ন॥
অতঃপর গৌর হরি নিজ নিকেতনে।
ভক্তগণ সঙ্গে কিঞ্চিৎ রহিল শয়নে॥
কিঞ্চিৎ শয়ন করি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
হানাথ বলিয়া ডাকে দুবাহু পসারি॥

গৃহান্তরে বসি গোরা ভাবিতে লাগিল।
গোরার বদন হেরি সবে ভাবাবিষ্ট হৈল॥
সাধক স্মরিবে ইহা অন্যে না বুঝিবে।
অনায়াসে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ পাইবে।

নিয়ম সেবা মহিমা কীর্ত্তন॥

গোসাঁই নিয়ম করি সদাই ডাকে রাধে গোবিন্দ,
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
কাটানঃ—গোসাঁই নিয়ম করি রঘুনাথ দাস গোসাঁই, গোসাঁই ডাকেন
রাধে রাধে, রাধে রাধে রঘুনাথ দাস...
কাটানঃ—পদে তোমার কুণ্ড তীরে পড়ে আছি, তোমার দয়া হবে বোলে,
অপার করুণাময়ি। অপার করুণা,
ময়ি রাধে অপার, পদ একবার আমায় দেখা দাও রাধে
কটানঃ—অদর্শনে প্রাণ যায় হে, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ,
রাধে দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ. গোসাঁই ডাকেন
এক বার বৃন্দাবনে কোথায় বা কোন কুঞ্জে আছ
প্রাণনাথের সঙ্গে।
কাটান ঃ—রাধে আপন প্রাণনাথের সঙ্গে। একবার ডাকেন
কেশী ঘাটে। একবার ডাকেন বংশীবটে।
একবার ডাকেন গোবর্দ্ধনে, একবার ডাকেন নন্দীশ্বরে।
গোসাঁই যাবট পানে চেয়ে থাকেন।
কটানঃ—এই পথে আসিবে বোলে প্রিয়সখীর সঙ্গে।
(রাধে আপন প্রিয় সখীর সঙ্গে)।

কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে, রাধে জয় রাধে রাধে।
রাধা বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধে-রাধে, রাধে বৃষভানু নন্দিনী রাধে-রাধে
,, কীর্তিদা কীর্তি দায়িনী ,, ,, ,, ললিতা ললিত তনী ,, ,,
,, বিশাখার প্রাণসখী ,, ,, ,, অষ্টসখী শিরোমণি ,, ,,
,, কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি ,, ,, ,, ব্রজের মুকুটমণি ,, ,,
,, মহাভাব শিরোমণি ,, ,, ,, শ্যাম কণ্ঠ হেম মণি ,, ,,
,, কৃষ্ণ বক্ষ বিলাসিনী ,, ,, ,, শ্যাম গর্ব্বে গর্বিণী ,, ,,
,, শ্যামসোহাগে সোহাগিনী ,, ,, শ্যাম জলদে সৌদামিনী,, ,,
,, শ্যামতমালে কনকলতা,, ,, ,, অপার করুণাময়ী ,, ,,
,, তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে। একবার
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ, কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে।

কার্তিকের অধিদেব রাধা দামোদর দয়া কর হে।
অহে কার্তিকের অধিদেব রাধা দামোদর।
দয়া কর হে, দয়া কর হে, দয়া কর হে।
অহে মা যশোদার প্রাণধনদয়া কর হে।
,, শ্রীনন্দের নন্দন ,, ,,
,, দধি ভাণ্ড ভঞ্জন ,, ,,
,, উদূখল বন্ধন ,, ,,
,, যমলার্জ্জুন বন্ধন ,, ,,
,, কুবেরাত্মজ মোচন ,, ,,
,, প্রেম ভক্তি দায়ক ,, ,,
,, জীবগোস্বামীর প্রাণধন ,,
,, ভক্তজন রঞ্জন ,, ,,
দয়া কর হে দয়া কর হে দয়া কর হে।

মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি কীর্ত্তন॥

(শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোজন)

ভজ পতিত উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী
দীন দয়াময় হিতকারী ॥ ধ্রু ॥

এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন শান্তিপুরে মোরগৃহে কর আগমন
প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
আনন্দেতে হুলু দিচ্ছে যত নারীগণ॥

অদ্বৈত গৃহিণী আর শান্তিপুর নারী হুলু হুলু রব দেয় গোরা মুখ হেরি
বসিতে আসন দিলা রত্ন সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ মন্দিরে করহ পয়ান।
বামেতে অদ্বৈত প্রভু দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাই॥
শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারিসারি।
ভোগের উপরে দিল তুলসী মঞ্জরী॥
গঙ্গাজল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার॥
আনন্দে ভোজন করেন শচীরকুমার।
মালপোয়া সর ভাজা আর লুচি পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী॥
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুঠি করহ ভোজন॥
ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্ত শোধন॥

আচমন সারিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস॥
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
গিরিধারী গোবর্দ্ধন ধারী॥
কেলি কলা রস মনোহারী।
রতন মন্দির ঘর রত্নের সিংহাসন॥
রতন মন্দির ঘর রত্নের আসন।
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী করিল সাজন॥
রতন থালিতে ভোগ করি সারিসারি।
ফল আদি নানা দ্রব্য কহিতে না পারি॥
অমৃত কেলি ক্ষীর পুরী আর শিখরিণী।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা মণ্ডা সর ননী॥
রতন আসন পর বসিলেন কান।
ভোজন করিলেন আপন মন মান॥
আচমন সারি তলপে সুখ বাস।
ভোজন করেন ধনী সখীগণ পাস॥
যে কিছু মঞ্জুল সখীগণ সাথ।
আচমন করিল মুছল পদ হাত॥
শ্যাম বামে ধনী বসিলেন রাই।
প্রিয় নম্র সখীগণ তাম্বুল যোগাই॥

রতন পালঙ্ক পরি করিল শয়ন।
নির্ম্মঞ্ছন দিয়া সেবে কুঞ্জদাসীগণ॥
পুষ্প শয্যা পরি দুহুঁ শ্রীরাধাগোবিন্দ।
নিকুঞ্জের দ্বারে দেখে জন সখীবৃন্দ॥
জয় জয় শব্দ করে শুক শারী।
নরোত্তম দাস হেরে ও রূপ মাধুরী॥

সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন ॥
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা আরতি ॥

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে মধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টাবাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥
বিবিধ কুসুমে বনি গলে বন মালা।
কত কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্ম আদি দেব যাঁকো কর যোড়করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে॥
বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর চরণে আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা প্রকাশ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি॥

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥

পাট পট্টাম্বর ওড়ে নীল শাড়ী।
সীঁথিক সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গ জ্যোতি॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা সুন্দরী॥
নব নব ব্রজবধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নম্র সখীগণে চামর ঢুলাওয়ে॥
রাধাপদ পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥

শ্রীশ্রীগোপালদেবের সন্ধ্যা আরতি॥

হরল সকল, সন্তাপ জগৎকো, মিঠ তপন সাম কালকি।
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি।
গোঘৃত রচিত, কর্পূরক বাতি, ঝলকত কাঞ্চন থালকি।
চন্দ্র কোটি কোটি, ভানু কোটি ছবি, মুখ শোভা নন্দলালকি।
চরণ কমল'পর, নূপুর রাজে, উরে দোলে বৈজয়ন্তী মালকি।
ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে, বাজত বেণু রসালকি॥
সুন্দর লোল, কপোলন কিয়ে ছবি, নিরখত মদনগোপালকি।
সুরমণীগণ, করতহিঁ আরহি, ভকত বৎসল প্রতিপালকি॥
বাজে ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি, অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, মোহন গোকুল লালকি॥

আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদনগোপালকি।
মদনগোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কি।
যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ দুলাল কি।
নন্দ দুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল কি।
গিরিধারীলাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কি ॥
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌরগোপাল কি।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কি
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল কি।
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল কি॥
ভজ সীতা অদ্বৈত দয়াল। আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল।

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা আরতি ॥

নমো নমঃ তুলসি মহারাণি।
বন্দে মহারাণি নমো নমঃ ॥ ধ্রু ॥
নমো রে নমো রে মাইয়া নমো নরায়ণী।
যাঁকো দরশে, পরশে অঘ নাশই, মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল, শ্রীপতি চরণ কমলে লপটানি।
রাধাপতি চরণ কমলে লপটানি।
ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে, শালগ্রাম মহাপাটরাণী ॥
ধূপ দীপ, নৈবেদ্য আরতি, ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি ॥
ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন, বিনা তুলসী প্রভু এক না মানি।
শিব সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক, ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
চন্দ্রসখী মাইয়া, তেরা যশ গাওয়ে, ভকতি দান দিয়ে মহারাণি ॥

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণ প্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী।

যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন বাসী।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী॥
মোর মনে এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিয় বাস
নয়নে হেরব সদা যুগল রূপরাশি।
দীনকৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে সদা আমি ভাসি॥

বন্দে শ্রীগুরু দেবকি চরণং।
বন্দে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণং।
(এই দুই পদ নিশান্তের মধ্যে দেখিয়া লইবেন।)

পঞ্চতত্ত্বের ভজন কীর্ত্তন ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র। হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র॥
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর। প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধৌতচন্দ্র। হা নাথ হাড়াই পণ্ডিত পুত্র॥
শ্রীজাহ্নবা প্রাণ দয়ার্দ্র চিত্ত। পদ্মাবতী সুত ময়ি প্রসীদ॥
সীতাপতি শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্র। হা নাথ শান্তিপুর লোক বন্ধু॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম দয়ার্দ্র চিত্ত। শ্রীঅচ্যুত তাত ময়ি প্রসীদ॥
শ্রীরত্নাবতী নন্দন প্রেম পাত্র। হা নাথ মাধবাচার্য্যস্য পুত্র॥
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম রসবিলাস। হা শ্রীগদাধর কুরু তেহঙ্ঘ্রি দাস
শ্রীমন্নামাদি লীলার্দ্র চিত্ত। শ্রীঅদ্বৈত প্রেম করুণৈক পাত্র॥
হা শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তাগ্রগণ্য। শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন॥
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ। গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ॥
শ্রীবল্লবী জীবন রাধিকেশ। হা শ্রীযশোদা তনয় প্রসীদ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়া বৃন্দাবনেশ্বরী। গান্ধার্ব্বিকা শ্রীবৃষভানু কুমারী
হা কীর্ত্তিদা তনয় প্রসীদ॥ রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা আলী।

জয়দেবী॥

শ্রীত কমলা কুচমণ্ডল ধৃত কুন্ডল কলিত ললিত বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রু॥
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালা জয় যশোদা দুলালা।
ভজ ভজ নন্দলালা! জয় জয় দেব হরে।
দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন ভব খণ্ডন মুনিজন মানস হংস।
জয় জয় দেব হরে॥
কালিয় বিষধর গঞ্জন জন রঞ্জন যদুকুল নলিন দিনেশ।
জয় জয় দেব হরে॥
মধু মুর নরক বিনাশন গরুড়াসন সুরকুল কেলি নিদান।
জয় জয় দেব হরে॥
অমল কমল দল লোচন ভব মোচন ত্রিভুবন ভবন নিধান।
জয় জয় দেব হরে॥
জনক সুতা কৃত ভূষণ জিত দূষণ সমর শমিত দশকণ্ঠ।
জয় জয় দেব হরে॥
অভিনব জলধর সুন্দর ধৃত মন্দর শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর।
জয় জয় দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে॥
শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি।
জয় জয় দেব হরে॥

নামমালা॥

জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে।
জয় দেবের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা মদনগোপাল রাধামদনগোপাল রাধে।
সীতানাথের প্রাণধন হে॥

জয় জয় রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধে।
রূপগোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা মদনমোহন রাধা মদনমোহন রাধে।
সনাতনের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে।
মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা দামোদর রাধা দামোদর রাধে।
জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা রমণ রাধা রমণ রাধে।
গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা বিনোদ রাধা বিনোদ রাধে।
লোকনাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে।
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা গিরিধারী রাধা গিরিধারী রাধে।
দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে॥

নাম-পূর্ণ ॥

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরিগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন।

যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ॥
ঐই ছয় গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥

একাদশী কীর্ত্তন বিধান॥

শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে নাচয়ে সব হইয়া বিভোলা॥
মৃদঙ্গ মঞ্জীরা বাজে শঙ্খ করতাল।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া উঠিল ধ্বনি পুরিল আকাশ।
চতুর্দিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
চতুর্দিগে শ্রীহরি মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥

যার নামে বাল্মিকি হইল তপোধন।
যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যার গুণ গায়।
যার নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
নিজনন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি মেলি অতি মনোহর॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

শ্রীশ্রীবিহাগড়া কীর্ত্তন॥ (১মপদ)

জয় প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী ই ই কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র
জয় প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী ই ই
জয় প্রভু শ্রী ই ই
বড় দয়াল প্রভু শ্রী ই ই
বড় প্রেমদাতা শ্রী ই ই
পতিত পাবন শ্রী ই ই
অধম তারণ শ্রী ই ই
কৃষ্ণ হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু বিশ্বম্ভর হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু নবদ্বীপ চন্দ হে এ এ চৈতন্য
জয় জগন্নাথ মিশ্র পুত্র হে এ এ চৈতন্য

জয় প্রভু শচী সুত হে এ এ চৈতন্য
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ বল্লভ হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু নিত্যানন্দ হে
বড় দয়াল প্রভু নিত্যা
বড় প্রেমদাতা নিত্যা
পতিত পাবন নিত্যা
অধম তারণ নিত্যানন্দ হে চৈতন্য
জয় প্রভু নিত্যানন্দ হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু অবধৌত হে এ এ চৈতন্য
জয় একচাকা সুধাকর হে এ এ চৈতন্য
জয় হাড়াই পণ্ডিত পুত্র হে এ এ চৈতন্য
জয় পদ্মাবতী সুত হে এ এ চৈতন্য
বসু জাহ্নবার প্রাণধন হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু অদ্বৈত হে এ এ চৈতন্য
জয় মহাবিষ্ণু অবতার হে এ এ চৈতন্য
জয় শান্তিপুর নাথ হে এ এ চৈতন্য
জয় কুবের আত্মজ হে এ এ চৈতন্য
জয় নাভাদেবীর পুত্র হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রভু সীতানাথ হে এ এ চৈতন্য
জয় শ্রীঅচ্যুত্য তাত হে এ এ চৈতন্য
নিতাই গৌর আনা ঠাকুর হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রিয় গদাধর হে
গৌরপ্রিয় গদা
গৌরাঙ্গ প্রিয় গদাধর হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রিয় গদাধর হে এ এ চৈতন্য
জয় রাধার স্বরূপ হে এ এ চৈতন্য
জয় মাধব নন্দন হে এ এ চৈতন্য
জয় রত্নাবতী সুত হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রিয় শ্রীবাসহে

জয় প্রিয় শ্রী
গৌরাঙ্গ প্রিয় শ্রী
গৌরাঙ্গ প্রিয়-শ্রীবাস হে এ এ চৈতন্য
জয় প্রিয় শ্রীবাস হে এ এ চৈতন্য
জয় নারদ স্বরূপ হে এ এ চৈতন্য
জয় নৃসিংহ নন্দন হে এ এ চৈতন্য
জয় মালিনীর প্রাণপতি হে এ এ চৈতন্য
গৌরভক্ত অগ্রগণ্য হে এ এ চৈতন্য
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য
জয় গঙ্গাবীর চন্দ্র
জয়,, অদ্বৈত আচার্য্য জয় ২ গৌর ভক্তবৃন্দ
দয়া কর গৌর ভক্তবৃন্দ বড় প্রেমদাতা গৌর ভক্তবৃন্দ
বড় অধম তারণ গৌর ভক্তবৃন্দ
গৌর হইতে অধিক দয়াল গৌর ভক্তবৃন্দ
জয় ২ রাধে কৃষ্ণ রা-আ-ধে কৃষ্ণ
রা-আ-আ-ও, রাধে এ ৩ জয় অ ৩ ও জয় রা আ আ ধে
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (২ বার)
রা আ আ ধে ও জয় অ ৩, ও জয় রা আ ৩ ধে (২ বার)
গোবিন্দ, ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (নিম্নস্বর)
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (উচ্চস্বর)
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (নিম্নস্বর)
ও জয় রা আ আ ধে এ ৬ গোবিন্দ ২ বার
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (নিম্নস্বর) ২ বার
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (উচ্চস্বর) ২ বার
ও জয় রাধে এ ৩ গোবিন্দ (নিম্নস্বর) ২ বার
ও জয় রা আ ধে এ ৫ গোবিন্দ ২ বার
মান, ও জয় রা আ ধে এ ৪ গোবিন্দ
ও জয় রাধে এ ৪ গোবিন্দ ॥
১ম পদ সমাপ্ত ॥

২য় পদ ॥

জয় জয় গুরু গোসাঁই শ্রীচরণ সার।
যাঁহার কৃপায় তরি এ ভব সংসার॥
অন্ধ পট ঘুচিল যাঁর করুণা অঞ্জনে।
অজ্ঞান তিমির নাশ কৈল যেই জন॥
এহেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়া।
অনায়াসে যাব ভব সংসার তরিয়া॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় গদাধর জয় হে শ্রীবাস॥
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঁইর করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঁই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ॥
এই ছয় গোসাঁই যাঁর তাঁর মুই দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস॥
জয় জয় শ্যামানন্দ জয় রসিকানন্দ।
নিধুবনে সেবা করে পরম আনন্দ॥
জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যার প্রাণ।
কৃপাকরি কর মোরে প্রেমভক্তি দান॥
দন্তে তৃণ ধরি মুই করি নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অপরাধ মার্জ্জন॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন॥
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ শ্রীরাধেগোবিন্দ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ॥

৩য় পদ ॥

হরি হে জয় ২ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রা আ ৩
ও জয় রাধে কৃষ্ণ কৃ-ই-ষ্ণ রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধা গোবিন্দ রা রা ৪ ধে
জয় ২ রাধা মদনমোহন রা আ ৩
ও জয় ২ রা আ ধা মদনমোহন রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধাগোপীনাথ রা আ ৩ ধে।
জয় ২ রাধা দামোদর রা আ ৩ ধে
জয় ২ রা আ ধা দামোদর রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধারমণ রা আ ৪ ধে॥
জয় ২ রাধাবিনোদ রা আ ৪ ধে
জয় ২ রা আ ধা বিনোদ রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধামাধব রা আ ৪ ধে।
জয় ২ রাধা নটবর রা আ ৩—জয় ২ রা আ ধা নটবর রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধা গিরিধারী রা আ ৩
জয় ২ রা আধা গিরিধারী রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধা মোহন রা আ ৪ ধে।
জয় রাধা শ্যামসুন্দর রা আ ৩
জয় ২ রা আ ধা শ্যামসুন্দর রা আ ৭ ধে।
জয় ২ রাধাবল্লভ রা আ ৪ ধে।
জয় ২ রাধা রাসবিহারী রা আ ৩
জয় ২ রাধা রাসবিহারী রা আ ৭ ধে।
জয় ২ মদন গোপাল রা আ ৪ ধে।

জয় ২ রাধা মদন গোপাল রা আ ৬
ও জয় ২ রাধা মদন গোপাল রা আ ধে
জয় ২ রাধে গোবিন্দ রা (বহুবার) মান
জয় ২ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ
রাধে কৃষ্ণ রা আ আ ধে
জয় জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ রা আ আ ধে।

ইতি বিহাগড়া কীর্ত্তন সমাপ্ত॥

● শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ●

ষষ্ঠোল্লাসঃ

অধিবাস পর্য্যায়।

শ্রীশ্রীশুভ অধিবাস কীর্ত্তন।

জয় রে জয় রে গোরা শ্রীশচী নন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দে বসু রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান॥
দ্রাঁ দ্রাঁ দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জীর রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টার রব ভেল
মিলল পদতলে তাল॥
কেও দেয় গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কেও দেই মালতীর মালা।
পিরিতি ফুল শরে মরমে ভেদল
ভাবে সহচর ভোর॥

কোই কহত গোরা জানকী বল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচ বাণ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহিক জানে
হামারি গদাধরের প্রাণ॥

এক দিবস আনি অদ্বৈত শিরোমণি
মন্দিরে শচীর কুমার।
নিতাই চৈতন্য সঙ্গে অদ্বৈত বসিলা রঙ্গে
মহেৎসবের করিতে বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসি সীতাঠাকুরাণী আসি
সঙ্গে লয়ে সহচরীগণ।
আনন্দ বাড়ল মনে মহোৎসবের বিধানে
কহ বিধি শচীর নন্দন॥
আরোপণ করি কলা বান্ধহ বন্ধন মালা
কীর্ত্তন মঙ্গল কুতূহলে।
মাল্য চন্দন লৈয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে॥
জয় জয় নবদ্বীপ বাস।
আপনি নিতাই ধন লয়ে মালা চন্দন
মহোৎসবের করেণ অধিবাস॥
গায়েন শ্রীরামানন্দ মাধব মুকুন্দ
আরো বাসুদেব ঘোষ শঙ্কর।
অদ্বৈত বাজান খোল মহাপ্রভু বলেন হরিবোল
সঙ্গে লয়ে প্রিয় গদাধর॥
নিবেদি দাস বৃন্দাবন আনিয়া বৈষ্ণবগণ
সবে মিলি করয়ে নর্ত্তন।
মাল্য চন্দন লৈয়া সবাকার অঙ্গে দিয়া
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন॥

তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
আসি আসি করিবেন শ্রবণ॥

আগে রম্ভা অরোপণ পূর্ণঘট স্থাপন
অম্রের পল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদ ধ্বনি করে নারীগণ সব জয় জয় করে
আর সবে বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ প্রকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মাল্য চন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম নিত্যানন্দ গুণধাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন॥

বৈষ্ণব গোসাঁই পদ কীর্ত্তন॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ
ধূলি করি মস্তকে ভূষণ॥
পেয়ে যাঁর আজ্ঞাধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তার মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য বিলাস সিন্ধু কল্লোলের একবিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণ দাস॥

আয় আরে আরে মোর গোসাঁই রূপ সনাতন।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা॥
জয় জয় গদাধর জয় হে শ্রীবাস।
জয় স্বরূপ রামানন্দ জয় হরিদাস॥
মুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন।
জয় ভট্ট লোকনাথ জয় শ্রীনিবাস॥
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস॥

সোম তাল—

মোরে এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঁই।
কলিভব তরাইতে আর কেহ নাই॥
বৈষ্ণব গাওরে ভাই বৈষ্ণব গাও।
এহেন দুর্লভ জনম হেলায় না হারাও॥
বৈষ্ণব গাইতে গোরাচাঁদের বড় সুখ।
এঁঠো দিয়ে তরাইবে বৈষ্ণব ঠাকুর॥
বোল হরি বোল গৌর হরি বোল। (বহুবার)
বোল ভাই গৌর ৬
গদাধরের প্রাণ রে গৌরাঙ্গ আমার।
বোল ভাই নিত্যানন্দ ৪
মার খেয়ে প্রেম যাচে এমন দয়াল কেবা আছে
বোল ভাই অদ্বৈত ৫
যে আনিলা নিতাই গৌর গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে
গৌরের ভক্তবৃন্দ গৌরের ভক্তবৃন্দ ৪
অধম তারণ পতিত পাবন গৌর হইতে অধিক দয়াল
বোল হরি বোল বোল হরি বোল।
বোল হরি বোল বোল হরি বোল। বহুবার

শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ প্রারম্ভ কীর্ত্তন ॥

জয় জয় গুরু গোসাঁই শ্রীচরণ সার।
(এই পদ বিহাগড়ার ২য় পদে দেখিয়া লইবেন)

বেশ পরিবর্ত্তন কালীন কীর্ত্তন॥

এই কৃপা কর মোরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যেন তোমায় না পাসরি॥
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরহ যথা।
এই কৃপা কর যেন ভৃত্য হই তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথায় তথায় দাস হইব তোমার॥
তুই প্রভু মুই দাস ইহা নাহি যথা।
হেন কর প্রভু যেন নাহি যাই তথা॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী ঘরে জন্মি তথা।
তোমার চরণ যেন ভজিয়ে সর্ব্বথা॥
যথা যথা তুমি দুই কর অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
এই বর দেহ প্রভু করুণা সাগর।
পাদ পদ্ম ধরি কান্দি হই অনুচর॥

মধ্যাহ্ন কালীন ভোগ পদকীর্ত্তন ॥

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ। (হরে হরে)
কলি ঘোর মোচন আনন্দ কন্দ ॥
গোকুল সখা সঙ্গে ধেনু চরাওয়ে।
সোপ্রভু বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে॥
সুরধুনী তীরে বিহরে দুনো ভাই
কৃপা করি উদ্ধারিল জগাই মাধাই ॥
রাবণ মারি বিভীষণ উদ্ধারী।
দ্রৌপদী লজ্জা প্রভু নিবারণ কারী ॥
শিব সনকাদি যাকো ভেদ না পাওয়ে।
সো প্রভু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাবে ॥
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বমী যাঙ বলিহারী ॥

রাত্রিকালীন মহাপ্রসাদ ভোজন পদ ॥

ভজ মন রাধে শ্রীমদন গোপাল।
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত দয়াল ॥
ভজ চৌষট্টি মহান্ত আদি দ্বাদশ গোপাল।
ভজ ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
ভজ চূড়ায় ময়ূর পাখা গলে বনমাল।
ভজ বৃষভানু নন্দিনী নন্দ দুলাল ॥
ভজ রাস রসিকমণি প্রেম রসাল।
ভজ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দীন দয়াল ॥
রাঙ্গা চরণে শরণ মাগে হরিদাস কাঙ্গাল ॥

সপ্তমোল্লাসঃ

জন্মলীলা পর্য্যায় ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিলা গোরা পড়ে হুলা হুলি ॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উন্মুখ।
জনম লভিলা গোরা যাবে সব দুঃখ ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে ॥
জয় ধ্বনি সুর কুল কুসুম বরিষে ॥
জগ ভরি হরি ধ্বনি উঠে ঘনে ঘন।
আবাল বনিতাদি নর নারীগণ ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল ॥
সেই কালে চান্দে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।
যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসারে ॥
শচীর উদরে এবে জনম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥
বাসুদেব ঘোষে কহে মনে করি আশা।
গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥

নদীয়া উদয় গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপ তম হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরি ধ্বনি হয়॥
হেনকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে হুঙ্কার গর্জন রঙ্গে
কেন নাচে কেহ নাহি জানে॥
দেখি উপরাগ রাশি শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি
আনন্দে করিলা তাহে স্নান।
পাইয়া উপরাগ ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান॥
জগত আনন্দময় দেখি মান সবিস্ময়
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
বুঝি কিছু কার্যে আছে ভাব॥
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস হইল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান করে গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন করে হরি সঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে॥
এই মত ভক্ত ততি যার যেই দেশে স্থিতি
তাহা তাহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে॥

হের দেখসিয়া, নয়ন ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে।
নদীয়া নগরে, শচীর মন্দিরে, চাঁদের উদয় দিনে॥
কিয়ে লাখ বান, কষিল কাঞ্চন, রূপের নিছনী গোরা।
শচীর উদর, জলদে নিকসল, স্থির বিজুরী পারা॥

কত বিধুবর, বদন উজারে, নিশি নিশি সম শোভে।
নয়ন ভ্রমর, শ্রুতি সরোরুহে, ধায় মকরন্দ লোভে॥
আজানু লম্বিত, ভুজ সুবলিত, নাভি হেম সরোবর।
কটি করি অরি, উরু হেম গিরি, এ লোচন মনোহর॥

শ্রীচৈতন্য অবতার শুনি লোক নদীয়ার
উঠিল পরম মঙ্গল রে।
সকল তাপ হর শ্রীমুখ সুন্দর
দেখিয়া হইল বিভোর রে
অনন্ত ব্রহ্মা শিব আদি যত যত দেব
সবাই নর রূপ ধরিয়া রে।
গায়েন হরি হরি গ্রহণের ছল করি
লখিতে কেহ নাহি পারে রে॥
কেহ করে স্তুতি কারো হাতে ছাতি
কেহ কেহ চামর ঢুলায় রে।
পরম হরিষে কেহ পুষ্প বরিষে
কেহ নাচে গায় বায় রে।
দশ দিকে ধায় লোক নদীয়ার
করি উচ্চ হরি ধ্বনি রে।
মানুষ দেব মেলি এক ঠাঁই করে কেলি
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে॥
শচীর অঙ্গনে সকল দেবগণে
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে লখিতে কেহ নারে
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্য খেলা রে।
সকল ভক্ত সঙ্গে আইল গৌরচন্দ
পাষণ্ডী কেহ নাহি জানে রে।
রাহু ধরল ইন্দু প্রকাশ নামসিন্ধু
কলি মর্দন বানা রে॥

প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র। দশদিকে বাড়ল আনন্দ॥
রূপ কোটি মদন জিনিয়া। হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি। মহারাজ চিহ্ন সব দেখি॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বস্ত্র শোভে। সব অঙ্গ জগমনো লোভে॥
দূরে গেও সকল আপদ। ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান। বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥

জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে আনন্দ বাধাই।
পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দের সীমা নাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচিতে লাগিলা মিশ্র চাঁদমুখ চাইয়া॥
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে আনন্দে বিভোরা॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিলা রহিল॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা॥

রাঢ় দেশ নাম, এক চক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা এয়োদশী, জনমিলা হলধর॥
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দ ভরে।
শান্তিপুর নাথ, মনে হরষিত, করে কিছু অনুমান॥
অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, কৃষ্ণের অগ্রজ রাম।
বৈষ্ণবের মন, হইল পরসন্ন, আনন্দ সায়রে ভাসে।
এ দীন পারম, হইবে উদ্ধার, কহে দুঃখী কৃষ্ণদাসে॥

ভুবন আনন্দ কন্দ বলরাম নিত্যানন্দ
অবতীর্ণ হইল কলিকালে।
ঘুচিল সকল দুঃখ দেখিয়া সে চাঁদ মুখ
ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে॥
জয় জয় নিত্যানন্দ রাম।
কনক চম্পক কাঁতি অঙ্গুলে চাঁদের পাতি
রূপে জিতল কোটি কাম॥
ও মুখ মণ্ডল দেখি পূর্ণচন্দ কিসে লেখি
দীঘল নয়ন ভানু ধনু।
আজা নু লম্বিত ভুজ তল থল পঙ্কজ
কটি ক্ষীণ করি অরি জনু॥
চরণ কমল তলে ভকত ভ্রমর বুলে
আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ।
ইহ কলিযুগ জীবে উদ্ধার হইবে সবে
কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণ দাস॥

আগে জনমিলা নিতাই চাঁদ, পাতিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ।
নারীগণ সব দেখিতে যায়। সবারে করুণা নয়নে চায়॥
দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। রূপ হেরি তার নয়ন ঝরে॥
দেখি সবে মনে বিচার করে। এই কোন মহাপুরুষ বরে॥
দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ। ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ॥
মনে করি ইহায় হিয়ায় ধরি। নয়নে কাজল করিয়া পরি॥
কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা। এ হিন বালক দিল বিধাতা॥
এত কহি কারো নয়ন ঝুরে। কেহ যায় তারে করিতে কোলে।
ঐ সব বিকার রমণী গণে। শিবরাম আশা করয়ে মনে॥

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই।
নিত্যানন্দ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গণে ঢালিয়া।
আনন্দ অবধি নাই চাঁদ মুখ চাহিয়া॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
হাড়াই পণ্ডিত নাচে পাইয়া নিত্যানন্দ॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল॥

শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা॥

এ তিন ভুবন মাঝে অবনী মণ্ডল সাজে
তাহে পুনঃ অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপ ত্রয় যার নাম শান্তি হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম॥
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভাদেবী তাহার গৃহিণী
শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণ পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী॥
কলিহত জীব দেখি মনে দুঃখ পায় অতি
ভকতে আরাধয়ে ভগবান।
সে আরাধন কাজে নাভাদেবীর গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হইলেন অধিষ্ঠান॥
মাঘমাসে শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হইলেন মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হইল হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয়॥

আচম্বিতে জগজনে আনন্দ পাইল মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণবদাসে বলে উদ্ধার হইব বলে
পতিত পাষণ্ডী দীন হীনে॥

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত, দেখিয়া পুত্রের মুখ।
করি জাত কর্ম্ম, অছিল ধর্ম্ম, বাড়য়ে মনের সুখ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, বন্দন কমল শোভা।
আজানু লম্বিত, বাহু সুললিত, জগ জন মন লোভা॥
নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, নয়ন কমল জিনি।
অরুণ চরণ, নখ দরপণ, জিনি কত বিধু মণি॥
মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, দেখিয়া বিস্ময় সবে।
বুঝি ইহা হৈতে, জগত তরিবে, এই করে অনুভবে॥
যত পুরনারী, শিশুমুখ হেরি, আনন্দ সায়রে ভাসে।
না ধরয়ে হিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া. নিরখয়ে অনিমিষে।
তাহার মাতারে, করে পরিহাসে কহে হেন সুত যার॥
তার ভাগ্য সীমা, কে দিব উপমা, ভুবনে কে সম তার।
এতেক বচন, সব নারীগণ, কহে গদ্‌গদ্ ভাষ।
জগত তারণ, বুঝল কারণ, দাস বৈষ্ণবের আশ॥

বিষয়ে সকল মত্ত নাহি কৃষ্ণ নাম তত্ত্ব
ভক্তি শূন্য হইল অবনী।
কলি কাল সর্প বিষে দগ্ধ জীব মিথ্যারসে
নাজানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা পুত্রোৎসবে নানা ব্যয় করে সবে
নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।

যক্ষ পূজে মদ্য মাংসে নানামতে জীব হিংসে
এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি কমলাক্ষ নাম ধরি
অবতীর্ণ হৈলা গৌড় দেশে।
ব্রজরাজ কুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার
করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্বআগে আগুয়ান জীবের করিতে ত্রাণ
শান্তিপুরে করিলা প্রকাশ।
সকল দুষ্কৃতি যাবে সবে কৃষ্ণ প্রেম পাবে
কহে দীন বৈষ্ণব দাস॥

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হইলা জীবে হইয়া সদয়॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে॥
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইল পিতা কমলাক্ষ নাম॥
কলিকাল সর্প জীবে করিলা গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ॥
কুবের পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই।
নাচিতে লাগিলা পণ্ডিত পুত্র মুখ চাই॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
কুবের পণ্ডিত নাচে হইয়া আনন্দ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
আনন্দে নাচয়ে সবে চাঁদ মুখ চাইয়া॥
চাঁদ নাচে সূর্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল॥
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা॥

পুরব জনম, দিবস দেখিয়া; আবেশে গৌররায়।
নিজগণ লইয়া, হরষিত হইয়া, নন্দ মহোৎসব গায়॥
খোল করতাল, বাজয়ে রসাল, কীর্ত্তন জনম লীলা।
আবেশে আমার, গৌরাঙ্গ সুন্দর, গোপবেশ নিরমিলা॥
ঘৃত ঘোল দধি, গোরস হলদি, অবনী মাঝে ঢালি।
কান্ধে ভার করি, তাহার উপরি নাচে গোরা বনমালী॥
করেতে লগুড়, নিতাই সুন্দর, আনন্দ আবেশে নাচে।
রামাই মহেশ, রাম গৌরীদাস, নাচে তার পাছে পাছে॥
হেরি যতেক, নবদ্বীপ লোক, প্রেমের পাথারে ভাসে।
দেখিয়া বিভোর, আনন্দ সাগর, এ রাধা মোহন দাসে॥

নিশি অবশেষে, জাগি ব্রজেশ্বরী, হেরই বালক মুখ চাঁদে।
কতহু উল্লাস, কহই না পারিয়ে, উথলই হিয়া নাহি বান্ধে॥
আনন্দ কো কহু ওর।
শুনি ধ্বনি নন্দ, ব্রজেশ্বর আওত, শিশু মুখ হেরিয়া বিভোর॥
চলতহি খলত, উঠত কেনে গিরত,কহি সব গোকুল লোকে।
আইলা বন্দীগণ, ব্রাহ্মণ সজ্জন, করতহি জাত বৈদিকে॥
দধি দুগ্ধ নবনী, হরিদ্রা হৈয়ঙ্গব, ঢালত অঙ্গন মাঝে।
কহে শিবরাম, দাস অব আনন্দে, নাচত গাওত ব্রজরাজে॥

নন্দ সুনন্দ, যশোমতি রোহিণী, আনন্দে করত বাধাই।
গোকুল নগর, লোক সব হরষিত, নন্দ মহল চলু ধাই॥
গোরোচনা জিনি, গোরী সুনাগরী, নব নব রঙ্গিনী সাজ।
নন্দ সুনন্দ সবে, হেরইতে আনন্দে, লোক চলত পথ মাঝ।
আনন্দ কো করু ওর।
পন্থহি গান, তান করতহি, মন সুখে সব জন ভোর॥
আওল নন্দ, মহল মহা আনন্দে, অঙ্গনে ভেল উপনীত।

যশোমতি রোহিণী, লই সব গোপিনী, করতহি সবজন প্রীত॥
যশোমতি বয়ান, দেখি সব পুছত, কৈছত বালক দেখি।
জনম সফল, তুয়া আনন্দ ঘন জনে, পুণ্য ভুবনে কত লেখি।
গোপ গোপীগণ, দধি ঘৃত মাখন, ঢালত ভারহি ভার।
কহে শিবরাম, সকল দুঃখ মিটব, আনন্দ কো করু পার॥

পুত্রমুদার মসূত যশোদা। সমজনী বল্লব ততি রতিমোদা॥
কোহপি নয়তি বিবিধ মুপহারং। নৃত্যতি কোহপি জনঃ বহুবারম্॥
কোহপিমধুর মুপগায়তি গীতং। বিকিরতি কোহাপ সদধিনবনীতং
কোহপি তনোতি মনোরথ পূর্ত্তিং। পশ্যতি কোহপি সনাতন মূর্ত্তিং

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়া রে।
উপানন্দ অভিনন্দ সনন্দন নন্দ
সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়া রে॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি গোপ সব
নাচে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে।
নাচেরে নাচেরে নন্দ সঙ্গে লৈয়া গোপবৃন্দ
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে॥
খেমে নাচে খেনে গায় সূতিকা মন্দিরে যাই
গিরয়ে বালক মুখ হেরিয়া রে।
দধি দুগ্ধ ভারে ভারে ঢালয়ে অবনী পরে
কেহ শিরে দধি ঢালে ভুলিয়া রে॥
লগুড় লইয়া করে আওল ধীরে ধীরে
নন্দের জননী নাচে বরীয়সী বুড়িয়া রে।
যত বৃদ্ধ গোপনারী জয়কার ধ্বনি করি
আশিষ করয়ে শিশু বেড়িয়া রে॥

নর্ত্তক বাদন কত নাচে গায় শত শত
ধেনু ধায় উচ্চ পুচ্ছ করিয়া রে।
ভোর হইল গোপ সব অপরূপ নন্দোৎসব
দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে॥

যোগমায়া ভগবতী দেবী পৌর্ণমাসী॥
দেখিলা যশোদা পুত্র নন্দগৃহে আসি॥
সবে সাবধান করি যশোদারে কহে।
বহু পুণ্যে এহেন বালক মিলে তোহে॥
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল হরষিত হইয়া।
রূপ নিরখয়ে সুখে একদিঠে চাইয়া॥

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন॥
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুল গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া।
হাতে লাঠি কান্ধেভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া॥
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস শিবাইর মন ডুবিয়া রহিল।

নন্দের মন্দিরে গোয়ালা আইল ধাইয়া॥
হাতে নড়ি কান্দে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
দধি দুগ্ধ নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দ আবেশে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোয়ালা গোয়ালা মেলি করে হুড়া হুড়ি।

হাতে লাঠি করি নাচে যত বুড়া বুড়ি॥
গোকুলের লোক সব বাল বৃদ্ধ করি।
নয়নে বহয়ে ধারা শিশু মুখ হেরি॥
লক্ষ লক্ষ ধেনু গাভী অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান যত ইচ্ছা ভরি॥
দেহ দেহ বাণী বই নাহি আর বোল।
সঘনে সবাই বলে হরি হরি বোল॥

শ্রীশ্রীরাধাজীর জন্মলীলা।।

প্রিয়ার জনম, দিবস আবেশে, আনন্দ ভরল তনু।
নদীয়া নগরে, বৃষভানু পুরে, উদয় করল জনু॥
গদাধর মুখ, হেরি পুনঃ পুনঃ, নাচে গোরা নটরায়।
ভাব অনুভাব, করি সঙ্গী সব, মহা মহোৎসব গায়॥
দধির সহিত, হলদি মিলিত, কলসে কলসে ঢালি।
প্রিয়গণ নাচে, নানা কাচ কাচে, ঘন দিয়া হুলাহুলি।
গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, ভাবের তরঙ্গ তায়।
জগত ভাসিল, এহেন আনন্দে, এ দাস বল্লবী গায়॥

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি বিশাখা নক্ষত্র তথি
শ্রীমতী জনম সেইকালে।
মধ্যদিন গত রবি দেখিয়া বালিকা ছবি
জয় জয় দেয় কুতূহলে॥
বৃষভানুপুরে প্রতি ঘরে ঘরে
জয় রাধে শ্রীরাধে বলে।
কন্যার চাঁদ মুখ দেখি রাজা হইল মহাসুখী
দান দেয় ব্রাহ্মণ সকলে॥
নানা দ্রব্য হস্তে করি নগরের যত নারী

আইল সবে কীর্ত্তিদা মন্দিরে।
অনেক পুণ্যের ফলে দৈব হইল অনুকূলে
এ হেন বালিকা মিলে তোরে॥
মোদের মনে হেন লয় এহো ত মানুষ নয়
কোন ছলে কেবা জনমিলা।
ঘনশ্যাম দাসে কয় না করিহ সংশয়
কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা॥

রাধিকা কীর্ত্তিদার কোলে আছেন শুতিয়া।
না চাহেন কারো পানে আচেন নয়ন মুদিয়া॥
বালিকার মুখারবিন্দ করি নিরীক্ষণ।
ওগো রাণী তোর কন্যা না মিলে নয়ান॥
তাহা দেখি কীর্তদা কত যতন করিল।
তথাপি বালিকা নয়ন নাহিক মেলিল॥
সকলেতে বলে কন্যা অন্ধ বুঝি হয়।
তাহা দেখি রাণীর মনে হইল সংশয়॥
যদুনাথ দাস কহে ভয় নাহি বাস।
নয়ন মেলিবে ধনি হেরিলে শ্রীবাস॥

কীর্তিদার কন্যার কথা শুনি নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লইয়া আইলা তখনি॥
কীর্তিদার নিকটে গিয়া নন্দ রাণী।
কীর্তিদা প্রবোধি কিছু কহিছেন বাণী॥
পূর্ব্বজন্মে তুমি কত পুণ্য করে ছিলে।
তে কারণে এমত কন্যা কোলেতে পাইলে॥
কীর্তিদার সনে রাণী আছে আলাপনে।
কোল হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নামে সেইক্ষণে॥
হামাগুড়ি দিয়া কৃষ্ণ রাইয়ের নিকট আইলা।

বুখে হস্ত দিয়া কিছু কহিতে লাগিলা॥
নয়ন মুদিয়া কেন আছ কমলিনী।
নয়ন মেলি মোরে দেখ রাজনন্দিনী॥
তুমি মোর সর্ব্বস্ব জীবনের জীবন।
তোমার লাগিয়া আমি এলাম বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণ কর পরশেতে নয়ন মেলিল।
কৃষ্ণানন নিরখিয়া আনন্দে ভাসিল॥
না সেই রমণী হয় না হয় রমণ।
প্রথম মিলন কহে এ দাস লোচন॥

বালিকা রোদন, শুনিয়া তখন, কীর্ত্তিদা ফিরিয়া চায়।
ওগো নন্দরাণী, তোর নীলমণি, মোর কন্যারে কাঁদায়॥
দেখি যশোমতি, ধায় শীঘ্রগতি, গোপালেরে কোলে নিল।
বালিকা নয়ন, দেখিয়া তখন, এক দিঠে চেয়ে রইল॥
হেদেগো কীর্ত্তিদা, দেখ সে আসিয়া, তোমার কন্যার পানে।
এইত গোকুলে, যেই অন্ধ বলে, তাহার নাহিক নয়নে॥
ধাইয়া তখনি, আপন নন্দিনী, কোলেতে তুলিয়া নিল।
আনন্দিত মনে, চুম্বই বদনে, শেখর আনন্দ পাইল॥
এ হেন বালিকা, চাঁদের কলিকা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়, সদাই হৃদয়ে, পশরা করিয়া রাখি॥
শুন বৃষভানু প্রিয়ে।
কিহেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এহেন সোণার ঝিয়ে॥
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রেয়সী হইবে, স্মরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, ইহ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞান দাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ॥

বৃষভানুপুরে আজ আনন্দ বাধাই।
রত্নভানু সুভানু নাচয়ে তিন ভাই॥
দধি ঘৃত নবনীত গোরস হলদি।
আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি॥
গোপ গোপী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি।
মুখরা নাচয়ে বুড়ী হাতে লৈয়া নড়ি॥
বৃষভানু রাজা নাচে অন্তর উল্লাসে।
আনন্দ বাধাই গীত গায় চারিপাশে॥
লক্ষ লক্ষ গাভী তখন অলঙ্কৃত করি।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান আপনা পাসরি॥
গায়ক নর্ত্তন ভাট করে উতরোল।
দেহ দেহ লেহ শুনি এই বোল॥
কন্যার বদন দেখি কীর্তিদা জননী।
আনন্দে অবশ দেহ আপনা না জানি॥
কত কত পূর্ণচন্দ জিনিয়া উদয়।
এ দাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয়॥

শ্রীশ্রীশিব চতুর্দ্দশী॥

আদৌ গৌরচন্দ্রস্য—

বাবা বোম বোম ভোলা, দরশন দে জটা পটাধারী।
জটা পটাধারী বাবা জটা পটাধারী॥

জয় জয় গোপীশ্বর জয়তি শ্রীদিগম্বর
তুয়া পদে এই বর মাগি।
নিতাই গৌর গুণগানে মগ্ন থাকি রাত্রিদিনে
সদাই হইয়া অনুরাগী॥
রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণ স্মররে যেন মোর মন
তিল আধ অন্যত্র না যায়।

ব্রজ লীলা রস কেলি গান করি ভক্ত মেলি
এই শক্তি দেহ মহাশয়॥
আমার অশেষ দোষ তুমি হও আশুতোষ
এই বলে নিবেদি তোমারে।
আমার পাপিষ্ঠ মন ঠাকুর বৈষ্ণবগণ
কৃপা যেন করেন আমারে॥
মনুষ্য জনম পাইলাম নিজ প্রভু না ভজিলাম
পরিণামে না দেখি উপায়।
এই কৃপা কর কর মোরে ব্রজে যেন দেহ পড়ে
এ দীন জগদানন্দ কয়॥

শিব শঙ্কর জটাধারী দরশন দে। দরশন দে ভোলা দরশন দে।
হেম হেমগিরি, দুহুঁ ক দুহুঁ ক তনু ছিরি। আধ নর আধ নারী রে
দেখ দুহুঁ মেলি এক গাত রে।
ভকত নন্দিত, ভুবন বন্দিত, জগত তাপ নিস্তার রে॥
আধ বঘাম্বর, আধ পটাম্বর, পিন্ধন দুহুঁ উজিয়ার রে।
আধ ফণিময়, আধ মণিময়, হৃদয়ে শোভিত হার রে॥
ন দেবী কামিনী, ন দেব কামুক, কেবল প্রেম পরচার রে।
গৌরী শঙ্কর, চরণ কিঙ্কর, ভুলল গোবিন্দ দাস রে॥

অষ্টমোল্লাসঃ

ঝুলনলীলা পর্য্যায়

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজমণিয়া।
বিধির অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া॥
ঝুলাওত কত, ভক্তবৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া॥
নয়ন কমল, মুখ নিরমল, শরদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় একমুখ, হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া॥
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধনী ধনি ধনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মানে, বাসুঘোষ কহে জানিয়া

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
ঝুলনার ঝুকে, রূপ চমকে, হেমকান্তি উজোর।
রতনে জড়িত, কুসুমে খাচত, রচিত সুরঙ্গ হিণ্ডোর॥
ঝুলয়ে মন্দ মন্দ, হেরিয়া মুখচন্দ্র, আনন্দে সহচর ভোর।
নিতাই অদ্বৈত, আনন্দে উলসিত, হেরিয়া শচীর কুমার॥
গাওত বাওত, প্রেমেতে নাচত, মৃদঙ্গ তাল সুধোর।
মেঘ গরজন, দামিনী দমকত, বুন্দ বরিখত থোর।
দাস বলরাম, ভরিয়া দুনয়ন, হেরিয়া কবে হব ভোর॥
ঢল ঢল কাঞ্চন, নিন্দি কলেবর, লাবনি অবনী উজোর।
তাহে পুন পূরবক, ভাবহি উজোর, সলত রহত তহি ভোর॥
ঝুলত গোর কিশোর।
মণিময় আভরণ, অঙ্গহি পহিরণ, দোলত রতন হিণ্ডোর॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজত, চৌদিকে হরি হরি বোল।
শত শত মধুর, ভক্তবর গাওত, নাচত আনন্দ হিল্লোল॥
দোলত দোলত, গদ গদ বোলত, ধর ধর মোহে প্রাণবন্ধু।
রাধা মোহন পহুঁ, অন্তরে উছলল মহাভাব নবরস সিন্ধু॥

সুরধনী তীরে আজু গৌর কিশোর।
ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ হৈল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচয়ে হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ।
মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি॥
গাওয় পূরব রভস রস কেলি॥
নদীয়া নগরে কত হৈছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সেই আশ॥

ঝুমরা॥

ঝুলে রসময় গৌর কিশোর রে
কতই রঙ্গে ঝুলে হিন্দোলা পরি রঙ্গে,
গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গ ঝুলে॥

নোট—প্রতিদিন গৌরচন্দ্র গানের পর হবে।

ঝুলন অভিসার॥

বৃষভানুপুরে; প্রতি ঘরে ঘরে, পুকারে সখী সমাজে।
চলহ ত্বরিতে, নাগর দেখিতে, বেশ বনাও অব্যাজে॥
ললিতা বিশাখা, সাজাইয়া রাধিকা, চলিলা ঝুলন রঙ্গে।
হাস পরিহাসে, মনের উল্লাসে, মিলিলা নাগর সঙ্গে॥
দুহুঁ দোহা হেরি,রভসে মাতিয়া, বসিলা ঝুলন পরি।
যতেক ললনা, ঝুলায়ে ঝুলনা, মোহন আনন্দ হেরি॥

নব ঘন কানন মোহন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।

শারি শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥
তহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তা পর বৈঠল কিশোরী কিশোর ॥
ব্রজ রমণীগণ দেওত ঝকোর।
গিরত জানি ধনী করতহী কোর ॥
কত কত উপজল রস পর সঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তহি দেখত রঙ্গ ॥
আজু রাধা শ্যাম রঙ্গেতে ঝুলে।

রঙ্গেতে ঝুলে ত রঙ্গেতে ঝুলে ॥
মণিময় নব, হিণ্ডোলা সাজাইয়া।
বংশীবট তট কালিন্দী কূলে ॥
ললিতাদি রঙ্গে ভঙ্গি করি বেগে।
ঝুলাওই দুঁহার বদন চাইয়া ॥
রসবতী ভুজ, পাসরি নাগরে,
ধরে ভায় অতি আকুল হৈয়া।
শ্যাম অঙ্গে চারু চিবুক পরশি,
চুম্ব দেই ঘন মনের সুখে ॥
তাহা দেখি সখি হাসি রসে ভাসি ॥
বসন অঞ্চল চাপিয়া মুখে।
কৌতুক বচন কহে বৃন্দাদেবী ॥
ঝুলাওত দুঁহু যতনে ধীরে ॥
কি আনন্দ বৃন্দাবনে নরহরি।
জয় জয় দিয়া রঙ্গেতে ফিরে ॥
আজু রে ললিত হিণ্ডোর মাঝ।
রঙ্গে ঝুলত নাগর বাম ॥
রাই সুবদনী বাম পাশে।
কতহু আনন্দ সায়রে ভাস

কিবা অদ্ভুত দুঁহুক শোভা।
নাহিক উপমা ভুবনে লোভা॥
দুহুঁ দুঁহা মুখ দুহুঁ সো হেরি।
হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি॥
আঁখি ভঙ্গি করি কাতক ভাঁতি।
কহে গদগদ রভসে মাতি॥
ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি।
নেহারে দুঁহার বদন শশী॥
রঙ্গে ঝুলাওত মন্দ মন্দ।
মিলিয়া গাওত গীত সুছন্দ॥
বাজত বেনু বীণা উপাঙ্গ।
মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ॥
কেহ নাচে কত ভঙ্গ করি।
অতি মোহিত তা দোহে হেরি॥
সুরনারী নিজগণ সঙ্গে।
পুষ্পবৃষ্টি করত রঙ্গে॥
জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি।
শুনি রঙ্গে মাতে নরহরি॥

দেখরি ভাই, ঝুলত রাই, শ্যাম সোহাগী॥
কিযে অপরূপ ঝুলন কেলি, শ্যাম হৃদয়ে হৃদয় মেলী॥
রাধা রহু লাগি।
অপরূপ রূপ কি দিব তুল ইন্দীবর মাঝে চম্পক ফুল
নব নব অনুরাগি॥
দুঁহু তনু তনু সঘনে লাগ উঠয়ে দুঁহুক অঙ্গ পরাগ
সরস মদন জাগি।
অখিল রমণী উমতি গন্ধে উঠল লছিমী রাসিকা রন্ধ্রে
ব্রত ভয় দূরে ভাগি॥

রতি রসময় রসিক রঙ্গ রমণী মণি রময়ে সঙ্গ
কেলি রভসি লাগি।
ঝুকিত ঝুলত ধরত তাল নাচে আভরণ কিঙ্কিনী জাল
কোকিলা কুল রাগি॥
ক্ষণহি চলত ক্ষণহি ধীর পুলকিত অতিশয় শরীর
রাই শ্যাম সোহাগী।
ললিত অধরে ইষত হাস হেরত আনন্দ উদ্ধব দাস
সখিনী পাশ লাগি॥

পুন প্রকারান্তর অভিসার॥

ঝুলা ছলে ধনি, চলে বিনোদিনী, ললিতাদি সখী সঙ্গে।
ঝুনুর ঝুনুর, নূপুর বাজত, চলত প্রেম তরঙ্গে॥
প্রবেশি বৃন্দাবনে, ভেটল শ্যাম সনে, কল্প তরুর কুঞ্জে।
নানা তরুকুল, বিকশিত ফুল, মধুকর বৃন্দা গুঞ্জে॥
কানন দেবতী, বৃন্দাদেবী তথি, সুখদা যমুনা কুলে।
বিচিত্র ঝুলনা, যতেক ললনা, মদ মদ ভরু অঙ্গে॥
ঝুলনা ঝমকে, রাধিকা খমকে, তা দেখি নাগর ডরে।
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া, ধনীরে করল কোলে॥
রসবতী লৈয়া, কোরে আগুরিয়া, ঝুলয়ে রসিক রায়।
সহচরীগণ, ঝুলায়ে দ্বিগুণ, আলাপি সুখরে গায়॥
নবঘনে [illegible]নু, থির বিজুরী, অধরে মৃদু মৃদু হাস।
দুহাকার [illegible]প, হেরত আনন্দে, এ যদুনন্দন দাস।

ঝুলে রাধারাণী শ্যাম রসরাজ।
বৃন্দাদেবী, রচিত রাজ আসন, রঙ্গ হিণ্ডোরক মাঝ।
বাজত কিঙ্কনী, নূপুর সুমধুর, নটকত হার মণিমাল॥
মধুকর নিকর, রাগ জনু গাওত, গুণ গুণ শবদ রসাল।

সামাজিক বর, হেরই পরস্পর, দুঁহুজন সহিত বয়ার॥
দোনা লম্বিত, কুসুম পত্রযুত, শাখা বিজনক ভান।
দুঁহু মন রিঝি, ভিজি রস বাদর, আদর কো করু অর।
উদ্ধব দাস, আস করু হেরইতে, সখি সহ যুগল কিশোর॥
বিগলিত বেশ, কেশকুচকাঞ্চুলী, উড়তহি পহিরণ বাস।
কবহি গৌরী তনু, ঝোকই ঝাপই, কবহু হোয়ত পরকাশ॥
অপরূপ ঝুলত রঙ্গ।
রাইক প্রতি তনু, হেরইত মাধব, মন মহা মদন তরঙ্গ॥
অতিশয় বেগ, বাঢ়াওল তৈখনে, অলখিত ভেল হিণ্ডোল।
রাধা চপল, ডোর কর ত্যাজল, কত কত কাকুতি বোল॥
কর গহি কানু, কণ্ঠ ধরি কমলিনী, ঝুলত জনু হিয়া হার।
নবঘন মাঝে, বিজুরি জনু ডোলত, রস বরিখয়ে অনিবার॥
মনোভব মঙ্গল,কানু কহিল পুন, অলখিত দোলামাঝ॥
উদ্ধব দাস মন, চতুর শিরোমণি, পুরল নিজমন কাজ॥

ঝুলত শ্যাম, গৌরী বাম, আনন্দ রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হসিত, রভস কেলি, ঝুলায়ত, কত সখিনী মেলি॥
গাওত কহ ভাঁতিয়া॥
হেম মণি যুতবর হিণ্ডোর রচিত কুসুম গন্ধে ভোর
পড়ত ঝমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দাবিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ উজোর রাতিয়া॥
নব ঘন তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
তারামণি যুত চন্দ্র হার ঝুলিতে দুলিছে গলে দোঁহার
হিলন দুহুক গাঁতিয়া॥
ধিধি কটা ধিয়া তাথৈয়া বোল বাঝে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিতিনা তিতিনা তাতিয়া।

ভেদ পড়ল গ্রাম পুর ধীর শবদ জিতসুর
বরণ নাহিক যাতিয়া॥
মণি আভরণ কিঙ্কিনী বক্ষ ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতয়া।
রাধামোহন চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পুরিত ছাতিয়া॥

আজু কুঞ্জে রাধামাধব ঝুলেরে॥

সখীগণ মেলি করত গান, ঘন ঘন মুরলী সান,
নয়ন নাচনে তোড়ই মান, নাসায় মুকুতা দোলরি॥
হিন্দোলা রচিত কুসুম পুঞ্জ, অলিকুল তাহে বেড়িয়া গুঞ্জ,
শারি শুক পিক বিহরে কুঞ্জ, ধীরে ধীরে বোলরি।
ঝুলনা ঝমকে চমকে রাই, বিহসি মাধব ধরই তায়,
আনন্দ রভস তাহাতে পাই, চাপি করই কোলরি॥
প্রিয় সহচীর টানত ডোরি, আবেশে অবশ হৈলা গৌরী,
সুতলি ধনী রসে বিভোরী, দীন কৃষ্ণদাস বোলরে॥

ঝুলন হইতে, নামিলা, তুরিতে রসবতী রসরাজ।
রতন আসনে, বসিয়া যতনে, রতন মন্দির মাঝ॥
সুচামর লই, বীজন বিজই, সেবাপরায়ণা সখী।
সুবাসিত জলে, বদন পাখালে, বসনে মুছায়ে দেখি॥
থালি ভরি খই, বিবিধ মিঠাই, ধরি দুঁহু সন্‌মুখে।
কতহুঁ কৌতুকে, সখীগণ সঙ্গে, ভোজন করিল সুখে॥
তাম্বূল সাজাঞা, কোন সখী লৈয়া দুঁহার বদনে দিল।
এ কেশ কুসুমে আপাদ বদনে, নিছিয়া নিছিয়া নিল॥
কুসুম তলপে, অলপে অলপে, বসিলা রাধিকা শ্যাম।
অলসে ঈষত, নয়ন মুদিত, হেরিয়া মোহিত কাম॥
দেখি সখীগণে, কতহু যতনে, শুনায়ল দুহুঁ তায়।
সখীর ঈঙ্গিতে, চরণ সেবিতে, এ দাস বৈষ্ণব যায়॥

ঝুমরা কীর্ত্তন॥

যথা— সখী আমদের গো ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী।
ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি॥
কাটান— চেয়ে দেখরে সখী।
শোভা হয়েছে গো নব মেঘে জড়াওল যেন সৌদামিনী
নোট— প্রতিদিন ঝুলনগান সমাপ্তের পর ঝুমরা কীর্ত্তন হইবে।

● শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ●

নবমোল্লাসঃ

বসন্ত হোলিলিলা পর্য্যায়।

আদৌ গৌরচন্দ্রস্য—
ঋতুরাজের আগমন জানি শচীনন্দন
হয়ে অতি আনন্দিত মনে।
নানা যন্ত্র লয়ে করে মিলি সব সহচরে
আইলা প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে॥
প্রভু আমার আঙ্গিনাতে করিয়া মণ্ডলী
আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন নাচে সব ভক্তগণ
মধ্যে গৌরা নাচে হরি বলি॥
হেনকালে মুকুন্দ হয়ে অতি আনন্দ
আনিলেন আবিরের ডালি।
ধরিলেন প্রভু আগে লই রাধা অনুরাগে
গদাধরের অঙ্গে মারে ফেলি॥
গদাধর আনন্দে ফাগু দেই গৌরা অঙ্গে
করে অতি প্রেমের কোন্দল।
করুণার হারি জিনি দুঁহু রস শিরোমণি
দুঃখী গায় দোহার মঙ্গল॥

মধু ঋতু বিহরই গৌর কিশোর।

গদাধর মুখ হেরি, আনন্দে শ্রীনরহরি, পূরব প্রেমে ভেল ভোর॥
নবীন লতা নব, পল্লব তরুকুল, নওল নবদ্বীপ সাজ।
ফুল্ল কুসুম চয়, ঝঙ্কৃত মধুকর, সুরবোদয় ঋতুপতি সাঝ॥
মুকুলিত চ্যূত, গহন অতি সুললিত, কোকিলা কাকলী রাব॥
সুরধুনী তীর, সমীর সুগন্ধিত ঘরে ঘরে মঙ্গল গাব॥
মনমথ রাজ, সাজ লই ফিরই, নব ফল ফুল অতি শোভা।
সময় বসন্ত, নদীয়াপুর সুন্দর, উদ্ধবদাস মনোলোভা॥

দেখ দেখ গৌরাঙ্গের কি ভাব উদয়।

ফাগুয়া খেলাব বলি কাঁদিয়া ব্যাকুলি
প্রিয়জন স্থানে কিছু কয়॥
গোরা ব্রজভাবে হইয়া বিভোর।
আওত নাগর রাজ বসন্ত ভাগুয়া সাজ
বাজে বাঁশী ডম্ফ ঘন ঘোর॥
ললিতা বিশাখা সখী যুত বন্ধ ঘের দেখি
রঙ্গ পিচকারী সারি সারি।
আসিয়া মিলল যেন সখা সঙ্গে নব ঘন
মন মোহনীয়া রূপ ধারী॥
এত বলি ছিতপরি মুরছিত গৌর হরি
নিজ জন ব্যাকুলিত হেরি।
চেতন পাইয়া পুনঃ ধীরে ধীরে কহে ঘন
পলায়ত যেন গিরিধারী॥
এড়িতে পিচকা যন্ত্র করে করু অনুবন্ধ
গোরা পহুঁ নদীয়া বিহারী।
নিরুপম গৌরাঙ্গ লীলা বসন্তে ফাগুয়া খেলা
বল্লবী যাঙ বলিহারী॥

দেখ দেখ গৌর চন্দ্র বড় রঙ্গী।
বিবিধ বিনোদ, কলাকত কৌতুক, কহতহি প্রেম তরঙ্গী।
বিপুল পুলক, কুল সঞ্চরু সবতনু, নয়নহি আনন্দ নীর॥
ভাবহি কহত, জিতব মঝুসখী কুল, শুন শুন গোকুল বীর।
মৃদু মৃদু হাসি, চলত করি ভঙ্গিম, করে জনু খেলন যন্ত্র॥
যুগল কিশোর, বসন্তহি যৈছন, বিতনিত মনসিজ তন্ত্র॥
যো ইহ অপরূপ, বিসরে নবদ্বীপ, জগদানন্দ বিলাসী।
রাধামোহন দাস মূঢ় চিত্তে, সো নিজগুণ পরকাশি॥

সকল ভকত লৈয়া ফাগুয়া খেলায়।
নদীয়ার মাঝে গোরা নাচিয়া বেড়ায়॥
নিত্যানন্দ গদাধর নাচে দুই পাশে।
নরহরি নাচে কিবা গোরা অভিলাযে॥
নিত্যানন্দ পাশে গৌরীদাস নাচে রঙ্গে।
স্বরূপ দামোদর নাচে গদাধর সঙ্গে॥
গোরামুখ হেরি নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
অবনী ভাসাইল প্রেমের বন্যায়॥
গোবিন্দ মাধব বাসু তিন ভাই গায়।
হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায়॥
ঝুনুর ঝুনুর বাজে খোল করতাল।
আবিরে গৌরাঙ্গ লালহি লাল॥
নদীয়া নাগরী সব গোরা পানে চায়।
নয়নের কোনে সবার পরাণ দোলায়॥
নরোত্তম দাস কহে ভাল নাচে গোরা।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর দুনয়নে ধারা॥

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা।
ঋতু বসন্তে সকল প্রিয়গণ মেলি
সুরধনী তীরে চলিলা॥

এক দিকে গদাধর সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরীদাস আদি করি চন্দন পিচকা ভরি
গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি॥
স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে
সঘনে ফেলায় গোরা গায়।
গৌরীদাস খেলি খেলি গৌরাঙ্গ জিতল বলি
করতালি দিয়া আগে ধায়॥
হাঁসিয়া স্বরূপ কয় হারিল গৌরাঙ্গ রায়
জিতল আমার গদাধর।
কক্ষতালি দিয়া কহে নাচে গায় উদ্ধবাহু
এ দাস মোহন মনোহর॥

ব্রজ বাহার॥

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুণগণ, নব নব বিকসিত কূল।
নবীন বসন্ত, মলয়ানিল, মাতল নব অতি নব বন ফুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, নব নব প্রেমে বিভোর।
নবীন রসাল, মুকুলে মধু মাতিয়া, নব কোকিল কুল গায়॥
নব যুবতীগণ, চিত্ত উমতাওল, নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাঁতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

রাধে ভজ বৃন্দাবন রঙ্গ। ঋতু রাজার্পিত তোষ তরঙ্গ॥
মলয়ানিলগুরু শিক্ষিত লাস্যা। নটতি লতাততিরুজ্জ্বল হাস্যা॥
পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গ। পশ্যতি তরু কুলমঙ্কুরমঙ্গং॥
গায়তি ভৃঙ্গ ঘটাদ্ভূত শীলা। মম বংশীব সনাতন লীলা॥

মধুরিপুরদয় বসন্তে।
খেলতি গোকুল, যুবতিরুজ্জ্বল, পুষ্প সুগন্ধ দিগন্তে॥
প্রেম করম্বিত, রাধা চুম্বিত, মুখ বিধুরুৎসব শালী।
ধৃত চন্দ্রাবলী, চারু করাঙ্গুলি, রিহ নব চম্পক মালি॥
নব শশী রেখা, লিখিত বিশাখা, তনুরথ ললিতা সঙ্গী।
শ্যামলয়াশ্রিত, বাহুরুদঞ্চিত, পদ্মাবিভ্রম রঙ্গী॥
ভদ্রা লম্বিত, শৈব্যোদীরিতি, রক্ত রজোভরধারী।
পশ্য সনাতন, মূর্ত্তিরয়ঞ্জন, বৃন্দাবন রুচিকারী॥

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ।
ঋতুপতি পতি মনমথ মনমথ ফাঁদ॥
সুন্দরীগণে করু মণ্ডলী সাজ।
রঙ্গিণী প্রেমে তরঙ্গিণী সাজ॥
আগে ফাগু দেওল সুন্দরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥
চকিত চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরধারীক বসনে॥
তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সএ কাড়ি মুরলী লেই ধায়॥
ঘন করতালি ভালিরে ভালি কোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী॥
অরুণহি নীর অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥

ফাগু খেলত বর নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিণী বহু বিধ গায়॥
হাসি হাসি সুন্দরী মনমথ রঙ্গে।
ফাগু লেই ডারই নাগর অঙ্গে॥
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন গন্ধ দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলহি মোরে॥
ততে ফাগু দেওল লোচন জোর।
মুদলি ধনি দুটী নয়ন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দ দাস দুঁহুক গুণ গান॥

কল্যাণী লোফা ॥

ঋতুরাজ, ব্রজ সমাজ, হেরি রঙ্গে রঙ্গিয়া।
নাগরী বর হোরী রঙ্গে, উনমত চিত শ্যাম সঙ্গে
নাচত কত ভঙ্গিয়া॥
গাওত কত রস প্রসঙ্গ বাওত কত বীণা মুরঙ্গ
থৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গিয়া।
চঞ্চল গতি অতি সুরঙ্গ নিরখি ভুলে কত অনঙ্গ
সঙ্গীত রস সুরঙ্গিয়া॥
স্বর রস স্বর অনঙ্গ বিবিধ যন্ত্র জল তরঙ্গ
মধুর স্বর উপাঙ্গিয়া।
খেলি গুলাল অঙ্গ লাল সুন্দর বর যূতি রসাল
রঙ্গিনীগণ সঙ্গিয়া॥
ব্রজবধুগণ ধরত তাল গাওত পদ নন্দলাল
রাই অঙ্গে অঙ্গিয়া।

হো হো বলি করত ভাষ করতালি ঘন মন উল্লাস
জয় জয় রব ঢঙ্গিয়া।
গোবিন্দ গুণ করি প্রকাশ রচিত গীত উদ্ধব দাস
হোরি রস তরঙ্গিয়া॥
বসন্ত গান সমাপ্ত॥

অত হোরী লীলা॥

বর্ষাণ অভিসার—

বৃষভানু নন্দিনী রাধা।
কানু অনুরাগে ধনী না মানয়ে বাধা॥
ললিতারে কহে ধনী সুললিত কথা।
সবে মিলি ঘেরব নাগর যথা॥
নানা যন্ত্র বীণা ডম্ফ লহ সঙ্গে করি।
কুঙ্কুম গুলাল রঙ্গ মুটকি ভরি॥
হোরি রঙ্গে হরি সঙ্গে খেলব ফাগুয়া।
জিনিয়া রাখিব নাম হারুয়া ঝন্ধুয়া॥
বলরাম দাসে কহে শুন বিনোদিনী।
ঝটি করি চল চল রাজার নন্দিনী॥

সাজলি রে শ্যাম মনোমোহিনী রাধে।
নিরুপম কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, মনময় মনমথ চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি, বেণী ভুজঙ্গিনী, ঝলকত সিঁথী উজারে।
লোল অলকা কুল, ভালাহ সিন্দূর, কুন্তল কান্তি কপোল॥
নাসা শিখর, অধর অরুণাযিত, হৃদি মণিহার উজোর।
মোতিম দাম, তরল মণি রঞ্জিত, কুচ যুগ কোক বিভোর॥
কেশরী কটিতটে, কিঙ্কিণী বাজত, অরুণ অম্বর শোভা পায়।
উরু কদলী জিনি,পদ থল কমলিনী, মঞ্জীর রঞ্জিত তায়॥
অরুণ উড়নী মাথে, মণি পিচকারী হাতে, আঁচলে ভরিয়া গন্ধচূর্ণ

ললিতার ধরি হাতে রঙ্গিণী সঙ্গিণী সাথে
পুরসঞে নিকসয়ে তুর্ণ।
ছত্র ধরে রঙ্গদেবী সুদেবী তাম্বূল সেবী
ইন্দুলেখা চামর দুলায়॥
কিঙ্কিণী কঙ্কন রাজে চরণ নূপুর বাজে
মনমথ নিশান উড়ায়।
চৌদিকে সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের নাট
মাঝে বৃষভানু কুমারী।
নন্দীশ্বর রাজপথে রঙ্গ মুটুকী মাথে
ঘনশ্যামে দেয় রস গারী॥

মাযুর তেওট ॥

শুনি গারি, ভই মরি, করি সাজ নন্দকুমার।
সখাগণ সঙ্গে, সঙ্গর রঙ্গে, ঐছন সাজ বিথারি॥
সাজল শ্যাম, সুরত রণ পণ্ডিত, করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতয়ে কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ॥
মনমথ মনমথ ছান্দে।
বেশ বিলাস, কলারস মাধুরী; কামিনী লোচন ফান্দে॥
চুয়া চন্দন, অগুরু বিলেপন, সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সময় সমিত বেশ, বেশ করু বন্দন, বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী, ঝন ঝন রণ রণি, রতি রণ বাজত বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক চূড়ামণি, সাজল যুবতী সমাজে॥

রসবতী রাই খেলত ফাগু সখী সঙ্গে
নিরুপম কানন মাঝ।
শুনইতে সখা সঙ্গে তুরিতহি সাজিয়া
আসিয়া মিলল রসরাজ॥

দূর সএ হেরি স্থগিত ভেল দুঁহু জন
সখীগণে কহতহিঁ রাই।
সখা সঙ্গে আইল রসিক নাগর বর
ঘের সবে করি চতুরাই॥

সব সখী মেলি ঘেররি, কুঞ্জ বনসেনা নিকসে কানাইয়া।
যূথহি যূথ প্রবন্ধ হোওল সবে, ললিতা বিশাখা আদি করি॥
সমুখা সমুখি দুঁহু, ছুটে পিচকারী মুহুঁ, রঙ্গ গুলাল ভরি ভরি।
বটু সুবল সহ, খেলাওত আগে তহি, নটবর নাগর রায়॥
উড়ত গোলাল, বাদর ভেল দশদিশ, কেহ কারে লখিতে না পায়
লাখে লাখে পিচকারী, মিলি সব সহচরী, ভারত শ্যামের গায়।
মধুমঙ্গল সহ সুবল পলাইল, বল্লবী দাস জয় গায়॥

মেরী রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মকরত, অরুণিত হেম যুত, ঐছন মুরলী রসাল॥
অরুণাম্বর ধর, শোভে কলেবর, অরুণিম অতি মণি মাল।
লট পট পাগ, উপরে শিখিচন্দ্রক, অরুণিত রঙ্গ গুলাল॥
দুঁহু করে আবির, দুঁহুক অঙ্গে ভারত, হিচকা রঙ্গ পারবাল।
অরুণিত যমুনা, পুলিন কুঞ্জ বর, ঐছন যুবতীর জাল॥
অরুণহি তরুকুল, অরুণ লতা ফুল, অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল।
রঙ্গে হো হো হোরি খেলত নওল কিশোরী।
বাজত তাল, রবাব পাখোয়াজ, সখীগণ ঘন করতালী॥
কুঙ্কুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন, বরিখত জনু পিচকারী।
দুঁহু দুঁহু খেলন, সমর প্রবন্ধহি, দুঁহু পর দুঁহু পড়ু ভোরী॥
জিতল জিতল ঘন, দুঁহু জন গরজন, সখীগণ ভণ বরজোরী।
ক্ষণে ক্ষণ স্থগিত, বদন দুঁহু নিরখত, যৈছন চন্দ্র চকোরী।
তহি শিবরাম দাস, মম আনন্দে, হেরি হাসত থোরিথোরি॥

হোরি হো রঙ্গে মাতি।
আবিরে অরুণ গোরী শ্যামের কান্তি॥
নিপতিত যন্ত্র সুরঙ্গিম কুঙ্কুম।
চুয়া চন্দন কিয়ে কিশোর সাথী॥
চৌদিকে আবির উড়াওত ব্রজবধূ।
অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি॥
বীণার, উপাঙ্গ, সুরট স্বর মণ্ডল।
ডম্ফ রবার বাওএ কত ভাঁতি॥
কোই ময়ূর, সুরট কোই সারঙ্গী।
কোই বসন্ত গাওয়ে কত জাতি॥
ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন।
হেরি শিবরাম হরিযে ভরু ছাতি॥

আজুরে বড়ি ধুম মাচি হোরঙ্গে হোরি।
বিনোদিনী রাই শ্যাম সঙ্গে খেলত আনন্দে গুলাল রঙ্গে
পিচকারী ঝক্কা ঝোরী॥
কত শত শত বাজত ডম্ফ মৃদঙ্গ ঝাঁকর ঝুনুর ঝঙ্ক
অগণিত তুরী ভেরী।
হো হো হোরি শব্দ ঘোর আবিরে গোলাল লাল উজারে
গগন ভুবন ভোরী॥
দিবস রজনী লখিতে নারি বিবধ বাধয়ে শ্রবণ ভরি
না চিনি পুরুষ নারী।
চতুর নাগর যুবতী ভিতর প্রবেশী করত রঙ্গ বহুতর
সঙ্গে নব কিশোরী॥
কবহুঁ হেম নীল কমলে মেলি কোক কমলে সমর কেলি
কম্বু মৃণালে ঘেরি।
চমকিত যত যুবতীগণ আনন্দে এ দাস উদ্ধব ভণ
জয় জয় শ্যাম প্যারী॥

বৃষভানু কুমারী নন্দ কুমার।
হোরিক রঙ্গে অঙ্গে অরুণাম্বর
মনহি আনন্দে অপার॥
নিরখত বয়ান নয়ান পিচকারী
প্রেম গুলাল মনহি মন লাগ।
দুঁহু অঙ্গ পরিমল চুয়া চন্দন
ফাগু রঙ্গ তহি নব অনুরাগ॥
খেলত তনু মনু জোরি ভোরি দুহু
কতহি রঙ্গ রস ভাঁতি।
তনু তনু সরস পরশে মন মাতল
দুঁহু পর দুঁহু পহু মাতি॥
ব্রজ বনিতা যত রীঝি রিঝাওত
রস গারি মৃদু ভাষ।
শুভ জল কলেবর হেরিয়া চামর
দুলাওত উদ্ধব দাস॥

শুভ জল ঢর ঢর দুঁহু কলেবর
ভিজেও অরুণিম বাস।
রতন বেদী পর বৈঠল দুঁহু জন
খরতর বহই নিশ্বাস॥
আনন্দ কহন না যায়।
চামর করে কোই বীজন বীজই
কেহ বারি ঝারি লই ধায়॥
চরণ পাখালি তাম্বূল যোগাওই
কোই মুছা ওত ঘাম।
ঐছন দুঁহু তনু শীতল করল জনু
কুবলয় চম্পক দাম॥
আর সহচরীগণে বহুবিধ সেবনে
শ্রমজল করলহি দূর।
আনন্দ সায়রে দুঁহু মুখ হেরইতে
গোবর্দ্ধন হিয়া পূর॥

সই সই রূপ দেখ সিয়া রসিয়া নাগর ওই যায়।

আবিরে অরুণ শ্যামল বরণ
সবার সঙ্গে নটন রঙ্গে মাঝে মাঝে যায়।

সঙ্গে সহচর অঙ্গে মনোহর
কত কুলবতী সতীর আরতি বাড়য়॥

রসে ঢর ঢর শ্রীমুখ সুন্দর
ঈষৎ হাসি মোহন বাশী মধুর মধুর বায়॥

সুবলের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
কেমনে জানি মনের কথা ভুরুর ভঙ্গে কয়।

ও বাহু যুগল যেন দীর্ঘার্গল
গীম মোড়া দিয়া হাসি হাসি কয়।

পীন উরুস্থল মণি ঝলমল
ক্ষীণ কটি পরিপাটি পরাণ দোলয়॥

ও থল কমল চরণ যুগল
মোর মনে হেন লয় রাখিতে হিয়ায়।

বিধাতা করিল কুলের কামিনী
লোচন বলে ওগো দিদি কিসের কুলের ভয়॥

ঘন মুরলী ধ্বনি ডম্ফ শব্দ শুনি
উমড়ই নাগরী চিত্ত।

সখীগণ সঙ্গে সাজি ধনী নিকসই
গাওত সুমধুর গীত॥

ডম্ফ রবাব উপাঙ্গ বাজায় কেহ
কেহ কেহ করে ধরি তাল।

সঙ্গে ভেল উনমত আবির উড়ায় কেহ
কোই সখী বলে ভাল ভাল

হোরিক রঙ্গে সঙ্গে ব্রজবধুগণ
আওল কালিন্দী তীর।

বটু সুবল সঙ্গে খেলিতে খেলিতে রঙ্গে
আওল গোকুল বীর॥

মদন মোহন বীর দেওত রস গারি
দুই দলে ভেল এক ঠাম।
ছুটে পিচকারী গুলাল ভরি ভরি
নিরখি মুরছে কোটি কাম॥
দুই এক মিলে ঘন ঘন কুঙ্কুম চলে
আবিরে অরুণ ভেল অঙ্গ।
এ জগমোহন তঁহি রঙ্গ যোগাওত
দেখত দুহুজন রঙ্গ॥

● শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ●

দশমোল্লাসঃ

প্রয়োজনীয় শ্লোকাবলী পর্য্যায়।

তীর্থে মৃত্তিকাহরণ মন্ত্র—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃত কৃতং॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবাবনি সুব্রতে॥

মৃত্তিকা শৌচ মন্ত্র—

একো লিঙ্গে গুদে ত্রিস্রো বামেদশ করে নৃপ।
দ্বি হস্তৌ সপ্ত বারান্ ত্রিভি স্ত্রিভিঃ পদে পদে॥

দন্তধাবন মন্ত্র—

আয়ুর্বলং যশোবর্ব্চঃ প্রজাপশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞা চ মেধাং চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে॥

বস্ত্র শুদ্ধি মন্ত্র—

রাঙ্কবং সদা শুদ্ধং কৌশেয়ং ভোজনাবধি।
কটি মুক্তং তু কার্পাসং পুনর্ধৌতেন শুধ্যতি।

শিখা বন্ধন মন্ত্র—

ব্রহ্ম বাণী সহস্রাণি শিববাণী শতাণি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধম্ করোম্যহম্॥

শিখা মোচন মন্ত্র—

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা।
তিষ্ঠ ত্বমচলা লক্ষ্মীঃ শিখা মুক্তং করোম্যহম্॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রদক্ষিণ মন্ত্র—

হে কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত! গোবিন্দ মধুসূদন।
প্রদক্ষিণাং করোমি ত্বাং করুণাং কুরু মাধবঃ॥

তুলসী প্রদক্ষিণ মন্ত্র—

যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে॥

চরণামৃত ধারণ মন্ত্র—

অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণু পাদোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

তিলক ধারণ বিধিঃ—

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকায়াস্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

শ্রীহরিমন্দির লক্ষণ—

নাসাদি কেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যেছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে চ সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াং তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥

তিলক রচনাঙ্গুলি নিয়ম—

অনামিকা কামোদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষদায়িনী॥

তিলক নির্ম্মাণ বিধি—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বাম বাহৌতু হৃষীকেশন্তু বাম কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ
তৎ প্রক্ষালন তোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি॥

ভগবৎ বোধন বাক্য—

সোহসাবদভ্র করুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধঃ;
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং;
মাধ্ব্যা গিরাপনয়তাৎ পুরুষপুরাণঃ॥
দেব প্রপন্নার্ত্তি হর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকন দানেন ভ্য়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥

নীরাজন বিধি—

চতুষ্ক পদেয়োর্নাভৌ দ্বিরাস্যে ত্রিবিধং ততঃ।
সপ্তধা নিখিলাঙ্গেষু হরেনীরাজনংস্মৃতং॥
তুলসী গরুড় পৃথিবী বৈঞ্চবানাং ক্রমাত্ততঃ।
ভ্রাময়েৎ সজলশঙ্খমষ্টধা মনুমাজপন্।
তজ্জলং গরুড়ে দত্বা বৈষ্ণবেষু চ প্রক্ষিপেৎ॥

পূজাপ্রকার॥

ষোড়শোপচার পূজা—

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং;
মধুপর্কাচমনস্নানবসনাভরণানি চ।
সুগন্ধংসুমনো ধূপো দীপো নৈবেদ্য [illegible]
ইতি যজেদর্চ্চনায়ামুপচারস্তু ষোড়শঃ॥

দশোপচার পূজা—

অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনং মধুপর্কাচমন্যপি।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তাঃ উপচারা দশ ক্রমাৎ॥

পঞ্চোপচার পূজা—

গন্ধাদিভিঃ নৈবেদ্যান্তৈঃ পূজাপঞ্চোপচারিকী।
সপর্য্যা স্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাসামেকাং সমাচরেৎ॥

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়ক, মধুপর্ক, পুনরাচমন, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও স্তুতিপাঠ এই সমস্ত ষোড়শোপচার।

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই সমস্ত দশোপচার।

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ও নৈবেদ্য এই সমস্ত পঞ্চোপচার।

পর্য্যায়ের সহিত ত্রিবিধা পূজা উক্ত হইল তাহার মধ্যে যে কোন একটি পূজাকালে আচরণ করিবে।

ঘণ্টা পূজা—

সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টা নাদস্তু কারয়েৎ॥
আবাহনার্ঘ্যে ধূপে চ পুষ্পে নৈবেদ্য স্নানয়ে।
নিত্যমেতাং প্রযুঞ্জীত তন্মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতাং॥

শঙ্খপূজা—

ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃকরে।
নমিতঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোহস্তুতে॥

স্বাগতং—

আগচ্ছ ভগবান্ দেব স্বস্থানাৎ পরমেশ্বর।
অহং পূজাং করিষ্যামি সদা ত্বং সন্মুখ ভব॥

আসনং—

সিংহদন্তং স্বর্ণ পীঠং নানারত্নোপশোভিতম্।
অনন্তস্য ফণাপৃষ্ঠে উপবিশ্যাসনে প্রভো॥

পাদ্যং—

পাদ্যার্থং স্বচ্ছতোয়ানি পুষ্পগন্ধযুতানি চ।
পাদ্যং গৃহাণ দেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক॥

অর্ঘ্যঃ—

শঙ্খতোয় সমাযুক্তং গন্ধপুষ্পাদিবাসিতং
অর্ঘ্যং গৃহান দেবেশ প্রীত্যর্থং মে সদা প্রভো॥

দন্ত ধাবনং—

কোমলেনাম্র পত্রেণ মার্জ্জিতা রদনং হরে।
সুবর্ণ জিহ্বা শোধন্যা রসনং মার্জনং কুরু॥

আচমনং—

গঙ্গাতোয়সমানীতং সুবর্ণকলসে ধৃতং।
সুবাসিতং স্বাদুশীতং গৃহাণাচমনং হরে॥

মধুপর্কং—

দধি সর্পি মধুযুক্তং মধুপর্কমহং প্রভো।
সমর্পয়ামি দেবেশ পূজার্থে প্রতিগৃহ্যতাং॥

স্নানং—

গঙ্গা সরস্বতী তাপী পয়োষ্ণীনর্ম্মদার্কজা।
তজ্জলৈঃ স্নাপিতো দেবো তেন শান্তিং কুরুস্ব মে॥

বস্ত্রং—

শীত বাতোষ্ণ সংত্রাণং পরলজ্জা নিবারণং।
সুবেশধারণং যস্মাৎ বস্ত্রোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

যজ্ঞোপবীতং—

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং সূত্রং বিষ্ণুগ্রন্থিসমন্বিতং।
যজ্ঞোপবীতং পরমং গৃহ্যতাং হি জনার্দ্দন॥

চন্দনং—

মলয়াচল সম্ভূতং শীতমানন্দবর্দ্ধনং।
কাশ্মীর ঘনসারাঢ্যং চন্দনং গৃহাণ প্রভো॥

পুষ্পং—

নানাবিধানি পুষ্পাণি ঋতুকালোদ্ভবানি চ।
ময়ার্পিতানি সর্ব্বাণি পূজার্থে প্রতিগৃহ্যতাং॥

তুলসীপত্রং—

তুলস্যাভিন্ন পত্রাণি হরিন্মঞ্জর্য্যুতামিতি।
ভুবিদারণসম্ভূতাং তুলসীং হরয়েহর্পয়েৎ॥

ধূপ—

বনস্পতিরসোৎপন্নং সুগন্ধাঢ্যং মনোহরং।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

দীপ—

সুপ্রকাশো মহান্ দীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দ্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥
ঘৃতবর্ত্তি সমাযুক্তং তথা কর্পূরবাসিতং।
দীপং গৃহাণ দেবেশ ত্রৈলোক্যতিমিরাপহং॥

নৈবেদ্যং—

অন্নং চতুর্ব্বিধং রম্যং রসষড়্ভিঃ সমন্বিতং।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং সমাযুক্তং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং প্রভো॥

তাম্বূলং—

নাগবল্লীদলং পূগং খদিরচূর্ণসংযুতং।
শৈলং লবঙ্গং কর্পূরং তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাং॥

পুষ্পাঞ্জলিঃ—

নির্বৃন্তং মৃদুপুষ্পাণি ঘনসারসুসংযুতাং।
অর্পয়াম্যঞ্জলিমহং কৃপয়স্ব কৃপানিধে॥

আরত্রিকং—

মঙ্গলার্থমহারাজনীরাজনং ততো হরে।
সংগৃহাণ জগন্নাথ কৃষ্ণচন্দ্র নমস্তুতে॥

শঙ্খ আরতি—

ততশ্চ সজলং শঙ্খং ভগবন্ মস্তকোপরি।
ভ্রাময়িত্বা চ কুর্ব্বীত পুনর্নীরাজনং হরে॥

প্রদক্ষিণং—

উপচারৈঃ সমস্তৈস্তু যা যা পূজা ময়াকৃতা।
তৎ সর্ব্বং পূর্ণতাং যান্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে॥
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানিচ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে॥

চরণামৃত বিধান—

উদকং চন্দনং চক্রং শঙ্খঞ্চ তুলসীদলং।
ঘণ্টা ঋচাশিলা তাম্রং নবভিশ্চরণোদকং॥

পঞ্চামৃত স্নানং—

সুরভীস্তন সংভূতং দেবর্ষিণা বিনিসৃতম্।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর॥ ১॥ পয়ঃস্নান
চন্দ্রমণ্ডল শঙ্কাশং সর্ব্বদেব প্রিয়ং দধি।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর॥ ২॥ দধিস্নান
আজ্যং সুরানামাহারমাজ্যং যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিতং।
আজ্যং পবিত্রং পরমং স্নানার্থং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ৩॥ ঘৃতস্নান
সর্ব্বৌষধি সমুৎপন্নং পীয়ূষং মধুরং মধু।
স্নানার্থং তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর॥ ৪॥ মধুস্নান
ইক্ষুদণ্ডাৎ সমুৎপন্নং শর্করা মধুগব্যাভিঃ।
স্নানার্থঃ তে ময়ানীতং গৃহাণ জগদীশ্বর॥ ৫॥ শর্করাস্নান
গঙ্গা গোদাবরী বেরা কাবেরী অর্কজৈর্জলৈঃ।
স্নাপিতোহসি ময়া দেব.তথা শান্তিং কুরুষ্ব মে॥ বারুণস্নান

সংক্ষেপে গুর্ব্বাদির প্রণাম—

গুরূণাং পাদাব্জান্যখিলশুভসদ্মানি নিতরাং।
প্রভুং নিত্যানন্দং কনকরুচিকৃষ্ণং সুরনদীং॥
নমাম্যদ্বৈতং মাধবতনয়ং মূর্দ্ধ্না সুবপুষং।
নবদ্বীপং শ্রীবাসমুখরসভক্তান্ স্বশিরসা॥

সংক্ষেপে গুর্ব্বাদির প্রার্থনা—

প্রসীদ শ্রীনবদ্বীপ শ্রীঅঙ্গে শ্রীগুরো হরে।
শ্রীচৈতন্যপ্রভো নিত্যানন্দাদ্বৈতকৃপার্ণব॥
হে শ্রীগদাধর শচীসুত হার্দ্দ পাত্র;
গান্ধর্ব্বিকাসুখতনো রসসার গাত্র।
মাং তে পদাব্জরজসাসদৃশং বিভাব্য;
কীর্ত্তিং প্রচারয় নিজাং কুশলৈর্ব্বিতাব্য॥
কল্পাগা অমৃতাম্বুধের্ঝ সবরাঃ প্রেমাম্বুধেশ্চাতকাঃ:
মেঘস্যামৃত পায়িনো বরবিধোঃ পদ্মালিচণ্ডত্বিষঃ।
ভৃঙ্গাঃ পদ্মবনস্য নাক সদনা বিষ্ণোর্মহান্তো হি তে।
ভক্তা গৌরহরেঃ পরং ময়ি কৃপাং কুর্ব্বন্তনন্যাগতৌ॥

শ্রীবৃন্দাদেবীর ধ্যান—

গাঙ্গেয় চাম্পেয় তড়িদ্বিনিন্দিরুচিপ্রবাহ স্নপিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুকবদ্যোতিতদিব্যবাস; বৃন্দে! ভজে ত্বচ্চরণারবিন্দম্॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর ধ্যান—

বসন্তকালোদ্ভব কেতকী তড়িৎ প্রভা বিড়ম্বাংঙ্ঘ্রটকান্তিডম্বরাং।
বিনিন্দিতেন্দীবরাভাম্বরাং তাং অনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥

জপসমর্পণ মন্ত্র—

গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবত্বৎ প্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতং॥

বিজ্ঞপ্তি—

মৎসমো নাস্তিপাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চনঃ।

পরিহারেহাপলজ্জাং মে কিং ব্রূবে পুরুষোত্তম॥ ১॥
যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোহভিরমতে তদ্বৎমনো মে রমতাং ত্বয়ি॥ ২॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥ ৩॥
কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্প পুণ্ডিরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং॥ ৪॥
গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দ মাং ত্বয়া সহ॥ ৫॥
কদাগান কলা নৃত্যং শিক্ষয়িষ্যসি রাধিকে।
যেন তুষ্ট হরিস্তে মাং কিঙ্করীমিতিমন্যতে॥ ৬॥
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী।
কৃপয়া নিজপদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাং॥ ৭॥
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং স্বপদান্তিকং॥ ৮॥

পদ্যপঞ্চক—

সংসার সাগরান্নাথৌ পুত্রমিত্র গৃহাকুলাৎ।
গোপ্তারৌ মে যুবামেব প্রপন্ন ভয়ভঞ্জনৌ॥ ১॥
যোহহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিদিহ লোকেপরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোরদ্য চরণেষু ময়ার্পিতম্॥ ২॥
অহমপ্যপরাধানামালয় স্ত্যক্ত সাধনঃ।
অগতিশ্চ ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে ভবেদ্গতিঃ॥ ৩॥
তবাস্মি রাধিকানাথ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম॥ ৪॥
শরণং বাং প্রপন্নোহস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরুত দাস্যং ময়ি দুষ্টোহপরাধিনি॥ ৫॥
ইত্যেবং জপতাং নিত্যং প্রস্তাব্য পদ্যপঞ্চকং।
অচিরাদেব তদ্দাস্যমিচ্ছতাং মুনিসত্তম॥ ৬॥

বিজ্ঞপ্তি অর্থ—

পাপাত্মাপরাধী কেহ নাহি মোর সম।
লজ্জাত্যজি কি কহিব হে পুরুষোত্তম॥ ১॥

যুবতীজনার মন যুবা পুরুষেতে।
যুবজন মন যথা রমে যুবতীতে॥
তথা মোর মনবৃত্তি মনোভাব যত।
তোমাতেই সর্ব্বভাবে হউক রমিত॥ ২॥
ভূমিতে স্খলিত পদ জনার যেমন।
একমাত্র হয় সেই ভূমি আলম্বন॥
সেইমত তোহে যত করি অপরাধ।
তুমি সে শরণ মোর ওহে দীননাথ॥ ৩॥
কবে আমি সুন্দর সে যমুনার তীরে।
তব নাম কীর্ত্তন করিব উচ্চৈঃস্বরে॥
নামানন্দে অশ্রুপূর্ণ হইবে নয়ন।
কবে সে তোমার ভাবে করিব নর্ত্তন॥ ৪॥

গোবিন্দবল্লভে রাধে করি এ প্রার্থনা।
তোমা সহ কৃষ্ণ মোরে জানুক তব জনা॥ ৫॥

হে রাধে এমন দিন হইবে কখন।
আমারে শিখাবে দিব্য গীত সে নর্ত্তন॥
যে মনোজ্ঞ নৃত্যগানে তুষ্ট হয়্যা হরি।
আমারে জানিবে দেবী তোমার কিঙ্করী॥ ৬॥

বৃন্দাবনেশ্বরী! কৃপা অমৃতবাহিনী।
দাস্য দেহ চরণে কৃপায় দাসী মানি॥ ৭॥

তোমার সে হই দেবী হই হে তোমার।
তোমা বিনা এ জীবন রহিবে না আর॥
ইহা জানি মোরে না করিয়া উপেক্ষণ।
চরণ নিকটে তুলি লেহ সে এখন॥ ৮॥

পদ্যপঞ্চকার্থ—

সংসার সাগরে মায়া তরঙ্গ প্রবল।
পুত্র মিত্র গৃহাশক্তি ঘুর্ণাতে আকুল॥
এ দুঃখে রাখহ নাথ রাধাগিরিধর।
চরণ শরণ জনার সর্ব্ব ভয় হর॥ ১॥
ইহলোক পরলোক যে আমি আমার।
সব সমর্পিনু ঐ চরণে দোঁহার॥ ২॥
আমি অপরাধালয় ভজন বিহীন।
হেন অগতির গতি হেন দুইজন॥ ৩॥
কায়মনোবাক্যে রাধানাথ! আমি তোমা।
কৃষ্ণকান্তে তব দোঁহে জানি দেহ ক্ষমা॥ ৪॥
করুণা আকর রাধে হে রাধারমণ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে তুমি স শরণ॥
চরণ আশ্রিত দুষ্ট অপরাধী জনে।
প্রসন্ন হইয়া দোঁহে দাস্য দেহ দানে॥ ৫॥
ইতি—পদ্যপঞ্চকার্থাদি সমাপ্ত॥

বৈষ্ণব পূজা—

শুকঃ সুত স্তথা ব্যাসো নারদঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদশ্চাম্বরীশশ্চ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ।
অক্রূরশ্চোদ্ধবঃ শ্রীমান্ মার্কেণ্ডেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
অশ্বত্থামা ধ্রুবো ভীষ্মঃ কৃপশ্চৈব বলি স্তথা॥
সনকাদ্যাশ্চতে সর্ব্বে তথৈবান্যে চ বৈষ্ণবাঃ।
নির্ম্মাল্যং বাসুদেবস্য সর্ব্বে গৃহ্নন্তু কামদং॥

তুলসী পূজা—

প্রাগ্‌দত্ত্বার্ঘ্যং ততোহভ্যর্চ্চ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিনা।
স্তুত্বা ভগবতীং তাং চ প্রণমেৎপ্রার্থ্য দণ্ডবৎ॥

তুলসী অর্ঘ্য মন্ত্র—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবী অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোস্তুতে॥

তুলসী পূজা মন্ত্র—

নির্ম্মিতা ত্বংপুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোস্তুতে॥

তুলসীর স্তুতি মন্ত্র—

নমঃ প্রসাদ জননী সর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী।
আধি ব্যাধি হরা নিত্যং তুলসী ত্বং নমোস্তুতে॥

তুলসী প্রার্থনা মন্ত্র—

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহী কীর্ত্তিমায়ু স্তথা সুখং।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসী ত্বং প্রসীদ মে॥

মন্ত্র স্নান—

স্নানে অসমর্থ হইলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মন্ত্রস্নানে সেবা পূজা সম্ভব হইবে।

যথা—

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্ন সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥ ১॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥ ২॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তান উর্জ্জেদধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥ ৩॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥ ৪॥
ওঁ তস্যা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ ৫॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীধ্যাৎ তপসোহধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোহর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোহজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতোবশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ৬॥

চারি সম্প্রদায়—

পদ্মপুরাণ—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিস্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈ র্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ১॥

প্রমেয় রত্নাবলী—

রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥ ২॥

মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধামছত্র—

অবন্তিকাপুরীনাম ধর্ম্মশালা প্রকীর্ত্তিতা।
ধাম তত্রৈব বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীমদ্বদরিকাশ্রমঃ॥
নৈমিষারণ্যমাখ্যাতং সুখবিলাস এব চ।
অঙ্গপাতনামধেয়ং ক্ষেত্রঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং॥
পরিক্রমশ্চ তত্রৈব লৌহগড় ইতি স্মৃতঃ।
দেবী চ মঙ্গলা নাম পবিত্রা মুক্তিদা কলৌ॥
তীর্থমপ্যলকানন্দা সাবিত্রী চেষ্টসজ্ঞকা।
শাখাদ্বৈতস্তথা গোত্রঃ অচ্যুতানন্দসংজ্ঞকঃ।
শুক্লোবর্ণঃ হরের্ণাম আহারঃ সর্ব্বদা প্রিয়ঃ॥
ব্রহ্মোপাস্যশ্চ বিষ্ণুস্তদ্‌গায়ত্রী হংসমন্ত্রকঃ॥
তথা হংসো দেবতা চ সালোক্যমুক্তিরীড়িতা।
মুখদ্বারং সমাখ্যাতং আচার্য্যশ্চ ত্রিকালকঃ॥
ঋষিঃ পরমহংসশ্চ ভিক্ষা নিষ্কাম এব হি।
নারায়ণো দেবতা চ নন্দস্তত্রৈব পার্ষদঃ॥
অথর্ব্বন্নামকো বেদো ব্রহ্মৈব সম্প্রদায়কঃ।
জন্মস্থানং ততঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যস্য ধীমতঃ॥
উড়ুপী কৃষ্ণগাদীতি গ্রামো বহুজনাকুলঃ।
আখড়া বলভদ্রীতি নাম্না সর্ব্বজনাদৃতা॥

ধর্ম্মশালা—অবন্তিকাপুর।
ধাম—বদরিকাশ্রম।
সুখনিবাস—নৈমিষারণ্য।
ক্ষেত্র—অঙ্গপাত।
পরিক্রমা—লৌহগড়।
দেবী—মঙ্গলা।
তীর্থ—অলকানন্দা।
ইষ্ট—সাবিত্রী।
উপাস্য—ব্রহ্ম।
গায়ত্রী—বিষ্ণু।
মন্ত্র—বিষ্ণুহংস।
দ্বার—মুখ।
আচার্য্য—ত্রিকাল।
শাখা—অদ্বৈত।
গোত্র—অচ্যুতানন্দ।
বর্ণ—শুক্ল।
আহার—হরিনাম।
ঋষি—পরমহংস।
ভিক্ষা—নিষ্কাম।
দেবতা—নারায়ণ।
পার্ষদ—নন্দ।
বেদ—অথর্ব্ব।
সম্প্রদায়—ব্রহ্ম।
মুক্তি—সালোক্য।
কৃষ্ণগাদী—উড়ুপী।
আখড়া—বলভদ্রী।

চতুঃশ্লোকি ভাগবতম্—

শ্রীভগবানুবাচ—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ বোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥ ১॥

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্‌বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥ ২॥

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং॥ ৩॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ৪॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেন সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥

ইতি চতুঃশ্লোকি ভাগবতং সমাপ্তম্।

সপ্তশ্লোকী গীতা—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥ ১॥
স্থানে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎপ্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ২॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩॥
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৪॥
ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ং।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ৫॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টোমত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহং॥ ৬॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৭॥
ইতি সপ্তশ্লোকী গীতা সম্পূর্ণা।

শ্রীমদ্ভাগবত কথা অবসানে পদ—জয় জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ। এই পদ আহ্নিক কীর্ত্তনের দ্বিতীয় পদ দেখিয়া লইবেন।

ইতি সাধকোল্লাসঃ সমাপ্তম্॥

অতঃ মানসিক শ্রীনবদ্বীপ যোগপীঠ পূজা —

প্রথমতঃ -- দুইটি বৃহৎ স্বর্ণথালি পূজার জন্য সজ্জিত করিবে। একটি শ্রীগুরুদেবের জন্য অপরটি নিজের (সাধক দাসের) জন্য। প্রত্যেক থালিতে তিন প্রভুর জন্য তিনটি চন্দন কটোরা, পাঁচটি করিয়া সুগন্ধি ফুলের মালা, আট দল করিয়া তুলসী মঞ্জরী, পঞ্চ পাত্র ও অর্দ্ধশুষ্ক আর্দ্র বস্ত্র এই সকল দ্রব্য পৃথক পৃথক ছোট থালিতে সজ্জিত করিবে।

অনন্তর, শ্রীগুরুদেবের হস্তে পূজার জন্য অর্পণ করিবে। তিনি পূজা করিয়া আসিলে ঐ প্রসাদী থালিটি অন্যত্র রাখিয়া দিবে তৎপরে তাঁহার হস্তে আরত্রিক করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত দীপ, শঙ্খ, বস্ত্র ইত্যাদি আরত্রিক দ্রব্য প্রদান করিবে। তিনি আরত্রিক করিয়া আসিলে তাঁহকে আসনে উপবেসন করাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা সাধক দাস শ্রীগুরুদেবের পূজা করিবে।

তৎপরে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া নিজের পূজার জন্য সজ্জিত আমানীয়া থালিটি লইয়া যোগপীঠে তিন প্রভুর পূজা করিবে। অতঃপর তৎপ্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা গদাধর শ্রীবাস আদির পূজা করিবে (প্রসাদী তুলসী হস্তে দিবে)। অনন্তর, যোগপীঠস্থ স্বরূপ দামোদরাদি অষ্ট প্রধান মহন্ত, দ্বাদশ গোপাল, ছয় চক্রবর্ত্তী, অষ্ট কবিরাজ এবং শ্রীরূপাদি গোস্বামীবর্গের পূজা ও তৎপশ্চাৎ স্ব স্ব গুরু প্রণালী অনুসারে গুরুবর্গের পূজা করিবে। পরে শ্রীগুরুদেবের বামপার্শ্বস্থিত হইয়া সাধক দাস যোগপীঠ শোভা দর্শন করিবে।

অতঃ মানসিক শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ পূজা –

প্রথমতঃ – দুইটি স্বর্ণ থালিতে চন্দন কটোরা, দশটি সুগন্ধি ফুলের মালা (শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি ও শ্রীরাধার পাঁচটি) আটদল তুলসী (শ্রীকৃষ্ণের জন্য) পঞ্চপাত্র ও অর্দ্ধশুষ্ক আর্দ্র বস্ত্র এই সকল দ্রব্য সজ্জিত করিবে।

অনন্তর, শ্রীগুরুদেবীর হস্তে পূজার জন্য একটি থালি প্রদান করিবে। তিনি পূজা করিয়া আসিলে সাধক দাসী ঐ থালিটি অন্যত্র রাখিয়া দিবে। পরে সাধক দাসী শ্রীরাধাগোবিন্দের আরত্রিকের জন্য স্বর্ণ থালিতে প্রজ্জ্বলিত দীপাদি প্রদান করিবে। তিনি পূজা করিয়া আসিলে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া ঐ প্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা সাদক দাসী শ্রীগুরুদেবীর পূজা করিবে।

অতঃপর তাহার আজ্ঞা লইয়া নিজের পূজার জন্য আমানীয়া থালিটি লইয়া যোগপীঠস্থ প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও তৎপ্রসাদী দ্রব্যের দ্বারা শ্রীরাধিকার পূজা করিবে।

অনন্তর শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্য দ্বারা যোগপীঠস্থ ললিতাদি অষ্ট প্রধানা সখী উপদলে অনঙ্গমঞ্জর্য্যাদি অষ্ট মঞ্জরী (উপসখী) কেশরস্থিত শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিকে তৎপ্রসাদি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিয়া স্ব স্ব সিদ্ধ প্রণালী অনুসারে উপর হইতে ক্রমানুযায়ী গুরুমঞ্জরী বর্গকে পূজা করিবে। অতঃপর সাধকদাসী গুরুমঞ্জরীর বামে স্থিত হইয়া যোগপীঠ শোভা দর্শন করিবে।